স্কট

# কেনিলওয়ার্থ

( রাণী এলিজাবেথ )

'রিজিয়া' প্রণেতা

শ্রীমনোমোহন রায় বি.

অনূদিত

ম্যাক্‌মিলান এণ্ড কোং লিমিটেড্‌

কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, লণ্ডন।

# উৎসর্গ পত্র।

অশেষ-প্রভুগুণান্বিত পরমপূজ্যপাদ

লালগোলাধিপতি

**শ্রীমন্ রাজা রাও যোগেন্দ্র নারায়ণ রায়**

বাহাদুর-শ্রীকরকমলে

গৌরব-ময়ী মাতৃভাষার পুষ্টিসাধনের জন্য,

ক্ষীণ প্রয়াস :—

আমার এই গ্রন্থ খানি

উৎসর্গ করিলাম।

আপনার চিরাশ্রিত

শ্রীমনোমোহন রায়

# অবতরণিকা।

পাশ্চাত্য সাহিত্য ভাষা ও ভাবের অফুরন্ত খনি। এই অপূর্ব্ব রত্ন-গ্রন্থ গুলির বঙ্গানুবাদ, পাঠকবর্গের চিত্ত-তৃপ্তিকর হইবে, —ইহাই, আমার ধারণা।

সেই ধারণায়, আমি, কিছুদিন পূর্ব্বে, ফরাসী কবি-সম্রাট ভিক্টর্ হিউগোর লা-মিজারেবল্ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করি। তাহা, পাঠক-সমাজে, উপযুক্ত আদর লাভ করিয়াছে। আমি-ও আশান্বিত হইয়া, সেক্সপিয়র্, স্কট্, টল্‌ষ্টয়, ডুমাস্, এই চারিজন পাশ্চাত্য সাহিত্য-সম্রাটের গ্রন্থগুলির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছি। এ প্রয়াস, অবশ্য, পঙ্গুর গিরি-উল্লঙ্ঘনের ন্যায়, নিতান্ত-ই অসম্ভব ও উপহসনীয়। তবে, আমার ভরসা, কেবল-মাত্র সেই ভগবান্, যাঁহার কৃপায়, অসম্ভব-ও সম্ভব হয়।

ইংলণ্ডের অন্যতম সুবিখ্যাত ঔপন্যাসক স্যার্ ওয়াল্টার স্কটের লিখিত, ওয়েভার্লি-শ্রেণীর উপন্যাসগুলি-মধ্যে, কেনিল্‌ওয়ার্থ, একখানি মনোমুগ্ধকর গ্রন্থ। ইংলণ্ডের প্রথিত-নাম্নী চির-কুমারী রাণী এলিজাবেথের চরিত্র ও তৎ-সাময়িক ঘটনাবলী-অবলম্বনে, ইহা লিখিত।

আমার-ও অত্যুচ্চ আশা-পাদপের প্রথম ফল—এই কেনিল-ওয়ার্থ। যদি, ইহা সাধারণের প্রীতি-প্রদ হয়, তবেই আমার শ্রম সফল।

| কলিকাতা | বিনয়াবনত |
|---|---|
| ১লা বৈশাখ, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ। | শ্রীমনোমোহন রায় |

স্কট্

# কেনিল্ ওয়ার্থ

## প্রথম পরিচ্ছেদ

অক্সফোর্ডের তিন চারি মাইল দূরে কাম্‌নর নামে একটী ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রাম। রাণী এলিজাবেথ্ যখন ইংলণ্ডের অধীশ্বরী অক্সফোর্ড তখনই বেশ সমৃদ্ধিশালী সহর। কামনর গ্রামটী ক্ষুদ্র হইলেও অক্সফোর্ডের সহরতলী বলিয়া একটু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং ভদ্রলোকের আবাস যোগ্য। এই গ্রামে একটী পুরাতন ধরণের পান্থনিবাসও আছে। তাহার পরিচালক ও স্বত্বাধিকারী গাইল্‌স্ গস্‌লিং। গাইলসের দেহ স্থূল, মুখ প্রফুল্ল ও হাস্যময়, বয়স পঞ্চাশের কিছু অধিক। গাইল্‌সের সরাইয়ে ভোজ্যপেয়ের মূল্য বাজার হইতে খুব বেশী নয়। গাইল্‌স দেনাপাওনা সম্বন্ধে খুব পরিষ্কার। তাহার সুরার ভাণ্ডার ভাল ভাল পুরাতন মদ্যে পূর্ণ। সে একজন রসিক পুরুষ, কথায় বার্ত্তায় খরিদ্দারদিগকে সন্তুষ্ট করিতে সে সিদ্ধহস্ত। সংসারের মধ্যে আপনার বলিতে গাইল্‌সের কেহই নাই—আছে কেবল

তাহার মদের বোতল ও একটি সুন্দরী অষ্টাদশবর্ষীয়া কন্যা। বোতলের হলাহল এবং স্নেহময়ী কন্যার অকৃত্রিম আদর এই উভয়ের বিসদৃশ সংমিশ্রণ-সঞ্জাত আসবপানে বৃদ্ধ গাইল্‌স্ গস্‌লিংয়ের চিত্ত নিরন্তর বিভোর হইয়া থাকিত।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। পান্থাশ্রমের কক্ষে কক্ষে আলোক প্রজ্বালিত হইয়াছে। গাইল্‌স্ আশ্রমের প্রবেশদ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রাজপথে গম্যমান পথিকদিগের পানে আনমনে চাহিয়া রহিয়াছেন। সহসা একজন অপরিচিত আগন্তুকের আগমনে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। আগন্তুকের দেহ উন্নত ও বলিষ্ঠ, চেহারা একেবারে বিশ্রী না হইলেও, তাহাকে দেখিবামাত্র বুঝা যায় যে লোকটা তত সুবিধার নহে। আগন্তুকের পরিধানে একটা দীর্ঘ রাইডিং-ক্লোক। তাহার সম্মুখের বোতামগুলি খোলা। সেই ক্লোকের নীচে একটা সলমা চুমকীর কাজ করা মূল্যবান্ কোট, কটিদেশ বেড়িয়া বাদামী রংয়ের একটা রেশমী কোমরবন্ধ। তাহাতে কোযবদ্ধ একখানি তরবার ঝুলান আছে এবং তাহার পরিচ্ছদের মধ্য হইতে, একজোড়া পিস্তলেরও মুখ উঁকি মারিতেছে।

আগন্তুক আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই হোটেলস্বামীকে পরিচিতের ন্যায় অভিবাদন করিল। গসলিংও একবার শ্যেনদৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক ও সাজসজ্জা দেখিয়া লইয়া প্রত্যভিবাদন-পূর্ব্বক সহাস্যমুখে কহিলেন "মহাশয়! আপনি দেখিতেছি পাঁচো হাতিয়ার বাঁধিয়াই রাস্তা চলেন।"

আগন্তুক উত্তর করিল "কি করি মহাশয়? দিন কাল যেমন।"

গসলিং কহিলেন "মহাশয়ের তাহা হইলে পল্লী অঞ্চল হইতে আসা হইতেছে বোধ হয়।"

আগন্তুক উত্তর করিল "বন্ধু! পল্লী—সহর, উঁচু—নীচু, কাছে—দূরে,—আমার গতিবিধি সর্ব্বত্র। যাক্—ও সব কথা ছাড়িয়া দিন। এখন আপনার ওই বোতলে যদি কিছু থাকে তবে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমায় এক গ্লাস ঢালিয়া দিন, আপনিও একগ্লাস ঢালিয়া লউন। আমিই আপনাকে খাওয়াইতেছি। জিনিসটা ভাল হইবে ত?"

গসলিং কহিলেন "একথা আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন! এ অঞ্চলে আমার দোকানের মত জিনিস যদি কেহ বাহির করিতে পারে তাহা হইলে আমি বাজি হারিতে রাজি আছি।"

সুরা দেবীর মহিমায়, গসলিং ও আগন্তুকের এই নব পরিচয় অতি শীঘ্র, ঘনিষ্ঠতায় ও ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হইয়া উঠিল। আগন্তুক মুক্তহস্তে মদ্য খরচ করিতে লাগিলেন। ক্রমে আরও অনেক নিদাঘ-বান্ধবের সমাগম হইল। তাহারা সকলেই আগন্তুকের স্কন্ধে খরচের ভার চাপাইয়া বেশ একটু নেশা ও আমোদ জমাইয়া তুলিল। এরূপ মুক্ত আনন্দের উচ্ছাসের মধ্যে প্রসঙ্গের স্থিরতা কি? কথাবার্ত্তা নানা বিষয়ে হইতে লাগিল।

আগন্তুক হোটেল স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয়! আপনার অবস্থা তো দেখিতেছি মন্দ নহে। ভোগ করিবার লোক কেহ আছে কি?

গসলিং কহিলেন "কেন? আমার কন্যা।"

আ। সে গেল মেয়ে ছেলে। কোন পুরুষ আত্মীয় আপনার নাই?

গ। একেবারে যে নাই তা বল্‌তে পারি না, তবে না থাকার মধ্যেই! আমার একটী ভাগ্‌নে ছিল। সেটী আজ বৎসর হ'তে নিরুদ্দেশ। আর তার নিরুদ্দেশ হওয়াই ভাল হয়েছে। তা না হ'লে, এত দিন তাকে হয়ত ফাঁসি-কাঠে ঝুল্‌তে হত।

আ। তার ঠিক কি মহাশয়! ছেলে বেলায় অমন অনেক দুষ্টু ছেলে থাকে, কিন্তু বয়স হলেই তারা শুধ্‌রে যায়। তার নাম কি ছিল?

গ। তার নাম ছিল মাইকেল ল্যাম্‌বোর্ণ।

আগন্তুক কিছুক্ষণ চিন্তিত ভাবে থাকিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিল "ও! তা হলে সেই বটে! মহাশয়, আপনি তা হলে দেখছি কোনই খবর রাখেন না। একেবারে আপনি অজ পাড়াগেঁয়ে।"

গ। কেন?

আ। আপনি যখন আপনার নিজের আত্মীয় স্বজনের কোনই খবর রাখেন না, তখন আর আপনি পাড়াগেঁয়ে না ত কি, মশায়! মাইকেল ল্যাম্‌বোর্ণ একটা নামজাদা বীরপুরুষ। ভেল্‌নোর যুদ্ধের সময় সে একেবারে পল্টনের আগে আগে— আর আপনি তার মামা হয়ে, তার কোনই খবর রাখেন না!

গ। আপনি যার কথা বলছেন সে আমাদের মাইকেল ল্যামবোর্ণ নয় মশায়, সে অন্য আর কেউ হবে। আমাদের মাইকেল যুদ্ধের নাম শুন্‌লে মূর্চ্ছা যায়।

আ। হতে পারে। কিন্তু যুদ্ধে নেমে অনেকের সাহস আসে।

গ। মহাশয়! আমার ভাগ্‌নে বাবাজির যা সাহস তা আমি বেশ জানি। আর আপনি যা বল্‌ছেন, সত্যি সত্যি যুদ্ধে পড়লে বাবাজীর আমার যাও বা সাহস আগে থাকুক, যুদ্ধক্ষেত্রের কাছে গেলেই সেটুকু উদ্ধশ্বাসে ছুটে পালাবে—এ কথাও আমি বিলক্ষণ জানি।

আ। আপনি আপনার ভাগ্‌নের বিরুদ্ধে যাই বলুন না, আমি আপনাকে ঠিক বল্‌তে পারি যে মাইকেল ল্যামবোর্ণ আপনাদের নাম হাসাবে না বরং আপনাদের মুখোজ্জ্বল কর্‌বে। আচ্ছা বলুন দেখি, আপনাদের মাইকেল ল্যামবোর্ণের শরীরে এমন কোন বিশেষ চিহ্ন আছে কি—যা থেকে সনাক্ত করা যায় যে আমার পরিচিত মাইকেল ল্যামবোর্ণই, আপনাদের সেই মাইকেল কি না।

গ। এমন কোন বিশেষ চিহ্নের কথা, আমার ত মনে হচ্ছে না। তবে একবার সে একটা দোকান থেকে একটি রূপোর বাটী চুরি করেছিল। তারা মেরে ধরে ছিঁচকে পুড়িয়ে তার পিঠে একটা ছাপ লাগিয়ে দিয়েছিল। সেটা বেশ পাকা রকমের দাগ বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

আ। এইতো মামা! একেবারে জলজ্যান্ত মিথ্যে কথাটা কইলে! এই কথা বলিয়া আগন্তুক তাহার পৃষ্ঠদেশ অনাবৃত করিয়া সকলকে অক্ষতপৃষ্ঠ দেখাইয়া কহিল "দেখ মামা! বেশ করে চক্ষুমেলে দেখে নাও, তোমরাও সকলে দেখ, ভাই সব, তোমাদের

পাঁচ জনের যেমন, আমার পৃষ্ঠও তেমনই অক্ষত। মামা! তুমি মামা হইয়া আমার নামে মিথ্যে কলঙ্ক রটাইতেছ?"

গাইল্‌স্ গস্‌লিং ও তথায় উপস্থিত মাইকেল ল্যামবোর্ণের পূর্ব্ব-পরিচিত বন্ধুবর্গ তাহার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তিত ভাবে এবং নূতন মূর্ত্তিতে বিকাশ দেখিয়া যুগপৎ চমকিয়া উঠিল। গসলিং বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে ভাগিনেয়ের মুখের নিকট মুখ লইয়া বেশ ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন যে সত্য সত্যই আগন্তুক তাহার ভাগিনেয় না কোন প্রবঞ্চক তাহাকে ছলনা করিতে আসিয়াছে।

গ। মাইক্! মাইক্! সত্যই তুই আমাদের মাইক্! আমি ত তাই মনে করিতেছিলাম। হাজার হ'ক আপনার মার পেটের বোন, তার ছেলে, রক্তের টান কোথায় যাবে। যা হ'ক —মাণিক আমার! এত দিন কোথায় ডুব মেরে ছিলে?

আ। সে এখানে নয় মামা! তোমার মাসতুতো ভাই—স্থিয্যি মামার দেশে। সেখানে সোণার গাছ, পান্নার পাতা আর মুকুতোর ফল—আর সে মুকতোও ছোট খাট নয়, বড় বড় একটা আপেলের মত।

গ। বেশ! বেশ! মাইক্, তুই যে ফাঁসিতে ঝুলবার ভয়ে, দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে এত অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে দেশে ফিরেছিস, তাতে আমি বড়ই সুখী হলুম। আরও বেশী সুখী হলুম এই দেখে যে ভবঘুরেরা নানাদেশ ঘুরে যে মিথ্যে কথাটা সত্যির মত বানিয়ে বল্‌তে অভ্যেস করে, সেইটী তুমি বেশ দোরস্ত করে এসেছ।

আ। মামা তুমি তো কোন কথাই বিশ্বাস কর না। কুঁয়োর ব্যাং—সাগর তো কখনও দেখ্‌লে না। তুমি মনে করছ যে মাইক্‌ বুঝি সেই নেব্‌লা খেব্‌লা মাইক্‌ আছে। তা নয় মামা! মাষ্টার মাইকেল ল্যাম্‌বোর্ণ আজ কাল বড় একটা কেও কেডা নয়। তার পকেটে পকেটে নোটের তাড়া। বিশ্বাস না হয় সেটাও চখের সাম্‌নে বাহির করে দেখিয়ে দিচ্ছি।

এই কথা বলিয়া মাইকেল ল্যামবোর্ণ পকেট হইতে একতাড়া নোট ও কয়েকটি সুবর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা বাহির করিয়া কহিল "মামা! আজ এতদিন পরে দেশে ফিরে এলুম, আজ এস সবাই মিলে একটু আনন্দ করি। এস আমার পুরাতন বন্ধুগণ! তোমরাও আজ আমার অতিথি।"

ডাংপিটে মূর্খ ল্যাম্‌বোর্ণ কোথা হইতে এত টাকা পাইল—এই সমস্যা পূরণে অসমর্থ হইয়া গাইল্‌স্‌ গস্‌লিং একটু গোলযোগে পড়িয়া গেলেন। তাহার পারিপার্শ্বিকগণও এ উহার গা টিপিয়া কিংবা অঙ্গভঙ্গিমায় পরস্পরের মনোভাব বিজ্ঞাপিত করিল।

চতুর গসলিং কহিলেন "ভাগিনেয় মাইকেল! তোমার নোটের তাড়া এখানে বাহির করা নিষ্প্রয়োজন। এতদিন পরে তুমি আসিয়াছ। আজিকার ভোজ্যপেয়ের দাম তোমার নিকট হইতে লইলে, লোকে আমাকে কি বলিবে? আর তুমি যেরূপ উপার্জ্জন-ক্ষম হইয়াছ দেখিতেছি, তাহাতে তুমি যে অধিক দিন এখানে থাকিবে তাহা বলিয়া আমার বোধ হয় না।

মাইকেল। অধিক দিন থাকি কিম্বা অল্পদিন থাকি, সে বিবেচনা

আমার উপর। মামা! তোমাকে কেবল এইটুকু আমার জিজ্ঞাস্য যে, তোমাদের পুরাতন মাইক্ আজ তোমার এবং তাহার সমবেত আশৈশব বান্ধবদিগের সহিত আজিকার রাত্রি কিছু আমোদ-প্রমোদে কাটাইতে চাহে। বিনামূল্যে নহে, যথারীতি মূল্য দিয়া। যদি রাজি হও আইস। তাহা না হইলে, আমাকে অন্যত্র রাত্রিযাপন করিতে হইবে।

গস্লিং। আঠার আঠার বৎসর পরে আজ তোর সঙ্গে দেখা— আজ কি আমি তোকে ছেড়ে দিতে পারি, মাইক্। আর অন্য হোটেলে গেলে লোকে আমাকেই বা কি বল্‌বে? কিন্তু তুই যেমন ভাবে টাকা উড়াইতেছিস দেখিতেছি, তাহাতে আমার বড়ই সন্দেহ হইতেছে যে এই অর্থ উপার্জ্জনটা কিরূপে হইয়াছে?

মাইকেল। এই দেখ বন্ধুসব! আমি ছেলেবেলায় কি করিয়াছি, না করিয়াছি—তাহাই লইয়া মামার আমার উপর এত সন্দেহ। আর টাকার কথা বল্‌ছো কি মামা! টাকা তোমাদের এখানেই একটা মস্ত জিনিস। আমি যেখান থেকে আসছি, সেখানে টাকা ফলে, টাকা মাটি থেকে ফড় ফড় করে গজায়।

সমবেত সকলেই হাঁ করিয়া মাইকেল ল্যাম্‌বোর্ণের এই আজগুবি গল্প শুনিতে লাগিল। ভোজ্যপেয় পূর্ণমাত্রায় ব্যয়িত হইতে লাগিল। কারণ তাহার দাম মাইকেল ল্যামবোর্ণ বহন করিতেছে। এই আমোদের হলহলায় যোগ দিল প্রায় সকলেই।

যোগ দিল না একজন মাত্র লোক। (তিনি গাইল্‌স্‌ গস্‌লিংয়ের পান্থনিবাসে একজন নবাগত অতিথি। তাঁহার বয়স পঁচিশ ত্রিশ বৎসর, তাঁহার আকৃতি সুগঠন; পরিচ্ছদাদি বহুমূল্য না হইলেও ভদ্রজনোচিত, তাঁহার মুখখানি সর্ব্বদাই গম্ভীর ও ঈষৎ চিন্তাকুলিত, তিনি বড় একটা কাহারও সহিত মিশিতে চান না, খাদ্য পেয়াদির উপরেও তাঁহার তাদৃশ আসক্তি পরিলক্ষিত হয় না এবং তাহার মূল্য দিতেও তিনি কোন কার্পণ্য করেন না। তাঁহার নাম মাষ্টার ট্রেসেলিয়ান্‌। গাইল্‌স্‌ এই নবাগত অতিথিকে বড়ই সম্মান করেন। তিনি এতক্ষণ একান্তে বসিয়া আছেন দেখিয়া গাইল্‌স্‌ একটি মদ্যের বোতল ও পানাধার লইয়া, আস্তে আস্তে তাঁহার নিকট উঠিয়া গেলেন এবং পানাধার মদ্যে পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে আমোদে যোগ দিতে আমন্ত্রণ করিলেন। গাইল্‌স্‌ কহিলেন, "মহাশয়! আমার এই হোটেলে আসিয়া অমন মুখভার করিয়া বসিয়া থাকিলে আমার হোটেলের নাম খারাপ হইয়া যাইবে। আর কাম্‌নর গ্রামটির লোকগুলিও একটু ছিদ্রান্বেষী। তাহারাও দুইটা ভালমন্দ টীকাটিপ্পনী কাটিতে পারে।"

নবাগত অতিথি কহিলেন, "মহাশয়! লোকের সহিত না মিশিয়া, নিজের চিন্তার ভার মুখ বুজিয়া নিজে বহন করিলে বোধ হয় তাহা অপরাধজনক নহে। আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, আপনাকে বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না যে, প্রত্যেক মনুষ্যেরই এমন কতকগুলি চিন্তার বোঝা আছে, যাহাতে আমোদের উৎসগুলিকে চাপা দিয়া রাখিয়া দেয়!")

গস্লিং কহিলেন, "বন্ধু! আমাদের অনুরোধে অদ্য রজনীর জন্য, আপনার চিন্তার বোঝাগুলিকে আমোদের তরঙ্গে ভাসাইয়া দিতে হইতেছে।"

নবাগত অতিথি ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা তাহাই হ'ক।" এই কথা বলিয়া তিনি উঠিয়া গিয়া আমোদে যোগ দিলেন।

ক্রমে রাত্রি ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। আনন্দের উচ্ছ্বাসও প্রবলতর হইতে আরম্ভ হইল। মাষ্টার গোল্ড্থ্রেড্ গান ধরিলেন :—

( গীত )

রেতের হাওয়ায়, গাছের ছাওয়ায়, বেড়ায় যত পাখী,
সোণার বরণ, চাঁদের কিরণ, সারা গায়ে মাখি।
হুতোম প্যাঁচার নাইক জুড়ি—
তারে হৃদমাঝারে রাখি।
সূয্যি মামা, নেশায় যখন, চক্ষু রাঙা করে,
বসেন গিয়ে পশ্চিমেতে রাঙা পাটের পরে;
আঁধার যখন ঝেঁপে আসে, ভেঙ্গে আকাশ খান,
হুতোম প্যাঁচা সময় বুঝে তখন ছাড়েন তান।
গান শুনে তার প্রাণটা আমার করে আন্চান্।
হুতোম প্যাঁচা—পাখীর রাজা—
আমার সোণার পাখী!
ইচ্ছে করে তোরে ধরে হৃদপিঞ্জরে রাখি।

গান শুনিয়া সহসা যেন মাইকেল ল্যাম্‌বোর্ণের পূর্ব্ব স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। সে মাষ্টার গোল্ডথ্রেডকে কহিল, "এ গান তুমি কার কাছে শিখলে, দাদা? এ যে বিশ বৎসরের আগে শোনা টনি ফষ্টরের গান।"

গোল্ডথ্রেড কহিল, "মনে আছে তা হলে মাইক্! টনি ফষ্টরকে—টনি ফষ্টর আজ কাল আর বড় একটা যেমন তেমন লোক নয়। আজ কাল সে কাম্‌নর প্লেসের মালিক। কাম্‌নর প্লেস, মনে আছে তো, কোন বাড়ীটা—সেই যে কবরস্থানের ঠিক পাশেই সেই মস্ত বাড়ীটা?"

মাইকেল জিজ্ঞাসা করিল "টনি আজ কাল কর্‌ছে কি?"

গোল্ডথ্রেড্ উত্তর দিল "কর্‌বে আর কি? দেখ্‌ছি ত', দিব্বি চা'লের উপরে আছে। খরচা পত্রও বেশ করছে। শুন্‌তে পাই নাকি কে একজন নামজাদা বড় লোক তার পেছনে আছে।"

মাইকেল কহিল "তা হলে বোধ হচ্ছে, তার অবস্থা পরিবর্ত্তনে হৃদয়ে একটু দেমাক ও হয়েছে।"

গোলড্‌থ্রেড কহিল "দেমাক্ ঠিক নয়। তবে ভিতরে কিছু রকমারী আছে। একটী সুন্দরী যুবতী মেয়ে মানুষ এই রহস্যের মধ্যে আছে।"

ট্রেসেলিয়ান্ এতক্ষণ কোন কথা কহেন নাই। মাষ্টার গোল্ডথ্রেডের কথায় তিনি একটু চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন "কি বলিলেন, একজন স্ত্রীলোক এই রহস্যের মধ্যে আছে? আপনি জানেন কি, এই স্ত্রীলোকটী দেখ্‌তে কেমন?"

গোল্ডথ্রেড্। অসূর্য্যম্পশ্যরূপা।

মাইকেল। কি দেখা কথা—না শোনা কথা?

গোল্ডথ্রেড। দেখা—একেবারে চারিচক্ষে দেখা।

মাইকেল। সে মেয়ে মানুষটাও তোমাকে দেখেছিল?

গোল্ডথ্রেড। অবশ্য।

মা। মিথ্যে কথা,—তোমার ওই ভাঁটার মত চেহারা দেখ্‌লে সে ভয়ে আঁৎকে উঠ্‌ত না।

গো। কেন আমার চেহারাটা অমন্দ কি? একটু বেশী মুটিয়ে গেছে। তা পয়সা হ'লেই অমন একটু পেটটা মোটা হয়।

মা। যাক্—বল্‌ত' সোণার চাঁদ! কি করে এই অভূতপূর্ব্ব মিলন হ'ল?

গো। সে বড় মজার কথা—আমি একদিন বেশ একটী সাচ্চা জরীর কাজ করা রেশমী পোষাক পরে—

মা। দানা-খাওয়া মোরগটীর মত?

গো। সেজে গুজে, সন্ধ্যাবেলা ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি—হঠাৎ, জানালার দিকে নজর পড়্‌তেই বোধ হল যেন একটী পদ্ম ফুল ফুটে রয়েছে। আমি অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লুম।

ট্রেসে। মাষ্টার গোলড্‌থ্রেড! স্ত্রীলোকটীর বয়স কত?

গো। কুড়ি-একুশ—

ট্রে। তাহার রং।

গো। সেটা ভাল করে দেখিনি, তবে একটা আসমানি রংয়ের পোষাক পরেছিল, সেটা খুব দামী বলেই বোধ হ'ল।

ট্রে। চুলের রং।

গো। সেটা অত লক্ষ্য করি নি, তবে তার মাথায় বাদামী লেস্ একখান ছিল, সেখানিরও দাম ঢের।

মা। মাষ্টার গোলড্‌থ্রেড! তোমার স্মরণশক্তি বস্ত্রবিক্রেতার ঠিক উপযুক্তই বটে।

ল্যামবোর্ণ ট্রেসেলিয়ানকে একটু চক্ষু টিপিয়া ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন "মহাশয়! আপনি ওর কথায় বিশ্বাস কর্‌ছেন? নেশার ঝোঁকে ও কি দেখ্‌তে কি দেখেছে। আর সন্ধ্যাটার সময়, ওদিকে শুনেছেন তো কবরস্থান। কিছু একটা দেখা, আশ্চর্য্য নয়। আচ্ছা ভায়া! বল—বল—তোমার গল্পটাই শোনা যাক্, তার পর কি হ'ল?

গোল্‌ডথ্রেড্ কহিল "তার পর দেখি—যে টনি ফষ্টর প্রকাণ্ড এক লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে একেবারে আমার সাম্‌নে। আমিও পেছপাও নই। রাস্তার পাশ থেকে একখানা চেলা কাঠ টেনে নিয়ে, আমিও মারামারি করতে প্রস্তুত হলুম।"

মাইকেল কহিল "গজ হাতে করা তোমার অভ্যেস, চেলা কাট হাতে করে ভিরমি যাওনি যে, এই ঢের। এখন যাক্ বাজে কথা ছেড়ে দাও, যদি তুমি এই মেয়েমানুষটাকে দেখাতে পার, তবেই বুঝবো, তুমি সত্যবাদী—না হয় ত'—তোমার সব মিথ্যা।

গোল্‌ডথ্রেড কহিল "পারব, খুব পারব, নিশ্চয় পারব।"

মাইকেল কহিল "বাজি।"

গোল্ডথ্রেড্ "হাঁ—তাতেই আমি রাজি।"

মাইকেল তৎক্ষণাৎ তাহার মনিব্যাগ খুলিয়া একটি সভারেণ মুদ্রা বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া কহিল "এই এক সভারেণ ?"

গোল্ডথ্রেড কহিল "আমার সঙ্গে এখন টাকা নাই। গাইল্‌স্ আমার জামিন।"

গাইল্‌স্ কহিলেন "রক্ষা কর দাদা! আমি কাহারও জামিন হই না।"

ট্রেসেলিয়ান তাঁহার পকেট হইতে একটী মুদ্রা বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া কহিলেন "আচ্ছা! আমি মাষ্টার গোল্ডথ্রেডকে তাহার বাজির টাকা ধার দিতেছি।"

স্থির হইয়া গেল, যে আগামী কল্য, অতি প্রত্যূষেই, মাষ্টার গোল্ডথ্রেড আসিয়া মাইকেল ল্যাম্‌বোর্ণ ও মাষ্টার ট্রেসেলিয়ান্‌কে সঙ্গে লইয়া কাম্‌নর প্লেসের এই রহস্য-উদ্ঘাটনের জন্য যাইবেন।

আমোদ-প্রমোদে রাত্রি অনেক হইল। বন্ধুবর্গ টলিতে টলিতে, কেহ বা গড়াইতে গড়াইতে কোন মতে আপন আপন আলয়ে গেলেন। গাইল্‌স্ গসলিংও আগন্তুকদিগের নিকট নৈশ বিদায় গ্রহণ করিয়া আপনার শয়নকক্ষে গেলেন।

মাইকেল ল্যাম্‌বোর্ণ ও ট্রেসেলিয়ান উভয়েই যেন পরস্পরের সহিত একটু নির্জ্জন আলাপের অবসর খুঁজিতেছিলেন। এতক্ষণে সে সুযোগ পাইয়া ট্রেসেলিয়ান্ কহিলেন "আচ্ছা মাষ্টার ল্যামবোর্ণ, আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তাহা হইলে আপনাকে

জিজ্ঞাসা করি—যে এত পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধু-লোক থাকিতে, আপনি এই টনি ফষ্টরের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য এত ব্যগ্র কেন?”

ল্যাম্‌বোর্ণ কহিল “আপনি যদি কিছু মনে না করেন, মাষ্টার ট্রেসেলিয়ান্! তাহা হইলে আমিও আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, যে এই গ্রামে এত ভাল ভাল লোক থাকিতে আপনিই বা এই লক্ষ্মীছাড়া মাতাল ল্যাম্‌বোর্ণের সঙ্গে যাচিয়া আলাপ করিবার জন্য এত উৎসুক কেন? এই একটা জঘন্য রমণীঘটিত রহস্যের মধ্যেই বা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া আপনি আপনাকে জড়াইতে যাইতেছেন কি জন্য?

ট্রেসেলিয়ান উত্তর করিলেন “কেবল একটা রগড় করিবার জন্য। আমার আর কিছুই উদ্দেশ্য নাই।”

ল্যাম্‌বোর্ণ কহিল “এই তো দাদা! ভদ্রতার খোলস দিয়ে অমনি আসল সত্যিটুকুকে বেমালুম ঢেকে ফেললে। আমি যদি তোমার প্রশ্নের উত্তরে এই টুকু বলি—যে, টনি ফষ্টরের সঙ্গে আমি একটু বিশেষ প্রণয়বন্ধনে বদ্ধ—তা হলে, তুমি কি মনে কর, বল ত' সোণার চাঁদ! তুমি কি মনে কর—আমি সত্যি বলছি? না, মিথ্যে বলছি?”

ট্রেসেলিয়ান দেখিলেন যে, মাইকেল মাতাল হইলেও, তাহার আসল কাজে কোন ভুল নাই। তাই কহিলেন “হইতে পারে, তাহাই সত্য।”

মাইকেল ল্যামবোর্ণ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন “মাষ্টার ল্যামবোর্ণ! আমি নিজে ততটা চালাক চতুর না হইলেও, এই বিস্তৃত সংসারে

অর্থহীন অসহায় অবস্থায় ঘুরিয়া ফিরিয়া এবং অনেক চতুর লোককে দেখিয়া শুনিয়া অনেকটা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। আপনাকে দেখিবামাত্রই আমি বুঝিয়াছি যে আপনি একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। আপনার এই কদর্য্য পান্থনিবাসে, ভদ্রলোকের দ্বারা ঘৃণিত সঙ্গে, এই অজ্ঞাতবাসের মধ্যেও একটী গভীর রহস্যের ছায়া, আমি বেশ দেখিতে পাইতেছি। আমার চক্ষে ধূলি দিবার চেষ্টা করিবেন না। তবে ভয় পাইবেন না, মাষ্টার ট্রেসেলিয়ান, আপনার থলিতে যতক্ষণ মুদ্রা থাকিবে এবং সেই মুদ্রা যতক্ষণ অকাতরে দিতে পারিবেন, মাইকেল ল্যাম্‌বোর্ণের গলা কাটিয়া ফেলিলেও তাহার নিকট হইতে অনিষ্টের আশঙ্কা করিবেন না।"

ট্রেসেলিয়ান কহিলেন "মাষ্টার ল্যামবোর্ণ! তুমি দেখিতেছি বেশ চালাক লোক। তুমি ঠিক ধরিয়াছ। বাস্তবিকই আমার বর্ত্তমান গতিবিধি একটা রহস্যে ঢাকা। যদি কখনও দিন আসে তবে সে রহস্যের আবরণ আমি আপনিই তোমাদের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিব।"

মাইকেল ল্যাম্‌বোর্ণ কহিলেন, "আমার গতিবিধি সূর্য্যের গতির ন্যায়, সরল, প্রত্যক্ষ এবং জাজ্বল্য। আমার গতিবিধির একমাত্র নিয়ামক ইনি।"

এই কথা বলিয়া ল্যামবোর্ণ তাহার মুদ্রাপূর্ণ থলিটি একটু ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়া আবার ধরিয়া লইল। "এইটী যতক্ষণ পূর্ণ আছে—বেশ! খালি হইলেই, আমাকে আবার সেটি পূর্ণ করিবার মতলব ঠিক করিতে হইবে। কাজে কাজেই, আমা-

দিগকে রহস্যের অন্বেষণে ফিরিতে হয়—বিশেষ সেই রহস্যের মধ্যে স্ত্রীলোক এবং অর্থশালী লোক থাকিলে, আমাদের বেশ সুবিধা হয়। আমার থলিও প্রায় খালি হইয়া আসিয়াছে, আর এখনই একটি রহস্যেরও সন্ধান মিলিয়াছে। এখন আমার অদৃষ্ট! বুঝিলে, মাষ্টার ট্রেসেলিয়ান্! আমার উদ্দেশ্য কি?”

ট্রেসেলিয়ান কহিলেন “মতলব মন্দ নহে। কিন্তু হাঁসিল হইলে হয়। এরূপ মতলব অনেক সময় নিষ্ফলই হইয়া থাকে।”

মাইকেল হাসিয়া কহিল “আজই হয় ত হাসিল হইতে না পারে—কালও হয়ত নিষ্ফল হইতে পারে। কত চার জলে ফেলিয়া, একটী বড় মাছ ধরিতে হয় বলুন দেখি, মাষ্টার ট্রেসেলিয়ান!”

পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া, কাম্‌নর প্লেসের এই জটিল রহস্যের উদ্ঘাটন করিতে হইবে, এই স্থিরসংকল্প করিয়া, মাষ্টার ল্যামবোর্ণ ও ট্রেসেলিয়ান নিজ নিজ শয়নকক্ষে গেলেন। ল্যামবোর্ণ বেশ সুখে নিদ্রা গেলেন। কিন্তু ট্রেসেলিয়ানের রাত্রিটী বড়ই ঔৎসুক্যে কাটিল।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কামনর-প্লেসের প্রকাণ্ড সিংহদ্বার ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ। মাইকেল ল্যাম্বোর্ণ গিয়া একেবারে দ্বার সংলগ্ন প্রকাণ্ড ঘণ্টার রজ্জু ধরিয়া সজোরে টানিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই, একটী ক্ষুদ্র দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া, একজন দ্বারবান একটু মুখ বাড়াইয়া, আগন্তুকের নাম ধাম ও আগমন-প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিল।

প্রত্যুৎপন্নমতি মাইকেল চট্ করিয়া বলিল "আমরা টনি ফষ্টরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি। বিশেষ কোন রাজনৈতিক প্রয়োজনে এখানে আসিয়াছি।"

এই কথা বলিবামাত্র দ্বারবান কহিল "আচ্ছা, তাহা হইলে, আপনারা অপেক্ষা করুন, আমি আমার প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।"

অল্পক্ষণ পরেই দ্বারবান আসিয়া সিংহদ্বার খুলিয়া দিল। মাইকেল ও ট্রেসেলিয়ান বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ট্রেসেলিয়ান কহিলেন "চালাকি করিয়া ভিতরে ত আসিলে। এক্ষণে, নির্গমের কি ব্যবস্থা?"

ল্যামবোর্ণ কহিল "নির্গমনের ব্যবস্থা করিয়া কোথাও প্রবেশ করা সৈনিকোচিত নহে। একবার প্রবেশ করিতে পারিলে, বাহির হইবার রাস্তা আপনিই বাহির হইবে।"

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে, কিছুদূর যাইতে না যাইতেই, অর্দ্ধপথে, টনি ফষ্টর আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিল। ফষ্টরকে দেখিয়াই, মাইকেল হাসিতে হাসিতে দৌড়িয়া গিয়া কহিল, "নমস্কার ভায়া! চিনিতে পার কি? না—তোমার পূর্ব্ববন্ধু, ক্রীড়াসহচর ও সহপাঠীকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছ, টনি ফষ্টর?"

ফষ্টর একবার ল্যামবোর্ণের মুখের দিকে চাহিয়া ভূমিতললগ্ন দৃষ্টিতে কহিল, "কে? মাইকেল ল্যামবোর্ণ না?"

"নিশ্চয়!"

"এখানে কি মনে করিয়া?"

"এই তো বন্ধু! পুরাতন বন্ধুদিগের সহিত বহুদিন পরে সাক্ষাতের ইচ্ছাটা কি—পাপ?"

("তুমি আমার বন্ধু!—জাল-ছেড়া, পোলো-ভাঙ্গা, বাপে-খেদান, মায়ে-তাড়ান, জেলের ফেরত!—তুমি আমার বন্ধু! বল, তোমার এখানে কি দরকার?")

("আমাকে যে কয়টি বিশেষণে বিশেষিত কল্লে, মাষ্টার ফষ্টর! আমি তার সবগুলি—এটা ঠিক। বরং তার চেয়েও দু চারটী বেশী উপাধি আমার আছে। কিন্তু তা হলেও, আমি যে আমার পূর্ব্ববন্ধু টনি ফষ্টরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবারও যোগ্যপাত্র নই, তার কি প্রমাণ?")

("শুন মাইকেল ল্যামবোর্ণ, তুমি এখন একজন পাকা জুয়ারী। কপাল ঠুকিয়া বাজি লাগান তোমার ব্যবসায়। তোমার

অদৃষ্ট চিরদিন তোমার সহায়। কিন্তু যদি এই দণ্ডে আমি তোমাকে বধ করিয়া, ঐ পরিখা-মধ্যে নিক্ষেপ করি, তাহা হইলে বোধ হয়, তোমার অনুকূল অদৃষ্টও তোমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না।”)

“তুমি তা কখনো পারবে না। তুমি আমার গায়ে তোমার কড়ে-আঙ্গুলটা পর্য্যন্ত লাগাতে পারবে না—এ আমি বেশ জানি। আমি তোমার চেয়ে বয়সে ছোট, জোরে অনেক বেশী। আর হাত চালান অভ্যাসটা, জানইতো, ছেলেবেলা থেকে আমারই একটু বেশী।”

মাইকেলের কথায় ফষ্টর বাস্তবিকই যেন একটু ভয় পাইয়া গিয়া কহিল, “মাইক্! রাগ করিস্ নি ভাই! আমি তোকে পরীক্ষা করছিলুম।”

“তা বুঝেছি দাদা! পেয়াদার সহিত সম্বন্ধটা অন্য রকমের হইলেও, অনেক সময়ে, তাহাকে পিতৃসম্বোধন করা প্রয়োজন হয়।”

“না, না! সে সব কিছু নয় আমি সত্যি সত্যিই তোকে ঠাট্টা করছিলাম, মাইক্! যা হোক, তোর সঙ্গে এ ভদ্রলোকটী কে? উনিও কি তোর জুড়িদার নাকি?”

“তা ঠিক নয়, তবে উনি হচ্ছেন মাষ্টার ট্রেসেলিয়ান এবং উনি একজন খুব গুণী, জ্ঞানী মানী এবং হৃদয়বান্ লোক। আমি যতদুর জানি, যদিও উনি আমাদের সমব্যবসায়ী নন, তবু আমাদের এই ব্যবসার উপরে যে ওঁর একটু পক্ষপাত আছে, তাতে কোন

সন্দেহ নাই। আর এসব কাজে, সবে ওঁর হাতে খড়ি হইতেছে। কালে অনুশীলনের ফলে একজন পাকা লোক হইলেও হইতে পারেন।"

"তাহা হইলে দেখিতেছি, উনি আজও সাবালক হন নাই। তাহা হইলে ওঁর সামনে সব কথা বলাটা ঠিক নয়। উনি একটু এইখানে অপেক্ষা করুন্। চল, আমরা ভিতরে গিয়া, একটু বৈষয়িক রকমের আলাপচারি করিয়া লই।

টনি ফষ্টর ও মাইকেল ল্যামবোর্ণ ভিতরের একটি কক্ষে যাইয়া উপবেশন করিল। ট্রেসেলিয়ান আনমনে উদ্যানমধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিলেন।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফষ্টর, মাইকেল ল্যামবোর্ণকে যে কক্ষে লইয়া গিয়া উপবেশন করাইল, সেই কক্ষটী ওই বাটীর পূর্ব্বতন অধিকারী একটি সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের পুস্তকাগার। এক্ষণে, উহা টনি ফষ্টরের বৈঠকখানা। এই কক্ষের চারিধারে, বহু পুরাতন হস্তলিখিত পুস্তকে পরিপূর্ণ বড় বড় আলমারী। ব্যবহারের অভাবে, পুস্তকের উপরে, এক পুরু করিয়া ধূলি জমিয়া গিয়াছে।

ল্যামবোর্ণ একটি আলমারীর দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "ভায়া! এই পুস্তকের লেখকগণ, লিখিবার সময়, মনেই করেন নাই, যে এগুলি কাহার হাতে পড়িবে।"

ফষ্টর কহিল "এই গুলি আমার খুব কাজে লাগিতেছে। চাকরেরা জুতা ঝাড়িবার ও বাসন পরিষ্কার করিবার জন্য, যখন দরকার, উহার পাতা ছিঁড়িয়া লইতেছে। এইগুলি থাকাতে আমার ঝাড়নের খরচাটা অনেক কম লাগিতেছে। থাক্—ওসব কথা ছাড়িয়া, এখন কাজের কথা হউক। আচ্ছা মাইক! এইবার ঠিক বলতো, যে আমার সঙ্গে, তোমার প্রয়োজনটা কি?—এবং কি আশায়ই বা তুমি এখানে আসিয়া হাজির হইয়াছ?

ল্যামবোর্ণ কহিল "আর কিছুই নহে। শুধু, আমার অবস্থাটা ফিরিয়ে নেবার আশায়। এই দেখ, আমার মনিব্যাগ প্রায় খালি হইয়া আসিয়াছে। আমি চাই, সেটিকে বরাবর পূর্ণ রাখ্‌তে।

তুমি এখানে বেশ গুছিয়ে গাছিয়ে আছ। দুষ্ট লোকে নষ্ট কথা বলে, কিন্তু তাদের কথায় কাণ দিতে নাই। তারা বলে যে, কে একজন নামজাদা লোক তোমার অনুগ্রাহক, তোমার পৃষ্ঠপোষক। আমি কিন্তু জানি—বড় লোক যতই বড় হ'ক না, যতই উদার হ'ক না, যতই মহৎ হ'ক না, তারা নিঃস্বার্থভাবে কখনও গরীবের উপকার করে না। কথাটী পর্য্যন্ত বলে না। টাকা দিয়ে!—সে ত' দূরেরই কথা। আমি বেশ জানি, যে তিনি যেই হ'ন, যখন তিনি ফষ্টরকে আর্থিক আনুকূল্য করেন, তখন তাহার বিনিময়ে কোন কার্য্য নিশ্চয়ই তাহার নিকট হইতে আদায় করিয়া লন। এখন সেই কাজটী তোমাকে একলা করিতে হইতেছে। আমি ইচ্ছা করি, যে আমি তোমার সহায় হই।"

ফষ্টর কহিল "আমার যদি সাহায্যের প্রয়োজন না থাকে? কাজটা যদি আমি একলাই করিতে পারি?"

ল্যামবোর্ণ হাসিয়া কহিল "তার অর্থ হচ্ছে—যে তুমি তোমার প্রাপ্য হইতে বখরা দিতে চাও না। সেটা কি বুদ্ধিমানের কাজ, ফষ্টর? একটী থলের মধ্যে খুব চাপিয়া চাপিয়া শস্য বোঝাই কর; তাহার ফলে কি হইবে? একটু নাড়াচাড়া করিলেই থলেটী ফাটিয়া কতকগুলি শস্য পড়িয়া যাইবে! তাহাতে লাভ?—না লোকসান্? আরও দেখ—শীকারীরা, যে সময়ে শীকার করিতে যায়, সে সময়ে, কতকগুলি করিয়া, কত জাতীয় কুকুর তাহারা সঙ্গে লইয়া যায়। আহত শীকারের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ঝোঁপ জঙ্গল গহ্বর খুঁজিয়া, শীকার বাহির করিবার জন্য, শীকারীর লাইম-

Thou art the lyme-hound, I am the gorse beater, and thy patron the aid of both would well afford to requite it. Thou hast dealt an unrelenting purpose — a steady long breathing malignity of

হাউণ্ডের দরকার। আবার, শীকার যখন শীকারীর দৃষ্টি-বিষয়ীভূত থাকে, তখন তাহাকে ধরিতে হইলে, দ্রুতগামী গেজ্-হাউণ্ডের প্রয়োজন। তুমি লাইম-হাউণ্ড—আমি গেজ-গাউণ্ড। তোমার প্রভুর কার্য্যে, তোমার প্রয়োজনীয়তা যতটুকু, আমারও প্রয়োজনীয়তা তাহা অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়। আমরা দুইজনেই কাজের লোক। তোমার প্রখর বিষয়বুদ্ধি আছে, দুর্দ্দমনীয় কার্য্যানুরক্তি আছে, ক্রূর স্বভাব আছে। সেই গুণগুলি আমার কম থাকিলেও, অন্য দিকে ভাবিয়া দেখ—আমি তোমার চেয়ে সাহসী, কার্য্যকুশল, প্রত্যুৎপন্ন-মতি। আমারা দুজনে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া কাজ করিতে গেলে, হয় ত, সব কাজ করিতে পারিব না। কিন্তু এক সঙ্গে মিলিত হইলে, সমস্ত পৃথিবী আমাদের কার্য্যের সাফল্যে বাধা দিতে পারিবে না।"

ফষ্টর অবনতমুখে একটু চিন্তা করিয়া ল্যামবোর্ণের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল "মাইক! কথাটা বলিয়াছ মন্দ নহে। তোমার মত একজন কাজের লোকের দরকারও আমাদের আছে। কিন্তু, সত্য কথা বলিতে কি, তোমাকে আমাদের এই রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিতে, আমার একটু ভয় হয়।"

ল্যাম্‌বোর্ণ উত্তর দিল "যদি বন্ধুভাবে আমাকে তোমাদের সহায় হইতে দাও, তাহা হইলে ভয়ের বা চিন্তার কোনই কারণ নাই। আর, যদি শত্রুভাবে আমাকে আহ্বান কর, তাহা হইলে, বাস্তবিকই, আমা হইতে তোমাদের ভয়ের কারণ যথেষ্ট। কারণ, আমি যখন একটা রহস্যের আভাষ পাইয়াছি, তখন মিত্রভাবে হ'ক্,

শত্রুভাবে হ'ক, আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছি না। কাজের লোকের, জানই ত, কাজ না পাইলেই হাত সুড়-সুড় করিয়া উঠে। সন্ধান যখন পাইয়াছি, তখন, আমি এ কাজে লাগিবই—তা তোমার পক্ষেই হউক, আর তোমার বিপক্ষেই হউক। ফষ্টর! এখন বল, তোমার ইচ্ছা কি? আমার সঙ্গে শত্রুতা—কি মিত্রতা?"

ফষ্টর কহিল "যখন দুইয়ের একটা না হইয়া ছাড়িবেই না, তখন তোমার মিত্রভাবে আসাই ভাল। মাইকেল! তুমি ঠিকই ধরিয়াছ। আমার প্রভু ইচ্ছা করিলে, কেবল তুমি—আমি কেন, আমাদের মত শত শত লোককে তিনি বড়লোক করিয়া দিতে পারেন। আর বিশ্বস্ত, কর্ম্মঠ, প্রভুর কার্য্যে বিচার-বিবেক-শূন্য, দুই চারিজন লোকের, আমাদের প্রয়োজনও আছে।"

দুইজনে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে, দূরশ্রুত একটী স্ত্রীলোকের ক্ষীণকণ্ঠে আর্ত্তনাদ শুনিয়া, টনি ফষ্টর চমকিত হইয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া উদ্যানের অভিমুখে গেল। মাইকেল ল্যামবোর্ণও ব্যাপারটা কি দেখিবার জন্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেলন।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ফষ্টর, মাইকেল ল্যামবোর্ণকে কক্ষ মধ্যে লইয়া যাওয়ার পর, ট্রেসেলিয়ান্ অন্যমনস্কভাবে উদ্যানমধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। একটু ক্লান্তি বোধ হওয়ায়, সমীপস্থ একটী লতামণ্ডপের মধ্যে, উদ্যানাসনে উপবেশন করিয়া, তিনি ভাবিতে লাগিলেন "এমি! তোমার ভাগ্যে শেষে এই ছিল? সরলা! তুমি প্রবঞ্চকের কথায় বিশ্বাস করিয়া, আপনার মূল্যবান জীবনকে কলঙ্কিত করিলে, আত্মীয় বন্ধুদিগের হৃদয়ে, বিষদিগ্ধ শল্যাঘাত করিয়া আসিলে! দেখ, অপাত্রে হৃদয় অর্পণ করিয়া, আজ তোমার কি দশা! রাজদ্বারে গুরু অপরাধে দণ্ডিতার ন্যায়, আজ তুমি বন্দিনী। তোমার পার্শ্বচর ও রক্ষক, দেখিতেছি, কয়েকটী নররূপী পিশাচ। কিন্তু, আমি যখন তোমার সন্ধান পাইয়াছি, তখন তোমাকে এ বিপদের মধ্যে কখনই রাখিয়া যাইব না, তোমাকে উদ্ধার করিতেই হইবে। যে স্নেহময় পিতার বুক ভাঙ্গিয়া তুমি পলাইয়া আসিয়াছ, সেই স্নেহময় পিতার বুকে, আবার তোমাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতেই হইবে। কিন্তু——"

ঠিক এই সময়ে, লতামণ্ডপের দ্বার-সম্মুখে একটি রমণীর ছায়া দেখিয়া, ট্রেসেলিয়ান চমকিত হইয়া উঠিলেন। রমণীও অপরিচিত পুরুষকে দেখিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন। সহসা, উভয়ে উভয়কে চিনিতে পারিয়া, একটু অপ্রতিভ হইয়া ট্রেসেলিয়ান কহিলেন "কে

—এমি! ভয় পাইও না। আমি তোমার শত্রু নহি। কাছে আইস।"

এমি। ভয় পাইব কেন, মিষ্টার ট্রেসেলিয়ান? তুমি বাঘও নও, ভালুকও নও, যে আমাকে খাইয়া ফেলিবে। তবে, আমি তোমার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছি। বিনা আমন্ত্রণে, আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কেন তুমি আমার বাড়ীতে প্রবেশ করিলে?

ট্রেসে। এইটি—তোমার বাড়ী! এই কারাগার—তোমার আবাসগৃহ? আর তোমার প্রহরী—ওই সব চরিত্রহীন, লম্পট, [illegible] দল? এই দুর্জ্জনদিগের সহিত, একত্র বাস করা, কি তোমার উপযুক্ত, তোমার উচিত, এমি?

এমি। সে আমার ইচ্ছা! আমার স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দিবার তুমি কে, মিষ্টার ট্রেসেলিয়ান!

ট্রেসে। আমি কেহ নহি সত্য! কিন্তু, পিতার প্রতি, কন্যার একটা কর্ত্তব্য আছে—তা মান, এমি? তোমার স্নেহময় পিতা, তোমার অভাবে, মর্‌তে বসেছেন। দিবারাত্রি কেঁদে কেঁদে, তাঁর দুটি চক্ষু অন্ধ হয়েছে। তোমার সেই মুমূর্ষু পিতাকে কি একবার তোমার দেখতে ইচ্ছা হয় না, নির্ম্মমে?

এমি। পিতা—মৃত্যু-শয্যায়! একথা কি সত্য, ট্রেসেলিয়ান?

ট্রেসে। একটিবার মাত্র তাঁর অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে এস, এমি!

এমি। কি করি, ট্রেসেলিয়ান? আমার তো যাবার যো নাই। আমি, কিছুতেই, তাঁর বিনা অনুমতিতে, এস্থান পরিত্যাগ করিতে পারি না।

ট্রেসে। অনুমতি! পিতা মৃত্যুশয্যায়—কন্যা তাকে দেখতে যাবে। তার জন্য, অনুমতি—কার? এক ব্যভিচারী লম্পট বিশ্বাসঘাতকের!—যে, পিতার অতিথিরূপে গৃহে প্রবেশ করে, তাঁর বংশ-গরিমায় কলঙ্ককালিমার লেপ মাখিয়ে, তস্করের ন্যায় তাঁর প্রিয়তমা কন্যাকে হরণ করে, অতিথিসংকারের চূড়ান্ত পুরস্কার দিয়ে এসেছে! অনুমতি—তার!

এমি। (যাঁর উপর তুমি এই অযথা গালিবর্ষণ করছ, তিনিও দুর্ব্বলহস্তে অসিধারণ করেন না, জানিও—ট্রেসিলিয়ান! তাঁর দোষ কি? আমিই স্বেচ্ছায় তাঁকে পতিত্বে বরণ করেছি। আর, আমারই বা কি দোষ? ঐশ্বর্য্যে বল, বীর্য্যে বল, ভালবাসায় বল, এমন গুণবান্ স্বামী কার আছে, কয়জনার আছে?)

ট্রেসে। ব্যভিচারী, তাহার কুকার্য্য সমর্থনকল্পে, এইরূপ প্রমাণ প্রয়োগই করিয়া থাকে।

এমি। আমার চরিত্রের উপর, অযথা কটাক্ষপাত করিবার কোন অধিকারই তোমার নাই, ট্রেসেলিয়ান্!

ট্রেসে। নিশ্চয় আছে, এমি! তোমার পিতার অনুজ্ঞারূপ দুর্ভেদ্য বর্ম্মে আমার দেহ আচ্ছাদিত। সেই অনুজ্ঞার বলেই আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ বল্‌ছি, এমি! যে ইংলণ্ডের একজন শ্রেষ্ঠ অভিজাতের কন্যা তুমি তোমার কি উচিত, বংশগরিমায় জলাঞ্জলি দিয়া, এক হীনচেতা লম্পটের সেবা করা?

এমি। আর আমায় উত্তেজিত ক'র না, ট্রেসেলিয়ান! আমি তোমার কোন কথার উত্তর দিতে চাই না। তোমার সঙ্গে বাক্য-

লাপও করতে চাই না। তুমি অবিলম্বে এ স্থান ত্যাগ কর। নতুবা বিপন্ন হ'বে।

ট্রেসে। আমাকে বিপদের ভয় দেখাচ্ছ, এমি? বিপদ বীরের সঙ্গের সাথী। সহস্র বিপদ হলেও, আমি তোমাকে এই রাক্ষসের কবল হইতে উদ্ধার কর্‌ব। প্রয়োজন হলে, বল প্রয়োগেও পশ্চাৎপদ হ'ব না।

ট্রেসেলিয়ান, এই কথা বলিয়া, এমির দিকে দুই এক পদ অগ্রসর হইলেন। এমি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। পাঠক! স্মরণ রাখিবেন, এই চীৎকার-শব্দেই, কি এক অজানিত অনর্থ ঘটিয়াছে বুঝিয়া, টনি ফষ্টর ছুটিয়া আসিয়াছিল। ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, সে যে বিপদের কল্পনা করিতেছিল, ঠিক সেই বিপদই ঘটিয়াছে।

টনি ফষ্টর আসিয়াই এমিকে, ক্রোধ ও ভীতি, তোষামোদ ও অনুজ্ঞা, এই সকল বিরুদ্ধ ভাবের বিকট সংমিশ্রণে উৎপন্ন এক অতি বিচিত্রভাবে সম্বোধন করিয়া কহিল "ঠাকুরাণী! একি করিয়াছেন? আপনি আপনার বিচরণের নির্দ্ধারিত সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া, কেন আমার এবং আপনার, উভয়েরই সর্ব্বনাশ করিতে, এখানে আসিয়াছেন?" তার পর ট্রেসেলিয়ানের দিকে চাহিয়া কহিলেন "আর তুমি বন্ধু! যেই হও না—তোমার আর অধিক আত্মীয়তায় প্রয়োজন নাই। শীঘ্র এস্থান হইতে সরিয়া পড়। মাইক! তোমার বন্ধুটিকে অর্দ্ধচন্দ্র দিতে দিতে রাস্তায় রাখিয়া আইস ত দেখি, কেমন তুমি কাজের লোক।"

ল্যামবোর্ণ কহিল "অবশ্য রাস্তায় রাখিয়া আসিব। কিন্তু, আমাদের স্বাধীনজীবীগণের প্রণীত আইন অনুসারে, তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা করিতে, আজিকার জন্য, আমি অশক্ত।" তাহার পরে, ট্রেসেলিয়ানের দিকে চাহিয়া কহিল "বন্ধু! কর্ণওয়ালের লোক তোমরা—তোমরা একটু বেশী ঝগড়াটে। এ ঝগড়ার যায়গা নয়। যদি ভাল চাও, তবে আস্তে আস্তে সরে পড়।"

ট্রেসেলিয়ান কুপিত-ভাবে উত্তর দিলেন "যাও গুণ্ডা! তোমার কথা আমি শুনিতে চাই না।" পরে এমির দিকে চাহিয়া কহিলেন "এমি! বিদায়! তোমার পিতার মরণোন্মুখ দেহে যেটুকু ক্ষীণ জীবনবায়ু এখনও অবশিষ্ট আছে, এই নিদারুণ সংবাদ শুনিলেই, সেটুকু বাহির হইয়া যাইবে। পিতার মরণাভিশাপ শিরে লইয়া, তোমার ঘৃণিত জীবন বহন কর গিয়া, নির্ম্মমে!" এই কথা বলিয়া, ট্রেসেলিয়ান সবেগে প্রস্থান করিলেন।

এমি কহিলেন "ট্রেসেলিয়ান! আমার সম্বন্ধে, মিথ্যানিন্দাবাদে আমার পিতার ভগ্নহৃদয় আরও ভাঙ্গিয়া দিও না।"

ফষ্টর কিছুক্ষণ হতবুদ্ধির ন্যায় থাকিয়া, এমিকে কহিল "ঠাকুরাণী! আর এখানে অবস্থান করিবেন না। বাড়ীর মধ্যে চলুন।" ল্যামবোর্ণকে কহিল "মাইক! লোকটা বেজায় বদমেজাজী। উহার পিছন পিছন গিয়া, উহাকে একেবারে বাড়ীর বাহির করিয়া রাখিয়া আইস।"

ল্যামবোর্ণ কহিল "কোন চিন্তা নাই; আমি, এখনি, উহার সঙ্গ ধরিতেছি।"

I will follow him' said Lambourne, 'but for this morn I have drunk my morning's draught withal, th..."

ট্রেসেলিয়ান ত্বরিত-পদে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন—কেমন করিয়া, সেই শত্রুপুরী হইতে বাহির হইবেন। মানসিক নৈরাশ্য ও যন্ত্রণার আক্ষেপে, তিনি রাস্তা ভুলিয়া গিয়া, সিংহদ্বারের রাস্তা ছাড়িয়া, অপর রাস্তা ধরিয়া, একটি অপরিসর বহির্গমন-দ্বারের সম্মুখীন হইলেন। দেখিলেন, দ্বার বাহির হইতে বন্ধ। ট্রেসেলিয়ান প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিবার কল্পনা করিতে লাগিলেন। সহসা সেই দ্বারটি খুলিয়া গেল। একজন সৈনিকপুরুষ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। আগন্তুককে দেখিয়া, ট্রেসেলিয়ান চীৎকার করিয়া কহিলেন "ভার্ণি!" আগন্তুকও বিস্মিত হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে কহিল "ট্রেসেলিয়ান!—তুমি এখানে কি জন্য?"

ব্যঙ্গ-বিজড়িত-স্বরে ট্রেসেলিয়ান উত্তর দিলেন "আমি এখানে কি জন্য! আগে তুমি বল তো ভার্ণি! তুমি এখানে কি মনে করিয়া? সৃজনের সারভূতা যে সুন্দর কুসুমকলিকাটি বিজনে ফুটেছিল, পঙ্কিল-হস্তে সেটিকে তুলে নিয়ে এসে, নখাঘাতে তাকে ছিন্ন ভিন্ন করে, লাবণ্যের এই দীনা পরিণতি দেখে, শয়তানের ক্রূর হাসি হাস্‌তে এখানে এসেছ? অথবা, ভার্ণি! আমার হস্তে তোমার কৃতকর্ম্মের পুরস্কার লইবার জন্য, স্বয়ং ভগবান তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন?" এই বলিয়া ট্রেসেলিয়ান ক্রুদ্ধভাবে অসি নিষ্কোষিত করিলেন।

ভার্ণিও তরবারির মুষ্টিতে মাত্র হাত দিয়া, ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "ট্রেসেলিয়ান! তুমি পাগল হইয়াছ। তুমি বিষম ভ্রমে পড়িয়াছ। এমি রব্‌সার্টের আমি কোনই অপকার করি নাই। তবে, একথা

আমি অবশ্য স্বীকার করি, যে তুমি তাহার জন্য বড়ই মর্ম্মবেদনা পাইয়াছ। ট্রেসেলিয়ান! জান বোধ হয়—যে যুদ্ধবিদ্যায় আমারও জ্ঞান নিতান্ত সঙ্কীর্ণ নহে?"

ট্রেসেলিয়ান কহিলেন "তোমার মুখে অনেকবার ঐ কথা শুনিয়াছি, বটে। এখন, কার্য্যে তাহার পরিচয় লইতে ইচ্ছা করি।"

ভার্ণি কহিলেন "ভাল! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক।"

উভয়ে ঘোরতর দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতে লাগিল। উভয়েরই শরীর অস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইল। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পরেও, কেহ কাহাকেও পরাজিত করিতে পারিলেন না। সহসা ভার্ণির একটু পদস্খলন হইল। ট্রেসেলিয়ানও সেই অবসরে তাঁহাকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিলেন। ভার্ণি সে আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে পারিলেন না। ট্রেসেলিয়ান শত্রুকে পাতিত করিয়া, একেবারে তাহার বুকের উপর বসিয়া, তীক্ষ্ণধার অসি তাহার গলদেশের নিকটে লইয়া, কহিলেন "এইবার ভার্ণি! যে ঈশ্বরের নাম, তুমি, ভুলিয়াও, মুখে আন না—একবার, তোমার এই শেষমুহূর্ত্তে, সেই ঈশ্বরকে স্মরণ কর, যদি তিনি কৃপায় তোমার পাপকলুষিত আত্মাকে মুক্তি দেন।"

ভার্ণিও নানা উপায়ে ট্রেসেলিয়ানের বজ্রমুষ্টি হইতে মুক্তিলাভ করিবার প্রয়াস করিতে লাগিলেন, কিন্তু সমস্তই নিষ্ফল হইল।

ঠিক এই সময়ে, ট্রেসেলিয়ানকে অন্বেষণ করিতে করিতে মাইকেল ল্যামবোর্ণ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। ল্যামবোর্ণ আসিয়াই, পশ্চাৎ হইতে, বজ্রমুষ্টিতে ট্রেসেলিয়ানের দক্ষিণ হস্তের কব্জি চাপিয়া

ধরিল। এইরূপ অতর্কিত বাধায়, ট্রেসেলিয়ান মনে মনে একটু ক্ষুব্ধ ও ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইলেন।

ল্যামবোর্ণ হাসিতে হাসিতে কহিল "বন্ধু! চলিয়া আইস। যথেষ্ট হইয়াছে! এখন সরাইয়ে ফিরিয়া, মদিরার স্রোতে, আজিকার ঘটনাপূর্ণ দিনের স্মৃতিটাকে ভাসাইয়া দেওয়া যাক্ গিয়া!"

ট্রেসেলিয়ান কহিলেন "যাও কাপুরুষ! তুমি, আমার উৎকট প্রতিহিংসার প্রকোপ হইতে, আমার শত্রুকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিও না।"

ল্যামবোর্ণ কহিল "মাত্র আজিকার জন্য, বন্ধু! তোমার গালি-গালাজ, সব, আমি, মুখ বুঁজে, সহ্য কর্‌ব। কারণ, আজই সকালে, আমরা একগ্লাসে মদ খেয়েছি। তার পরে, কাল সকালে, যদি এই রকম গাল-মন্দ দাও, তা হলে বন্ধু! তখন টের পাবে— যে, মাইকেল ল্যামবোর্ণ, কি জিনিস। আজকার দিনের জন্য, বন্ধুত্বের রীতি ও আইন-অনুসারে, তোমার সাত খুন মাপ।"

ট্রেসেলিয়ান শত্রু-নির্য্যাতনে বিফল-মনোরথ হইয়া, ভার্ণিকে ছাড়িয়া দিয়া, একলম্ফে উঠিয়া, দ্রুতপদে চলিয়া গিয়া, উন্মুক্ত দ্বার-পথে বাহির হইয়া গেলেন।

ভার্ণি ও, সাক্ষাৎ শমনের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, ক্ষোভে লজ্জায়, অপমানে, মলিনমুখে সপ্রতিভতার ভাণ করিয়া, ল্যাম-বোর্ণকে কহিলেন "ভদ্র! তুমি কি ফষ্টরের বন্ধু?"

ল্যাম্‌বোর্ণ। ছুরির ফলার সঙ্গে বাঁটের যেরূপ বন্ধুত্ব, আমা-দের-ও বন্ধুত্ব সেইরূপ। একই অঙ্গের, আমরা দুজনে, দুইটি প্রত্যঙ্গ!

৩ "Sworn friends, as the haft is to the kni

ভার্ণি। তুমি তো দেখিতেছি বেশ রসিক ; কার্য্যক্ষম বলিয়াও, বোধ হইতেছে।

ল্যাম্বোর্ণ। বাজাইয়া লউন।

ভার্ণি। ভাল তাহাই হউক। বন্ধু! এই লও তোমার বায়না। কাজ দেখাইতে পারিলে, পূর্ণ পারিশ্রমিক পাইবে।

এই বলিয়া, ভার্ণি একটি সুবর্ণমুদ্রা তাহার হাতে দিলেন, দিয়া কহিলেন "ঐ লোকটার পশ্চাদনুসরণ কর। সে কোথায় থাকে, কি করে, সব খবর লইয়া, আমার নিকট আইস। কিন্তু সাবধান! আমি যে তোমাকে এই কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছি, যেন ঘুণাক্ষরেও, সেকথা প্রকাশ না হয়। তাহা হইলে বিপদে পড়িবে।"

ল্যামবোর্ণ হাসিতে হাসিতে মুদ্রাটি পকেটে ফেলিয়া, প্রকাণ্ড একটি সেলাম করিয়া, তথা হইতে অন্তর্হিত হইল। ভার্ণিও, গায়ের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে, শত্রুহস্তে এই ভীষণ নির্য্যাতনের অপমান, ম্লানমুখে উদরস্থ করিয়া, বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

## ৫ পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এণ্টনী ফষ্টর, এখনও, এমির সহিত বিতণ্ডায় ব্যস্ত। ফষ্টর, যতই, তাহাকে বাড়ীর মধ্যে যাইতে অনুরোধ করে, এমিও, ততই, তাহার অনুজ্ঞা-পালনে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। এমন সময়, একটি সাঙ্কেতিক তূর্য্যধ্বনি শুনিয়া, তাহারা উভয়েই চমকিয়া উঠিল—ফষ্টর ভয়ে, এমি হর্ষে।

ফষ্টর কহিল "ঠাকুরাণি! শীঘ্র বাড়ীর মধ্যে চলুন। ওই শুনুন, আমাদের প্রভুর তূর্য্যধ্বনি। তিনি আসিয়া, আপনাকে এই অবস্থায় দেখিলে, আমাদের উভয়কেই তিরস্কৃত হইতে হইবে।"

এমি কহিলেন "চুপ কর! শীঘ্র গিয়া, ফটক খুলিয়া দিয়া আইস।"

পরমুহূর্ত্তেই, ভার্ণি আসিয়া, তথায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন।

ভার্ণিকে দেখিয়া, নিরাশাভগ্ন স্বরে এমি কহিলেন "একি? আমার হৃদয়েশ্বর নহেন। তাঁহার ক্ষুদ্র অনুচর ভার্ণি মাত্র!"

ভার্ণি কহিলেন "হাঁ দেবি! ক্ষুদ্র ভার্ণি মাত্র। কিন্তু, প্রাচ্য গগণে, সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে, যে মনোরমা ধূসরিমা দেখা দেয়, তাহা কি, মার্ত্তণ্ডের অগ্রদূতী বলিয়া, মানুষের নিকট, কম আদরণীয়?"

আহ্লাদে আটখানা হইয়া, এমি কহিলেন "সত্য ভার্ণি! সত্যই

তাহা হইলে, আমার হৃদয়-দেবতার দর্শন, আমি, আজ রাত্রেই পাইব ?"

ভার্ণি কহিলেন "হাঁ দেবি ! এই লউন্, এই তাঁর পত্র। আর এই সম্পুটটি, তিনি আপনাকে, আপনার প্রতি, তাঁহার প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন।"

এমি, পত্রখানি সাগ্রহে লইয়া, বার বার তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ইন্দীবরানুপম নয়নযুগল হইতে, উল্লাস ক্ষরিত হইতে লাগিল। অত্যধিক আনন্দে, তিনি সম্পুটটির কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এক্ষণে, সম্পুটমধ্যে কি আছে, জানিবার জন্য ব্যগ্রভাবে সহচরীকে ডাকিয়া কহিলেন "জেনেট ! জেনেট ! তুমি শীঘ্র একখানি ছুরি কিম্বা কাঁচি নিয়ে এস।"

ভার্ণি, তাড়াতাড়ি তাহার কটিবন্ধ হইতে, মণিখচিত হাতলযুক্ত শাণিত ছুরিকাখানি বাহির করিয়া কহিলেন "যদি অনুমতি হয়, তাহা হইলে, এই ছুরিকাদ্বারা, আমি সম্পুটের বন্ধন-সূত্র ছিন্ন করিয়া দিই।"

এমি হাসিয়া কহিলেন "না ভার্ণি ! অকৃত্রিম প্রণয়ের উপহার অতি কোমল, অতি সাবধানে রাখিবার জিনিস। তাহা, শাণিত লৌহের সংস্পর্শ সহ্য করিতে পারে না।"

এই সময়ে, জেনেট আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। সম্পুটের বন্ধন-উন্মোচনের জন্য, ছুরি কিম্বা কাঁচি, কিছুর-ই প্রয়োজন হইল না। জেনেটের চম্পক-কলিকার ন্যায় অঙ্গুলির কৌশলময় চালনে, সম্পুটবন্ধন সহজেই উন্মোচিত হইল। সম্পূট খুলিয়া, জেনেট একটি

মুক্তাহার বাহির করিলেন। হারের সমস্ত মুক্তাগুলিই সুডৌল, সুগোল ও চিক্কণ। হারটি বহুমূল্য এবং রাজ-রাণীর কণ্ঠে শোভা পাইবার উপযুক্ত।

জেনেট কহিল "দেখুন ঠাকুরাণি! এই হারের প্রত্যেকটি মুক্তার মূল্যে, এক-একখানি তালুক ক্রয় করা যায়।"

এমি কহিল "এই পত্রখানির, প্রত্যেকটি কথার মূল্য, ওই হার ছড়াটির মূল্যের চেয়ে, বহুগুণে অধিক। এস সখি, বাড়ীর মধ্যে চল। আজ রাত্রে, আমার হৃদয়ের রাজা, আমার গৃহে, অতিথি হবেন। তাঁর সমুচিত সংবর্দ্ধনার আয়োজন করি গিয়ে—এস। আর তুমি, ভার্ণি! এই সুসংবাদের সন্দেশবহ! তুমিও, আমাদের এই নৈশভোজে যোগদান ক'রে, আমাকে কৃতার্থ করবে। ফষ্টর! আজ রাত্রে, তোমার-ও নিমন্ত্রণ।"

এই কথা বলিয়া, এমি রব্‌সার্ট, শশব্যস্তে, আপনার শয়নকক্ষের অভিমুখে গেলেন। জেনেট তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেল।

এমি ও জেনেট চলিয়া গেলে পর, ফষ্টর ও ভার্ণি, দুই নরকের দূতে, এইরূপ কথোপকথন হইতে লাগিল।

ভার্ণি। ফষ্টর! ব্যাপার কিরূপ দেখিতেছ? এই রমণী, সৌভাগ্যের সিংহাসনে বসিবার পূর্ব্বেই, দেখিতেছি, রাণীগিরির চাল চালিতে আরম্ভ করিয়াছে!

ফষ্টর। ভার্ণি! আমারও ধারণা ঠিক সেইরূপ! আর যে বেশী দিন, আমি তাহাকে আয়ত্তাধীনে রাখিতে পারিব, তাহা বোধ হয় না। She will presently seem beyond reach of my Varney. I promise you she holds me already regard.

ভার্ণি। সে তাহার দোষ নয়, ফষ্টর!—দোষ তোমার। তুমি, কেবল গায়ের জোরে, তাহাকে বশে রাখিতে চাও। তাই, সে তোমার বিরুদ্ধাচরণ করে। তাহাকে, প্রলোভনে, ভুলাইতে হইবে। তাহাকে, আদৌ ঘরের বাহির হইতে দিবে না। ঘরের বাহির হইতে চাহিলে, তাহাকে ভূতের ভয় দেখাইয়া নিরস্ত করিতে হইবে।

ফষ্টর। ভার্ণি! ওই বিষয়টি, আমায়, মাপ্ করিতে হইবে। জীবন্ত মানুষ লইয়া, পরিহাস—কৌতুক—যাহা প্রয়োজন হয়—করিতে পারি। কিন্তু, ভূতের বিষয় লইয়া, আমি, কৌতুক করিতে অশক্ত। তাহাতে আমার চাকরী থাক্, চাই যাক।

ভার্ণি। তুমি নিতান্ত গণ্ডমূর্খ! বুড়ো-বয়সে এমন আটাশে ছেলে তুমি! ছি, ফষ্টর! যা হ'ক,—আমায় ঠিক্ বল দেখি, ফষ্টর! ট্রেসেলিয়ান হতভাগা, এ বাড়ীতে, প্রবেশ করলে কি করে?

ফষ্টর বিস্মিতভাবে কহিল "ট্রেসেলিয়ান আবার কে? আমি ত' তার নাম পর্য্যন্ত শুনি নি।"

ভার্ণি। তা শুন্‌বে কেন? না শুনে থাক, ত', আমার কাছে শুন। এই ট্রেসেলিয়ান-ই, এমি রব্‌সার্টের পিতার মনোনীত, তাহার ভাবী বর। তাহার-ই, আশার মুখে ছাই দিয়া, এমি আমাদিগের সহিত পলাইয়া আসিয়াছে। কাজে কাজেই, এখন, তাহার অবস্থা ক্ষিপ্ত কক্কুরের অনুরূপ। সে, কেমন করিয়া, এমির সন্ধান পাইল? কেমন করিয়াই বা, সে এখানে আসিয়া, উপস্থিত হইল?

ফষ্টর। কেন?—মাইকেল ল্যামবোর্ণের সঙ্গে!

ভার্ণি। এই মাইকেল ল্যামবোর্ণ, লোকটা কে? আর তুমিই বা, যাহাকে তাহাকে, এইরূপ, বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দাও কেন?

ফষ্টর। আপনারা রাজ-দরবারের লোক! আপনাদের অন্ত মেলা ভার! আপনাদের আজ্ঞা না পালন করিলে দোষ। পালন করিলে-ও দোষ। মনে আছে কি, আপনি অনেক দিন হইতে, আমাকে বলিতেছেন—যে আপনার এমন একজন অনুচরের প্রয়োজন, যাহার শরীরে সামর্থ্য আছে, অথচ, হৃদয়ে মায়া নাই, দয়া নাই। যাহার তিন কুলে, আমার বলিতে, কেহ নাই। যাহার জেলে যাবার ভয় নাই। যে, প্রয়োজন হইলে, নরকে যাইতে-ও প্রস্তুত। চুরি-ডাকাতিতে যে সিদ্ধহস্ত। নরহত্যায় যে অভ্যস্ত। এই মাইকেল ল্যাম্‌বোর্ণ-ই একজন ঠিক সেই রকমের লোক। আমি, বহু সন্ধানে, তাকে খুঁজে বের করেছি। আর, তার-ই পুরস্কার—দুটো মিষ্টি কথা পর্য্যন্ত নহে, এই অযথা তিরস্কার।

ভার্ণি। এই লোকটার সঙ্গে-ই, ট্রেসেলিয়ান্ এখানে এসে প্রবেশ করেছিল?

ফষ্টর। হাঁ! মাষ্টার ভার্ণি!

ভার্ণি। যাহাই হউক, ট্রেসেলিয়ানকে এখানে প্রবেশ কর্‌তে ও এমির সহিত সাক্ষাৎ কর্‌তে দিয়ে, কাজটা বড়ই গর্হিত করেছ। এই পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গিনী, যেন আজকাল, তার নানা-সুখময়-স্মৃতি-বিজড়িত পিতৃগৃহের দিকে, দুই-একবার সলালস দৃষ্টি নিক্ষেপ কর্‌ছে—তোমরা কি তাহা বুঝতে পার্‌ছ'? এইরূপ অসতর্কতার

ফল, যে কি দাঁড়ায়, তা বলতে পারি না। যা হয়েছে, তার আর চারা নাই। কিন্তু, ভবিষ্যতে, খুব সাবধান হয়ে চল্‌বে।

ফষ্টর। তুমি সত্যই বলেছ, মাষ্টার ভার্ণি! আমরা, নিতান্ত ভঙ্গুর বালুকা শৈলের উপর, আমাদের আশার সুরম্য হর্ম্ম্য গঠনের কল্পনা কর্‌ছি। এই আপাততঃ-আশ্রয়হীনা রমণী, একদিন, ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিজাতের অঙ্কলক্ষ্মী হবে। তখন, সৌভাগ্যের সর্ব্বোচ্চশিখরে, মণিময় সিংহাসনে ব'সে কি, আমাদের মত, হতভাগ্যদিগের প্রতি করুণ দৃষ্টিপাত করা, তার পক্ষে, সম্ভবপর। বিশেষ, আমরা তার, এই বন্দিনী-অবস্থার, হীন কারা-রক্ষক।

ভার্ণি। তুমি সে ভয় করিও না, ফষ্টর! আমি তাকে, বেশ করে বুঝিয়ে দিব, যে তুমি যা যা করছ, সব তার-ই ইষ্ট কামনায়। সবই তার, অথবা তার স্বামীর মঙ্গলের জন্য। আর তার, এই উন্নতির মূলাধার, যে আমরা—তাও সে, কতকটা যে না জানে, তা নয়।

ফষ্টর। তুমি ভুল বুঝেছ, ভার্ণি! একেবারেই ভুল বুঝেছ। তোমার উপর, তাহার ধারণা, অত্যন্ত খারাপ। আমাকে-ও সে ভাল চক্ষে দেখে না।

ভার্ণি। আমার ভুল নয়, ফষ্টর! ভুল তোমার। আমার উপর, তাহার কুপিত হইবার কারণ কি? আমি, তাহার প্রণয়ীকে, তাহার সহিত, মিলাইয়া দিয়াছি। তাহার এই গৌরব-ময় পদলাভের পথ, আমি-ই তাহাকে দেখাইয়া দিয়াছি। অর্থহীন, সহায়হীন, ক্ষীণ-পদবীমাত্রে পর্য্যবসিত, বৃদ্ধ সার হিউ রবসার্টের

কন্যা—একজন নগণ্য বিকৃত-মস্তিষ্ক যুবকের ভাবী-পত্নী যে, আজ, ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিজাতের অঙ্কলক্ষ্মী হয়েছে। সে কাহার কল্যাণে, ফষ্টর?—আমার জন্য। কে তাদের প্রথমে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে?—আমি। তাদের সেই গোপন সাক্ষাতের সহায়তা করেছে কে?—আমি! নিশার তৃতীয় যামে, উপবনকুঞ্জে, যখন তাহারা পরস্পর মিলন-সুখে মগ্ন—আমি তখন সেই কুঞ্জের দ্বারে সশস্ত্র জাগ্রত প্রহরায় নিযুক্ত। তুমি জান কি, ফষ্টর! কে তাদের প্রণয়ের পত্র সকল চালনা করেছে?—আমি!—কে তাদের পলায়নের পন্থা বের করে দিয়েছে?—আমি! আমি—ডিক্ ভার্ণি-ই—এই ক্ষুদ্র ডেজিটিকে পত্রগুচ্ছের আবরণের মধ্য হতে, টেনে বের করেছি। আমিই সেটিকে ইংলণ্ডের মহিমান্বিত অভিজাত কুল-মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলজাত বীরশ্রেষ্ঠের উষ্ণীষশীর্ষে গ্রথিত করে দিয়েছি।”

ফষ্টর। তার বিশ্বাস, কিন্তু, অন্যরূপ। ভার্ণি! তার, এই ধারণা, যে তুমি তাদের পরিণয়-পথে, পরিপন্থী ভিন্ন, সহায় ছিলে না।

ভার্ণি। অবশ্য, সে জানে—যে, প্রথমে, আমি তাহাদের বিবাহে অনুকূল মত দিই নি। এ কথাও সে জানে—যে সে তার স্বামীর-ই মঙ্গলের জন্য। পরে, যখন দেখিলাম, যে বিবাহ ভিন্ন, অন্য কোনমতেই, তাকে সম্মত করা যায় না, তখন, আমি-ই আবার সেই প্রস্তাব সমর্থন করি।

ফষ্টর। তা সত্য!—কিন্তু, এমির ধারণা এইরূপ—যে, এই বিবাহ ব্যাপারটা যে এখনও গোপন রাখা হয়েছে—তাহা, তোমারই পরামর্শে।

ভার্ণি। তাহার সেই ধারণায়, আমার কিছুই আসিবে যাইবে না, ফষ্টর। আপাততঃ, তোমাকে যে সকল বিষয় সতর্ক করিয়া দিলাম সেইগুলি মনে রাখিও। যাহাকে-তাহাকে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দিও না।

এই সময়ে বহির্দ্বারে ঘণ্টাধ্বনি হইল। ভার্ণি, ফষ্টরকে জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিতে কহিলেন।

ফষ্টর, জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া, দেখিয়া আসিয়া কহিল, "এই সেই মাইকেল ল্যামবোর্ণ—যাহার কথা এখনই হইতেছিল।"

ভার্ণি একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, "যাও, উহাকে এখানে লইয়া আইস। আমি-ই উহাকে ট্রেসেলিয়ানের খবর সংগ্রহ করিয়া আনিতে পাঠাইয়াছিলাম।"

ফষ্টর চলিয়া গেল। ভার্ণি, একটু চিন্তিতভাবে, কক্ষ-মধ্যে পরিক্রমণ করিতে করিতে, কহিতে লাগিলেন, "সত্যই ধরেছে! আমার হৃদয়ের অতি নিভৃত কোণে, যে দৈন্য, যে ভয়, আমি লুকিয়ে রেখে দিয়েছিলাম, এই বর্ব্বর কূটবুদ্ধি ফষ্টর, তা ঠিক্ বুঝ্‌তে পেরেছে। আমি, সেই গূঢ় আশঙ্কাটিকে, সাহসের বাহ্য-আবরণে ঢেকে রাখবার চেষ্টা ক'রছিলাম। তা পার্‌লাম না। এমি, যে আমার উপর, বীতানুরাগ ও বীতশ্রদ্ধ—তা আমি বিলক্ষণ জানি। কিন্তু, মূর্খতা আমার! আমি, তার প্রতি, অনুরাগী। আমার প্রথম ভ্রম এই— অপরের জন্য, তার হৃদয় আকর্ষণ কর্‌তে গিয়ে, আমি নিজেই তার ভালবাসার জালে জড়িয়ে পড়্‌লাম। সেই একটিমাত্র ভ্রমের ফলেই, আমার উন্নতির পথ, এত বন্ধুর, এত দুর্গম করে তুলেছে। তার ইষ্ট

সাধন না কর্‌তে পারি, কিন্তু তার অনিষ্টের কথা কল্পনায়ও উপলব্ধি কর্‌তে পারি না। যাই হক, এখন তাকে, কোন মতেই, এই কারাগার হতে, মুক্তি দেওয়া হবে না। আমার প্রভুর স্বার্থ—আমার নিজের স্বার্থ—সম্পূর্ণরূপে, এর সঙ্গে জড়িত। আমি, তার হৃদয় আকর্ষণ কর্‌তে, সাধ্যমত চেষ্টা কর্‌ব—ভয় দেখিয়ে হক, প্রলোভনে হক! কে জানে, আমি তাতে কৃতকার্য্য হব, কি—না? এখন, যাওয়া যাক্‌! হাসি দিয়ে, হৃদয়ের ছুরি ঢেকে, প্রসন্নবদনে কাউণ্টেস এমির আমন্ত্রণে, যোগ দেওয়া যাক্‌ গিয়ে। আগে, ল্যামবোর্ণের কাছে, ট্রেসেলিয়ানের সংবাদটা নেওয়া যাক্‌! দেখি, সে কতদূর কি কর্‌লে?"

এই কথা বলিতে বলিতে, ভার্ণি, সেই কক্ষ হইতে, নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

[illegible] me not—I would it were as true that I loved [illegible] not [illegible]
I was to move her on my behalf when wisdom [illegible] me
to my lord! — And this [illegible] error has [illegible] me

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কাম্‌নর প্লেসের, কক্ষে কক্ষে, উৎসবের আলোক প্রজ্বালিত করা হইয়াছে। কিন্তু, এমির হৃদয়ে, যে উল্লাসের আলো জ্বলিয়াছে, তাহার প্রভায়, বাহিরের দীপাবলী যেন ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে।

লাবণ্যের হিল্লোল, সুন্দরী এমির, সুন্দর মসৃণ অপরিসর ললাটে, বসোরা গোলাপের মত রক্তাভ কপোলে, মরালবিনিন্দিত কণ্ঠে, পূর্ণ অংস-যুগে, সুষমার তরঙ্গ তুলিয়াছে। সেই অনিন্দ্য-সুন্দর ভুবনমোহন অবয়বে, নানা-কারুকার্য্যখচিত নিপুণ-শিল্পী-রচিত চীনাংশুক পরিচ্ছদ। কণ্ঠে, বহুমূল্য মুক্তার মালা। মণিবন্ধে. মণিময় বলয়। একখানি সুবর্ণতন্তুবিজড়িত কিংখাপ-মণ্ডিত কৌচে উপবেশন করিয়া, উদ্‌গ্রীবভাবে, এমি, তাহার হৃদয়েশ্বরের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। সহচরী জেনেট, তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, একদৃষ্টে, সেই অনিন্দ্যসুন্দরীর মুখের পানে চাহিয়া আছে।

সহসা দ্বারদেশের পরদা সরাইয়া, একজন দীর্ঘকায় বীরপুরুষ সেই কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র, আহ্লাদে আত্মহারা হইয়া, এমি, ছুটিয়া গিয়া, একেবারে, তাঁহার প্রসারিত বক্ষে, ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। যুবক-ও তাহাকে সাদরে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন। যুবকের দেহ সুগঠিত, মুখচ্ছবি

বীরত্বব্যঞ্জক, অঙ্গে একটি ঢিলা রাইডিং-ক্লোক, হস্তে একটি রাইডিং-হুইপ্।

কিছুক্ষণ, প্রথম-মিলন-সুখে মুহ্যমানা থাকিয়া, আবেগরুদ্ধকণ্ঠে এমি কহিল,"আসিয়াছ!—আসিতে পারিয়াছ, প্রাণেশ্বর? এতদিনে, অভাগীকে মনে পড়িয়াছে? আজি, দাসী-ই তোমার পরিচারকের কার্য্য করিবে। আজ, আমি নিজহস্তে, তোমার আঙ্গরাখা খুলিয়া দিব। আর, দেখিব—তুমি কেমন সত্যবাদী! আজ, তোমার এখানে, কোন্ পরিচ্ছদে আসার কথা?—মনে আছে ত'? আমি দেখিব—যে ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আর্লের পরিচ্ছদ কি রকম?"

এমির সুন্দর চিবুক ধরিয়া, আদর করিতে করিতে, আর্ল কহিলেন, "এমি! তুমি-ও, সংসারের সাধারণ রমণীর ন্যায়, পরিচ্ছদের চাকচিক্য ও রত্নভূষণের মূল্যহীন ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া ভুল?"

এমি কহিলেন "গৌরবান্বিত আর্ল, আমার প্রাণের লিষ্টার! তাহাই যদি হইত, তবে, যখন তুমি, এক অতি-সামান্য গৃহস্থ ভদ্রলোকের বেশে, আমার পিতার উপবনে, গোপনে আমার পাণিপ্রার্থী হইয়াছিলে, তখন, তর্ক-যুক্তি-বিচার-বিবেক, সব জলাঞ্জলি দিয়া, আমার প্রাণ-মন, জীবন, যৌবন, আমার বলিতে, আমার যাহা কিছু আছে, সব, এক মুহূর্ত্তে, তোমার পায়ে ঢালিয়া দিতাম না!"

আর্লের ইঙ্গিতে, ভার্ণি আসিয়া, তাঁহার দেহ হইতে রাইডিং ক্লোক্ খুলিয়া লইয়া, ধীরে ধীরে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। নানা-রত্ন-বিখচিত ষ্টার-গার্টার ও বহুমূল্য মাননীয় পদবী-চিহ্নে ভূষিত-

পরিচ্ছদে, ইংলণ্ডের তাৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিজাত লিষ্টারের আর্লকে, যুদ্ধ-সজ্জায়-সজ্জিত মূর্ত্তিমান্ মদনদেবের মত, দেখাইতে লাগিল। তাহার পার্শ্বেই, অপূর্ব্ব শোভাময়ী কাউণ্টেস এমি, রতির ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিলেন। ভিত্তি-গাত্রে বিলম্বিত প্রকাণ্ড মুকুরে, এই যুগল-মূর্ত্তির ছায়া প্রতিফলিত হইয়া, ক্ষণতরে, সেই দিকে প্রণয়ী-যুগলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

বালিকার ন্যায় সরলতায়, এমি, প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া, আর্লকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। প্রেমের পক্ষপাতিতায়, তিনি আর্লের কেশাগ্র হইতে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত, তন্ন তন্ন অন্বেষণ করিয়া-ও, তাঁহার দৈহিক সৌন্দর্য্যে কোন খুঁৎ পাইলেন না। বিস্ময়-বিহ্বল-হৃদয়ে এমি, আর্লের বিবিধ ভূষণের পরিচয় লইতে লাগিলেন।

এমি। তোমার জানুর নীচে, ঐযে মণিময় বন্ধনীটি দেখা যাইতেছে—ওটি কি, আর্ল?

আর্ল। উহার নাম 'ইংলিশ গার্টার।' উহা, রাজ্যাধিপ সম্রাটের-ও আকাঙ্খিত সম্মান। আমি, নরফোকের ডিউক, নরদাম্‌টনের মার-কুইস ও রুটল্যাণ্ডের আর্ল, এই তিন জন অভিজাতের সহিত, একই সময়ে, এই অমূল্য সম্মানটি অর্জ্জন করিয়াছিলাম। আমি, যদিও, সকলের নীচে ছিলাম। তাহা হইলে, কি হয়? সোপানের উচ্চতম স্থানে উঠিতে হইলে, সর্ব্ব-নিম্নতম স্তর হইতেই আরম্ভ করিতে হয়।

এমি। তোমার গলায়, ওই যে সুন্দর মণিমাণিক্য-খচিত কলারটি, যাহাতে একটি হীরক-বিনির্ম্মিত মেষ-মূর্ত্তি ঝুলান রহিয়াছে—ওটি কিসের চিহ্ন, আর্ল?

আর্ল। উহাকে 'সুবর্ণ মেষলোমের' পদবী বলে। এই পদবীর প্রভাব এমন-ই, যে, ইহার অধিকারীর দ্বারা সম্পাদিত, কোনরূপ কুকার্য্যের বিচারের ক্ষমতা, স্বয়ং সম্রাটেরও, নাই। তাহার বিচার করিতে হইলে, অগ্রে, যে সকল অভিজাত, এই পদবীতে ভূষিত, তাহাদের মত গ্রহণ করিতে হইবে।

এমি। আর, ওই যে আর একটি গলবন্ধনী, তোমার গলে রহিয়াছে—ওটি কি, আর্ল?

আর্ল। সুন্দরি! ওটি স্কটলণ্ড-দেশীয় একটী সম্মানজনক পদবীর নিদর্শন-চিহ্ন। ইহার ইতিহাস এই। স্কট্‌লণ্ড ও ফরাসীর রাণী, যখন বিধবা হন, তখন তাঁহার ইচ্ছা ছিল, যে ইংলণ্ডীয় অন্যতম অভিজাতের গলে, বরমালা অর্পণ করিয়া, তিনি তাঁহাকেই স্কট-লণ্ডের রাজপদে বরণ করেন। এবং, সেই গূঢ় উদ্দেশ্যে, তিনি আমাকে এই সম্মানসূচক উপাধিতে মণ্ডিত করেন। কিন্তু, তিনি জানিতেন না—যে, ইংলণ্ডের একজন ক্ষুদ্র স্বাধীন ব্যারণের রত্নময় কিরীট, রমণীর ক্ষণস্থায়ী প্রেমে ও অনুকম্পায় প্রদত্ত রাজমুকুট অপেক্ষা, বহুগুণে গৌরবের। সুন্দরি, এক্ষণে সুখী হইয়াছ ত'। আর কেন?—আমায়, এ জঞ্জালের বোঝা, নামাইতে দাও। আমি একটু মুক্ত-দেহে, হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি।

এমি। নাথ! আমার পুরাতন সাধ পূর্ণ হইয়াছে, বটে। কিন্তু, আবার একটী নূতন সাধ, আমার হৃদয়ে, জাগিয়া উঠিয়াছে।

আর্ল। তোমাকে অদেয় আমার কি আছে, সোণা? তোমার সাধ কি, বল?

এমি। মহিমান্বিত আর্ল! তোমার পরিণীত ধর্ম্মপত্নী হইয়াও, কি আমাকে, এই নির্জ্জন অজ্ঞাতবাসেই, জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে?

আর্ল। না প্রিয়তমে! একদিন সময় আসবে, যখন, আমি জনসমাজের সম্মুখে, সমগ্র অভিজাত-সমাজের সমক্ষে, আমার এমিকে, কাউণ্টেসের সজ্জায় সজ্জিত করে, আমার পার্শ্বে বসিয়ে দেখাব, যে কি অমূল্য রত্নের অধিকারী আমি! কিন্তু এমি, এখনও, সে সময় আসে নি।

এমি। কেন আসে নি, প্রাণেশ্বর? পত্নীকে, পত্নীর অধিকার দিতে, আবার অবকাশ খুঁজ্‌তে হবে কেন, হৃদয়েশ্বর?

এ প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন, আর্ল তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না। সহসা, তাঁহার মুখমণ্ডলে, যেন প্রাবৃটের জলদের ছায়া ঘনাইয়া আসিল। এই আকস্মিক ভাব পরিবর্ত্তনে, এমি একটু বিস্মিত হইলেন। একটু অপ্রতিভ-ও হইয়া গেলেন। প্রসঙ্গের পরিবর্ত্তন-মানসে এমি কহিলেন "আসুন আর্ল! আপনি আজ আসিবেন শুনিয়া, আমাদের শয়নকক্ষ, কেমন সুন্দরভাবে সজ্জিত করাইয়াছি, দেখিবেন আসুন।"

আর্ল-ও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। এমির হাত ধরিয়া লইয়া, তিনি কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন।

# সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রত্যূষে, আর্ল প্রস্থানের আয়োজন করিতেছেন। ভার্ণি, আর্লের বেশ পরিবর্ত্তন করাইয়া দিতেছেন। ভার্ণিই আর্লের সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসী অনুচর, তাঁহার সর্ব্ববিধ গোপনীয় ও রহস্যময় কার্য্যের সহায়। বেশ পরিবর্ত্তন করিতে করিতে আর্ল কহিলেন "ভার্ণি! এই রত্নময় শৃঙ্খলগুলি, আমার পরিচ্ছদ হইতে, খুলিয়া লও। কাল রাত্রে, ইহাদের ভারে, আমার ঘাড় ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। আমার আন্তরিক ইচ্ছা, আর যেন, এই শৃঙ্খলের বোঝা, আমার ঘাড়ে, না চাপে। এ বিষয়ে, তোমার কি মত ভার্ণি?"

ভার্ণি। আমার মত যদি শুনেন, প্রভু! তবে বলি,—যে সোণার শিকল, লোহার শিকলের চেয়ে, মোটা হলেও, তার ভার সহনীয়,—এমন কি, স্পৃহনীয়ও বটে।

আর্ল। আমি, কিন্তু, ভার্ণি! এই বোঝাগুলো নামিয়ে ফেল্‌বার জন্য বড়ই উৎসুক হয়ে পড়েছি। এই জীবন জুড়িয়া দাসত্বে, যাহা অর্জ্জন করেছি তার অধিক, আর কি আকাঙ্ক্ষার আছে? অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষার মূল্যস্বরূপ, আমার পিতাকে, কি দিতে হয়েছিল জান? তাঁর শির!—আমি-ও, ভার্ণি! অনেকবার, অনেক বিপদে পড়্‌তে পড়্‌তে, বেঁচে গিয়েছি। আর না! আর এই কালসাপ লইয়া, খেলা করিব না—মনে করিতেছি। তোমার মত কি, ভার্ণি?

ভার্ণি। নিতান্ত ভালবাসেন বলিয়া, লোকপাল! আমার মত, ক্ষুদ্র লোকের মতামত, আপনি জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু, সত্যকথা বলিতে গেলে, আমার মতটা, হয়ত, আপনার প্রণয়বিকৃত জিহ্বায়, ততটা রুচিকর বলে, বোধ হবে না। সেইজন্য, এ বিষয়ে মতামত না দেওয়াই ভাল, আর্ল!

আর্ল। তবু শুনি।

ভার্ণি। নিতান্তই শুনবেন, আর্ল! তা হলে, দাসের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করবেন। এখন, আপনার ইচ্ছা হচ্ছে, আর্ল?—যে, আপনি ঘূর্ণাবর্ত্তময় বিপদসঙ্কুল রাজনীতি-রূপ তরঙ্গময় সাগর হতে, চিরতরে বিদায় নিয়ে, প্রণয়িনী বনিতার অঞ্চল ছায়ায়, প্রেমের অলীক স্বপ্নে, আপনার অবশিষ্ট জীবনটুকু কাটিয়ে দেন। কিন্তু ধীমান! একবার কল্পনা-নয়নে, সেই ভবিষ্যৎ-ছবিটা, আপনার হৃদয় পটে, এঁকে দেখুন দেখি। আপনি, রাজনীতি ক্ষেত্র হতে, অন্তরালে যেতে না যেতেই, আপনার আজন্ম-শত্রু সাসেক্সের আর্ল, দাঁত বের করে হাস্তে থাকবে। আর, সেই হাসিতে, শ্রেষ্ঠ অভিজাত হতে, ক্ষুদ্র প্রহরী পর্য্যন্ত, রাজসভায়, যে যেখানে আছে, সকলে-ই যোগ দিবে। আপনার অনুগৃহীতবর্গের চক্ষে, আপনার পৃষ্ঠপোষকগণের পক্ষে, সে দৃশ্য, কি মর্ম্মভেদী, বলুন দেখি!

আর্ল। সত্যই ভার্ণি! সে কল্পনা, বড় কষ্টদায়ক। তোমরা নিশ্চিন্ত হও! হয় হ'ক—রাজনীতি-সমুদ্র বিষম বিপদ-সঙ্কুল। আমি আপনার সুখের জন্য, আমার পৃষ্ঠপোষকগণের, আমার মুখাপেক্ষী-গণের মর্ম্মবেদনার কারণ হব না। তোমরা নিশ্চিন্ত থাক।

বেশ-পরিবর্ত্তন শেষ হইল। আর্ল, তাঁহার প্রণয়িণীর নিকট বিদায় গ্রহণমানসে, তাহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

আর্ল চলিয়া গেলে পর, ভার্ণি আপন মনে কহিতে লাগিল "তুমি চলিয়া গেলে, ভালই হইল। যদিও, আমি মানুষের নির্ব্বুদ্ধিতা দেখিয়া, এতই অভ্যস্ত হইয়াছি, যে নির্ব্বুদ্ধিতার চরমতম বিকাশ-ও, আমার নিকট, কিছুমাত্র অস্বাভাবিক মনে হয় না; তথাপি হয়ত, তোমার এই নির্ব্বুদ্ধিতায়, আমি, না হাসিয়া, থাকিতে পারিতাম না। তুমি, যে নূতন ক্রীড়নক লইয়া, সংসারের সব কাজ ভুলিয়া, এখন নূতন খেলায় মত্ত আছ। শিশুর মত, দুই দিন পরে, ক্রীড়নকটি পুরাণ হইয়া গেলে, আর তাহার পানে ফিরিয়া-ও, চাহিবে না। তোমার খেলার সামগ্রী, তখন, আবার হইবে—তোমার সেই পুরাতন ক্রীড়নক—আকাঙ্ক্ষা! তাহার কিছুতেই পরিতৃপ্তি হইবার নহে। উচ্চে আরও উচ্চে—সে পথে যত উঠিবে, আকাঙ্ক্ষা ততই বাড়িয়া চলিবে। কিন্তু, সে পথের যাত্রী, তুমি একক নহ, আর্ল! তোমার উন্নতির পথে চিরসহায়, তোমার চিরাশ্রিত দাস ভার্ণিকে-ও তোমাকে, বরাবর সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে। আর তুমি!—তুমি, সুন্দরি এমি!—তুমি, পূর্ণ প্রতিভায় জগৎ-সমক্ষে কাউণ্টেস্‌রূপে উদ্ভাষিত হইতে ইচ্ছা কর। সাবধান! রমণি! ভার্ণির অবাধ গতিতে, বাধা দিও না। তাহা হইলে, তোমার সমূহ অমঙ্গল। কি আশ্চর্য্য!—যে সুকৌশলী রাজনীতি-তত্ত্ব-বিশারদ, বুদ্ধির সূক্ষ্মতায়, বৃদ্ধ রাজনীতজ্ঞ বার্লে এবং ওয়াসিংহামকে পর্য্যন্ত পরাজিত করিয়াছে—যে বীরশ্রেষ্ঠ, যুদ্ধক্ষেত্রে, সাসেক্‌সের উপর-ও

বিজয়-ডঙ্কা বাজাইয়া আসিয়াছে—সে আজ, কিনা তাহারই ক্ষুদ্র অনুচর, ক্ষুদ্রবুদ্ধি, ক্ষুদ্রশক্তি, রিচার্ড ভার্ণির করে, কলের পুতুলের মত, চালিত হচ্ছে। হরিণীনয়না রমণীর বিলোল কটাক্ষের এতই প্রভাব! উচ্চ আকাঙ্ক্ষার এই শেষ পরিণতি! চলুক্! কর্ম্মস্রোত, যে অভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে, হউক। যে দিক দিয়া, সে দিক দিয়া, আমার উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া লইতেই হইবে। আর এমি!—যদি, সে আর্লের নিকট, ট্রেসেলিয়ানের আগমন-বার্ত্তা গোপন করিয়া থাকে, তাহা হইলেই, সে তো আমার হাতের মধ্যে আসিয়া গেল। দেখি—কোথাকার জল, কোথায় গিয়া মরে।" এই কথা বলিতে বলিতে, ভার্ণি, আর্লের অশ্ব প্রস্তুত করিতে আস্তাবলে গেল।

এদিকে, লিষ্টার এমির শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া, তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে গেলেন। গিয়া দেখিলেন, এমি বালিশে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছেন। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় রোদনে রক্তাভ। কুন্তল-জাল বুকে মুখে এলাইয়া পড়িয়াছে। আর্লের-ও মানসিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। আর্ল, ধীরে ধীরে আসিয়া, এমির শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। আস্তে আস্তে, এমির মুখ চোখ কপালের উপর হইতে, কেশগুলি সরাইয়া দিয়া, স্নেহ-গদ্গদ স্বরে কহিলেন "প্রিয়তমে! বিদায় দাও, আজিকার মত। ওই দেখ, সূর্য্য উঠিতেছে। আর বিলম্ব করিতে পারি না।"

এমি কহিলেন, "সখা! কবে এই মর্ম্মদিগ্ধকারী বিদায়ের আভাষণ মিটিয়া যাইবে? কবে তুমি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবে?"

লিষ্টার কহিলেন, “দেবি! কেবলমাত্র, যে প্রার্থনায়, তোমার এবং আমার, উভয়ের ধ্বংস আন্‌তে পারে, সেই প্রার্থনা ছাড়া, আর সমস্ত প্রার্থনাই প্রকাশ-মাত্র পূর্ণ হবে।”

এমি কহিলেন, “ভাল! যদি আমাদের পরিণয়-বার্ত্তা গোপন না রাখ্‌লে, তোমার কোন ক্ষতি হয়, তাহা হইলে, আমি তোমাকে সে জন্য অনুরোধ কর্‌ব না। তোমার নিকট, আমার আর একটি অনুরোধ আছে। আমি শুন্‌লাম, যে পিতা, আমার-ই জন্য দুঃখে, শোকে, মৃত্যুশয্যায় শায়িত। আমাকে অনুমতি দাও, আর্ল!—আমি একবার মাত্র, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, সমস্ত ব্যাপার খুলে বলি গিয়ে। তাঁর মৃত্যুকালীন আশীর্ব্বাদে, আমাদের গত জীবনের পাপরাশি ধৌত হউক। তিনি, শুনলাম, কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী।

একটু উৎকণ্ঠিত-ভাবে লিষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন, “কাহার মুখে শুনিলে এমি! যে সার হিউ রব্‌সার্ট পীড়িত?”

অপ্রতিভ-ভাবে এমি কহিলেন, “কাহারও মুখে নয়, স্বামিন্! তবে, একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া আমার মনটা বড়ই খারাপ হইয়া গিয়াছে।”

লিষ্টার কহিলেন “এমি! তোমার চিন্তার কোন কারণ নাই। আমি, ভার্ণিকে পাঠাইয়া, এখনি, তোমার পিতার সংবাদ আনাইয়া দিব। তুমি, এ সময়ে, পিত্রালয়ে গেলে, ভয়ানক একটা গোলযোগ হবে। ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায়, ট্রেসেলিয়ান, তোমার পিতার আলয়ে বসে আছে। সে কি, সুযোগ পেলে, আমাদের অনিষ্ট কর্‌তে ছাড়বে?”

এমি কহিলেন "স্বামিন্‌! তুমি ট্রেসেলিয়ান্‌কে চেন না। তাই, এরূপ, অন্যায় শঙ্কা করছ। সে অতি সদাশয়। তার হৃদয়ে নীচতা সম্ভবে না। তুমি, কেন, ট্রেসেলিয়ানের উপর এত বিরূপ, প্রিয়তম?"

লিষ্টার কহিলেন "তাহার কারণ অনেক আছে এমি! তুমি সে সকল কথা বুঝিতে পারিবে না। তবে, আমার ইচ্ছা ইহা নয়, যে ট্রেসেলিয়ান, কোন রূপে, আমাদের এই রহস্য জানিতে পারে। এমি! যদি, তুমি তোমার নিজের মঙ্গল চাও, যদি তুমি তোমার স্বামীর মঙ্গল কামনা কর, তাহা হইলে, এক্ষণে, তোমার পিত্রালয়ে যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ কর। তুমি জান না—যে ট্রেসেলিয়ান, আমাদের কি অনিষ্ট করিতে পারে। অধুনা, রাজসভায়, আমার প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী হইতেছে—র‍্যাট্‌ক্লিফ সাসেক্সের আর্ল। সে, ক্রমাগত, আমার ছিদ্রান্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। ট্রেসেলিয়ান তাহারই পরিচিত, তাহারই পৃষ্ঠপোষক। যদি, ঘুণাক্ষরে, আমাদের এই গুপ্ত পরিণয়-বার্ত্তা, তাহার কাণে যায়, তাহা হইলে, অবিলম্বে, সেটী নানাবর্ণে চিত্রিত হয়ে গিয়ে, রাণী এলিজাবেথের কাণে উঠ্‌বে। রাণী, যেরূপ কোপন-স্বভাবা, তাতে, তাঁর বিনানুমতিতে, তাঁর সাম্রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আর্ল, বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, এ সংবাদে, আমাদের সমস্ত ঐশ্বর্য্য, সমস্ত সম্পৎ, তাসের ঘরের মত, এক মুহূর্ত্তে, ভূমিসাৎ হয়ে যেতে পারে। এমন কি, এই অপরিণাম-দর্শিতার ফলে, বধ্যভূমিতে আমার শিরশ্ছেদ পর্য্যন্ত হওয়া-ও অসম্ভব নহে। সুন্দরি! এই বুঝিয়া, তোমার এ সময়ে, পিত্রালয়ে গমন উচিত কি না, তাহা স্থির করিয়া লও।"

এমি কহিলেন "স্বামিন! প্রাণেশ্বর! আমার হৃদয়ের রাজা! তোমার অনিষ্ট হবে, তাতে এমি মত দিবে! বরং, আজন্ম আমি এই কারাগৃহে বাস করব। দিনান্তে হক, সপ্তাহান্তে হক, মাসান্তে হক্, একবারমাত্র তোমার ওই চরণযুগল দর্শন করতে পেলে, আমার নারীজন্মকে ধন্য বলে মান্‌ব। বিপদ, যাতে তোমার ছায়া পর্য্যন্ত না স্পর্শ করতে পারে, তার জন্য আমার হৃদয়ের উষ্ণ রক্ত ঢেলে দিব। কাজ নাই সখা! আমি, এখন, পিত্রালয়ে যাব না। এখানেই থাক্‌বো। তুমি অবসর মত এসো। দেখ সখা! আমাকে, একেবারে ভুলে থেক না। অধিনীরে, একেবারে পায়ে ঠেল না। তুমি বড় ভাগ্যবান! ইংলণ্ডের রাজরাজেশ্বরী নারীকুল-শিরোমণি এলিজাবেথ, তোমার প্রেম ভিখারিণী! তার তুলনায়, আমি অভাগিনী—কত ক্ষুদ্র, কত নগণ্য!"

এমির গোলাপী গণ্ডে, একটি উষ্ণ চুম্বন অঙ্কিত করিয়া, লিষ্টার কহিলেন "এলিজাবেথ, একটি পার্থিব সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী। কিন্তু এমি! আমার এই বিশাল হৃদয়-সাম্রাজ্যের রাণী—তুমি! তবে অনুমতি দাও, আসি প্রিয়ে!"

লিষ্টার চলিয়া গেলেন। এমি, বাতায়নে দাঁড়াইয়া, যতক্ষণ দৃষ্টি চলে, ততক্ষণ অনিমেষে, তাহার হৃদয়েশ্বরকে দেখিতে লাগিলেন।

# অষ্টম পরিচ্ছেদ।

লিষ্টার চলিয়া গেলে পর, ভার্ণি অশ্বারোহণে গিয়া, একেবারে সাইলস্ গসলিং-য়ের সরাইয়ে উপস্থিত হইলেন। এবং সত্ত্বাধিকারীকে ডাকিয়া কহিলেন, যে তিনি একবার মাইকেল ল্যামবোর্ণের সহিত সাক্ষাৎকার, প্রার্থনা করেন।

ল্যামবোর্ণ, সংবাদ পাইবামাত্রই আসিয়া, ভার্ণির সহিত সাক্ষাৎ করিল। তাহার মলিন মুখ দেখিয়া, ভার্ণির বুঝিতে দেরী হইল না, যে সে ট্রেসেলিয়ানের সন্ধান করিতে পারে নাই।

ভার্ণি। এই বুঝি, তুমি কাজের লোক? তুমি, বরাবর তার সঙ্গে সঙ্গে এসে, শেষে লোকটাকে হারিয়ে ফেল্‌লে!

ল্যামবোর্ণ। কি করব, মশায়! আমি, বরাবর তার সঙ্গে, ঘুড়ির লেজুড়ের মত, আঠা দিয়ে, জোড়া হয়ে ছিলাম। লোকটা, সরাইয়ে এসে, খাওয়া দাওয়া করে, দিব্বি শোবার ঘরে গিয়ে, চাবি বন্ধ কর্‌লে। আমি, চাবির ছেঁদা দিয়ে, দেখ্‌লাম—যে পরিষ্কার নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। আর সকাল বেলা উঠেই দেখি, বেমালুম সরে পড়েছে। সরাইয়ের পিঁপ্‌ড়েটি পর্য্যন্ত, তার খবর জানে না।

ভার্ণি। এ সব তোমার চালাকি নয় তো? যদি তা হয়, তবে কিন্তু মজা দেখ্‌তে পাবে।

ল্যামবোর্ণ। মশায়! কেন অযথা সন্দেহ কর্‌ছেন। খুব শীকারী কুকুর-ও, সময়ে সময়ে, শীকার হারিয়ে ফেলে।

কথার ভাবে, এবং সরাইয়ে অন্য লোকের নিকট খবর লইয়া, ভার্ণি বুঝিলেন, যে ল্যামবোর্ণ, ট্রেসেলিয়ানের অতর্কিত-পলায়নের কথা কিছুই জানে না। ল্যামবোর্ণের মত, একজন কাজের লোকের-ও, ভার্ণির নিতান্ত প্রয়োজন।

ভার্ণি, ল্যামবোর্ণকে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কি কখনও রাজ-দরবারে, কোন চাকরী করিয়াছ?"

ল্যাম। না মহাশয়! কিন্তু, আমার যখন দশ বৎসর বয়স, সেই সময় থেকেই, সপ্তাহে, অন্ততঃ, একবার করে, আমি স্বপ্ন দেখ্‌তাম,—যেন আমি রাজদরবারে খুব বড় চাকরি করছি। আর, রাজার দীঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে, টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেল্‌ছি।

ভার্ণি। সে স্বপ্ন, কি, সত্যি করতে চাও? তোমার কি টাকার খুব দরকার আছে?

ল্যাম। খুব যে বেশী, তা নয়। তবে, নিজের ফূর্ত্তিটুকু কিনবার জন্য যা প্রয়োজন।

ভার্ণি। যাক! তোমার মনের ভাব আমি বুঝে নিইছি। রাজদরবারে, একজন সম্ভ্রান্ত অভিজাতের অনুচর হতে, যা যা দরকার, তা করতে, তুমি, প্রস্তুত আছ?

(ল্যাম। তার জন্য আবশ্যকীয় সমস্ত গুণই আমাতে আছে—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি, বদ্ধ মুখ, সাহসিক হস্ত, প্রখর বুদ্ধি এবং সর্ব্বোপরি হীনধার বিবেক।)

ভার্ণি। তোমার বিবেকের ধারটা, বোধ হয়, অনেক দিন হইতেই ভোঁতা করিয়া ফেলিয়াছ।

ল্যাম। সেটা, কোন দিনও, আমার যে বিশেষ ধারাল ছিল, তাহা বলিয়া বোধ হয় না।

ভার্ণি। তুমি কাজের লোক হইবে। এবং, আমার প্রভুর ও তোমার নিজের উন্নতি করিতে পারিবে বলিয়াই, আমার বিশ্বাস। যাহা হউক, তোমার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি কি—না ?

ল্যাম। যদি উপযুক্ত মূল্য পাই, তাহা হইলে, যাহা বলিবেন তাহা ই করিতে আমি প্রস্তুত।

ভার্ণি। তোমার নিজের ঘোড়া সঙ্গে আছে।

ল্যাম। আছে !

ভার্ণি। এখনই ঘোড়ায় জিন কষাও এবং আমার সহিত চল। তোমাকে এখনই একটা চাকরী দিয়া দিতেছি। যদি, সততার সহিত কাজ করিতে পার, তাহা হইলে, বড়মানুষী চালে, জীবন কাটাইতে পারিবে।

ল্যাম। আমি প্রস্তুত আছি। কেবল, আমার সহিত, কয়েকটী সর্ত্ত করা প্রয়োজন।

ভার্ণি। কি সর্ত্ত, শুনি ?

ল্যাম। প্রথমতঃ, আমি, যখন, আমার প্রভুর স্বার্থ দেখিতে, ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য, তখন, তাঁহাকেও আমার ক্ষুদ্র দোষ, ক্ষুদ্র ত্রুটি, ক্ষুদ্র ভ্রম, ক্ষুদ্র অপরাধ, মার্জ্জনা করিতে হইবে।

ভার্ণি। সে দোষ, সে ত্রুটী বা সে ভ্রম যদি, এরূপ প্রকৃতির না হয়, যাহার জন্য, তাঁহাকে লোকচক্ষে নিন্দনীয় হইতে হয়।

ল্যাম। আমি সম্মত আছি। দ্বিতীয়তঃ, আমি যদি শীকার ধরি, তাহা হইলে, তাহার অস্থিগুলির উপর, যেন আমার অধিকার থাকে।

ভার্ণি। প্রস্তাব ন্যায়-সঙ্গত। কিন্তু, আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য, আগে, আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া, তারপর।

ল্যাম। ভাল!—তাহাতেই স্বীকৃত। আর একটী সর্ত্ত,—যদি কোন-ও সময়ে, আমি আইন-বিরুদ্ধ কাজ করিয়া ফেলি, তাহা হইলে, আমার প্রভু, যতদূর পারেন, আমাকে আইনের কবল হইতে বাঁচাইতে চেষ্টা করিবেন।

ভার্ণি। কার্য্যটী, যদি প্রভুর স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য হয়,—তবে।

ল্যাম। মাহিনার কথা, আমি তুলিব না। উপরি-প্রাপ্যেই আমার খরচা চলিয়া যাইবে। মাহিনা, না পাইলেও, বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

ভার্ণি। সে জন্য ভাবিও না, তুমি যেখানে চাকরী করিতে যাইতেছ, সেখানে মোহর, পয়সার মত, সহজ-লভ্য।

ল্যাম। সব ঠিক। এক্ষণে, আমার প্রভুর নামটা শুনিতে পাই কি?

ভার্ণি। আমার নাম—রিচার্ড ভার্ণি।

ল্যাম। আমি বলিতেছি যে,—যে প্রভুর কার্য্যে, আমাকে নিযুক্ত করিতেছেন, তাঁহার নাম।

ভার্ণি। মনোযোগ করিয়া শুন, ল্যামবোর্ণ! আমি তোমাকে, ইংলণ্ডের একজন শ্রেষ্ঠ অভিজাতের বাটীতে, চাকরী করিয়া

দিতেছি। আমি তাঁহার-ই সর্ব্বপ্রধান অনুচর। তোমাকে, এক্ষণে, আমার-ই অধীনস্থ কর্ম্মচারীরূপে, কার্য্য করিতে হইবে। এই অভিজাত কে, তাঁহার পরিচয় অবিলম্বেই পাইবে।

অদ্য হইতে মাইকেল ল্যামবোর্ণ ইংলণ্ডের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিজাতের গৃহে কার্য্যে নিযুক্ত হইল। পাঠক! বুঝিতে পারিলেন—কে এই অভিজাত? এই অভিজাত, আর কেহই নহে। রাজ্ঞী এলিজাবেথের দরবারের, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন—লিষ্টারের আর্ল।

# নবম পরিচ্ছেদ

বেলা দ্বিপ্রহর। রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। সেই রৌদ্রের মধ্যে, ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর একজন অশ্বারোহী যুবক, বেগে অশ্ব ছুটাইয়া যাইতেছেন। সহসা, বন্ধুর পথে, একটী শিলাখণ্ডের আঘাতে, অশ্বের এক পদের একটী পাদুকা খুলিয়া গেল। অশ্ব খোঁড়াইতে লাগিল। অশ্বারোহী, উপায়ান্তর না দেখিয়া, অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং নিকটস্থ গ্রামে, কোন কর্ম্মকার আছে কি না, তাহারই সন্ধান করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ, এই ভাবে যাইতে যাইতে, যুবক দূরে একখানি ক্ষুদ্র কুটীর দেখিয়া, একটু আশ্বস্ত হইলেন। কুটীরের স্বত্বাধিকারিণী, দ্বারে দাঁড়াইয়া, একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়াছিল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "দেখুন! এখানে কি, কাছাকাছি, কোন কামারের বাড়ী আছে?"

রমণী। মহাশয়ের প্রয়োজন?

ট্রেসে। আমার অশ্বের পায়ের নাল খুলিয়া গিয়াছে; সেইটী বাঁধাইয়া লওয়া দরকার।

রমণী, চীৎকার করিয়া, যেন, বাটীর মধ্যে, কাহাকে ডাকিয়া কহিল "মাষ্টার হলিডে! মাষ্টার হিরাস্‌মাস্‌ হলিডে! একবার বাহিরে আসিয়া, এই ভদ্রলোকটী, কি চাহিতেছেন, দেখুন।"

হলিডে, ভিতর হইতে, চীৎকার করিয়া কহিলেন "আমি এখন যাইতে পারি না, গ্যামার স্লুজ! আমি, এখন, একটা খুব রসাল কবিতা পাঠ পড়িতেছি।"

স্লুজ। না মাষ্টার হলিডে! আপনাকে একবার আসিতেই হইতেছে। এক জন ভদ্রলোক, ওয়েল্যাণ্ড-কামারের দোকানে যাইতে চাহেন। তাহাকে দোকানটা দেখাইয়া দিতে হইবে।

হলিডে। তা ঠিক! ওয়েল্যাণ্ডের মত কারিকর, এ তল্লাটে নাই। আচ্ছা!—আমি আসিতেছি।

মাষ্টার হলিডে গৃহের বাহিরে আসিলেন বটে, কিন্তু তাহার অজস্র গ্রীক-লাটিনের বুকনির মধ্য হইতে, আসল কথাটা খুঁজিয়া বাহির করা, ট্রেসেলিয়ানের পক্ষে, বিষম কষ্টকর হইয়া উঠিল। শেষে, নিতান্ত বিরক্ত হইয়া, ট্রেসেলিয়ান কহিলেন "মহাশয় আপনার গ্রীক লাটিন, আপাততঃ রাখিয়া দিয়া, চলিত ভাষায় আমায় বলুন, যে কোথায় গেলে, আমার এই ঘোড়াটীর নাল বাঁধাইতে পারিব। যে, আমাকে, কামারের ঘর দেখাইয়া দিবে, তাহাকে আমি এই টাকাটি বক্‌সিস্‌ দিব।"

বক্‌সিসের নাম শুনিয়া-ই, বাড়ীর মধ্য হইতে, একটী কিশোর কণ্ঠের আওয়াজ শুনা গেল "আমি যাইতেছি। আমি আসিয়া, ওয়েল্যাণ্ড-কামারের ঘর দেখাইয়া দিতেছি।"

পরক্ষণেই, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ-বর্ষীয় একটি বালক, বাহির হইয়া আসিয়া, হি-হি করিয়া হাসিতে লাগিল। এই বালকটি—বৃদ্ধার একমাত্র দৌহিত্র ও অন্ধের যষ্টি এতদঞ্চলে, একটি প্রবাদ প্রচলিত

ছিল, যে ওয়েল্যাণ্ড-কামার মানুষ নহে, পিশাচ-সিদ্ধ। কারণ, লালবন্ধের কাজ ছাড়া, তাহার আর একটি ব্যবসায়-ও ছিল। সে ব্যবসায়ে তাহার পশারও বিলক্ষণ। যে কোন কঠিন রোগই হউক না, ওয়েল্যাণ্ডের এক বড়ি ঔষধেই, রোগী নিরাময় হইত। কিন্তু, ওয়েল্যাণ্ডকে কেহই দেখিতে পাইত না। সকলে বলিত—ওয়েল্যাণ্ড ভূতসিদ্ধ। ভূতে, তাহার হইয়া, ঘোড়ার পায়ে লাল বাঁধাইয়া দিত। ভূতে, তাহার হুকুমে, রোগীর রোগ সারাইয়া দিত।

দৌহিত্রের, এই অন্যায় প্রস্তাবে, গ্যামার স্লুজ, বড়ই ভীত হইল। তাহার দৌহিত্র, যে রকম ভাল মানুষ—ওয়েল্যাণ্ডের সহিত ঘনিষ্ঠতায়, পাছে, তাহার ভাল-মানুষীর মাত্রাটা আরও বাড়িয়া যায়, সেই ভয়ে, সে শিহরিয়া উঠিল। গ্যামার স্লুজ জানিত না—যে ওয়েল্যাণ্ড, যে সকল ভূতের সাহায্যে, তাহার ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তাহার গুণবান দৌহিত্র, তাহাদেরই অন্যতম ও সর্ব্ব-প্রধান। তবে, ভূতে যে, তাহার দৌহিত্রের উপর, কোন নজর দিতে পারিবে না; সে ধারণা তাহার বেশ ছিল। কারণ গ্যামার স্লুজ-ও ভূত-প্রতিষেধক তন্ত্র-মন্ত্র জানিত।

ট্রেসেলিয়ান বালককে কহিলেন "এস বালক! আমাকে কামারের দোকান দেখাইয়া দাও। আমি তোমাকে এই রৌপ্য মুদ্রাটি বকসিস্ দিব।

বালকও অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে তাহার সম্মতি বিজ্ঞাপিত করিল। এমন সময়, একটি চিল আসিয়া, ছোঁ মারিয়া, মাতা স্লুজের একটী

মুরগীর ছানা লইয়া গেল। স্লুজ চিলকে গালি পাড়িতে লাগিল ; গুণবান দৌহিত্র-ও, সেই অবসরে, ট্রেসেলিয়ানকে সঙ্গে লইয়া, ওয়েল্যাণ্ড-কামারের আশ্রম দেখাইয়া দিতে গেল।

পথে যাইতে যাইতে, ট্রেসেলিয়ান তাহার বালক-পথপ্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করিলেন "লক্ষ্মী ছেলে! বল তো, ঠিক করে, আর কতদূর যেতে হবে ?

বালক। কি বলিলেন ? লক্ষ্মী ছেলে!

ট্রেসে। কেন ? 'লক্ষ্মী ছেলে' বলিয়া, কিছু অন্যায় করিয়াছি নাকি ?

বালক। তা নয়। তবে, আমি মনে করিয়াছিলাম, যে বুদ্ধিতে, আমার ঠাকুর-মা, আর আমার গুরু-মশায় হিরাসমাস হলিডের, বুঝি, জুড়ি নাই। এখন দেখ্‌ছি, যে আপনি-ও তাদের দলে ভিড়বার উপযুক্ত!

ট্রেসে। কেন বালক ?

বালক। তার কারণ হচ্ছে, যে, আপনারা তিন-জনই, ঠিক আমার কদর বুঝতে পেরেছেন। আর কেউ আমাকে চিনতে পারে নি।

ট্রেসে। তুমি 'লক্ষ্মী-ছেলে' না হতে পার, কিন্তু তোমার মত বুদ্ধিমান ছেলে খুব কমই দেখা যায়। তোমার নাম কি ?

বালক। ভাল নাম—না, ডাক-নাম ?

ট্রেসে। ডাক-নাম।

বালক। আমার ডাক-নাম হচ্ছে—'ভূত'।

ট্রেসে। আর, ভাল নাম ?

বালক। আমার ভাল নাম যে কি, তা আমিই ঠিক জানি নি।

ট্রেসে। তোমার ঠাকুর-মা আর গুরু-মশায়, তোমাকে কি বলে ডাকেন ?

বালক। তাঁদের কাহারও, আমাকে ডাকবার সময় হয় না।

ট্রেসে। কেন ?

বালক। একজনের মুরগী চৌকী দিতে-দিতে, আর এক জনের ছেলে ঠ্যাংয়াতে-ঠ্যাংয়াতেই, সময় কেটে যায়। আমিও, এতদিন, তাদের ফাঁকি দিয়ে, নিজের চেষ্টা নিজে কর্ত্তে, সহরের দিকে বেরিয়ে যেতুম। তা যাই নি—কেবল একটা কারণে। গুরু-মশায় বলেছেন,—এবার, আমাদের রাণী যে উৎসব দেবেন, সেই উৎসব দেখাতে, তিনি আমাকে নিয়ে যাবেন।

ট্রেসে। উৎসবটা কোথায় হবে ?

বালক। শুনেছি তো, কেনিলওয়ার্থ—না—কি, একটা দুর্গ আছে। লিষ্টারের আর্ল, সেই দুর্গের, স্বত্বাধিকারী। সেই দুর্গে। এই যে!—কথায় কথায়, আমরা ওয়েল্যাণ্ড-কামারের দোকানের, একেবারে, কাছে এসে পড়েছি।

ট্রেসে। বালক! তুমি আমার সহিত কৌতুক করছ ? কই!—এখানে ত, কামারের দোকানের কোন চিহ্নই দেখ্‌তে পাচ্ছি না। খালি একখানি চওড়া পাথর পড়ে রয়েছে, দেখ্‌ছি।

বালক। ঐ পাথরের উপর, একটি টাকা রেখে দিন। আর, ওই পাথরের গায়ে, যে লোহার কড়া লাগান রয়েছে, দেখ্‌ছেন, ঐ

কড়ার সঙ্গে, ঘোড়াটিকে বেঁধে রেখে, আপনি চুপটি করে এসে, এই ঝোঁপের আড়ালে বসুন। খানিক পরেই দেখ্‌বেন—আপনার টাকাটি চলে গিয়েছে, ঘোঁড়ারও নাল বাঁধান হয়ে গিয়েছে।

ট্রেসে। টাকাটি চলে গিয়েছে—ঠিক! কিন্তু বাকিটা, ঠিক কি, না—সন্দেহ! শুন বালক! আমাকে, তোমার গুরুমশায়ের মত, বোকা পাওনি। তুমি, যদি, আমার সঙ্গে দুষ্টুমি কর, তা হলে, হাতে হাতে তার দণ্ড দিয়ে দিব।

বালক। আমায় ধর্‌তে পার্‌লে ত!

এই বলিয়া, বালক এক ছুটে একেবারে ট্রেসেলিয়ানের নিকট হইতে বিশ গজ দূরে গিয়া দাড়াইল।

ট্রেসেলিয়ান অনন্যোপায় হইয়া, বালককে ধরিবার জন্য অশ্বারোহণ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়, বালক বলিল "মহাশয়! ভাল কথা বলিতেছি, শুনুন! শেষে, আমায় দোষ দিবেন না। আমি ঐ জলার সমস্ত পথ-ঘাটই চিনি। আমি স্বচ্ছন্দে জলা পার হইয়া চলিয়া যাইব। আপনি রাস্তা চিনেন না। একটু এধার-ওধার হইলে, নিজেও মারা পড়িবেন, আর আপনার সখের ঘোড়াটিকেও হারাইবেন।"

ট্রেসেলিয়ান দেখিলেন, কথাটা সত্য। তাই, বালককে তোষামোদে তুষ্ট করা ভিন্ন, উপায়ান্তর খুঁজিয়া পাইলেন না। তিনি শান্তভাবে বালককে কহিলেন "বালক! আমার কাছে আইস। আমি দিব্য করিয়া বলিতেছি, তোমায় প্রহার করিব না।"

বালক, নিকটে আসিলে, ট্রেসেলিয়ান কহিলেন "বালক!

কেন, তুমি, আমার সহিত, এরূপ অনর্থক কৌতুক করিতেছ? দেখিতেছ না, আমি বড়ই বিপন্ন? আমাকে কামারের দোকানটী দেখাইয়া দিয়া তোমার বকসিস লইয়া চলিয়া যাও।"

বালক। আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করিতেছেন না, তাহা হইলে, আমি কি করিব? আমি যেরূপ বলিলাম, সেইরূপ করিয়া দেখুন। যদি কার্য্য না হয়, তখন আমাকে, যাহা ইচ্ছা, শাস্তি দিবেন! আর, আপনার কাজ না হইলে তো, আর, আমাকে বকসিস্ দিতেছেন না। তবে, আপনার অনর্থক চটিবার কি কারণ হইতেছে?

ট্রেসেলিয়ান দেখিলেন, বালকের কথামত কার্য্য করা ছাড়া, আর অন্য গতি নাই। তিনি প্রস্তরখণ্ডের উপর, একটি মুদ্রা রাখিয়া, কড়ার গায়ে, অশ্বের বল্‌গা বাঁধিয়া দিলেন ও আপনি আসিয়া বালকের পার্শ্বে, ঝোঁপের আড়ালে, উপবেশন করিলেন।

বালক। এইবার, খুব জোরে, তিনবার সিটি দিন্। বলিতে পারি না—ওয়েল্যাণ্ড-কামার এখন কোথায় আছেন? হয়ত, তিনি এখন ফ্রান্সের রাজার আস্তাবলে ঘোড়ার নাল বাঁধিতেছেন।

বালকের উপদেশ অনুসারে, ট্রেসেলিয়ান তিনবার সিটি দিলেন। কিন্তু, অনভ্যাস-বশতঃ, তাহার আওয়াজ তত পরিস্ফুট হইল না। তখন, ডিকি-স্লাজ, সে ভার নিজে লইয়া, তিনবার সিটি দিল। তাহার আওয়াজ এত উচ্চ ও এত কড়া যে, ট্রেসেলিয়ানের কাণে যেন সূচী-বিদ্ধ হইতে লাগিল। বালক, তখন, ট্রেসেলিয়ানের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া কহিল "এইবার

ট্রেসেলিয়ান ও ওয়েল্যাণ্ড-কামার।

বেশ কাণ পাতিয়া শুনুন! হাতুড়ের ঠক্-ঠক্-শব্দ শুনিতে পাইবেন।"

ট্রেসেলিয়ান বাস্তবিকই শুনিলেন, যে হাতুড়ের শব্দ হইতেছে। তিনি আর কৌতূহল চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। সেই রহস্যের উদ্ঘাটন-মানসে ছুটিয়া গিয়া, যেখানে ওয়েল্যাণ্ড-কামার অশ্বের পায়ে নাল বাঁধিতেছিল, একেবারে তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। ট্রেসেলিয়ানকে দেখিয়াই, ওয়েল্যাণ্ড অনেক তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া, তাঁহাকে ভূতের ভয় দেখাইবার চেষ্টা করিল।

ট্রেসেলিয়ান হাসিয়া কহিলেন "তুমি, ভূতই হও—আর মানুষই হও, আমাকে ভয় দেখাইয়া নিরস্ত করিতে পারিবে না। তোমার প্রকৃত পরিচয় না পাইলে, আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়িয়া দিব না।"

বালক স্লুজ-ও ওয়েল্যাণ্ডকে কহিল "ওয়েল্যাণ্ড! এই ভদ্রলোক ভয় পাইবার লোক নহেন। ইঁহার সহিত চালাকি-ও চলিবে না। সত্য কথা বলিয়া ফেল। ইঁহার নিকট আত্মগোপনে কোন লাভ নাই; বরং অনিষ্টের সম্ভাবনা।"

ওয়েল্যাণ্ড শান্তভাবে কহিল "মহাশয়! আপনি ভদ্রলোক! গরিব মানুষ, যে ভাবে হউক্, দুপয়সা রোজগার করিয়া খায়। তাহার অন্ন মারিবার চেষ্টা করা, কি আপনার মত, ভদ্রলোকের উচিত! আপনার ঘোড়ার পায়ে নাল বাঁধান হইয়া গিয়াছে। নালবন্ধের পারিশ্রমিক আপনি দিয়াছেন। এক্ষণে, আপনার কার্য্যে আপনি যান। আমার কার্য্যে আমি যাই।"

ট্রেসেলিয়ান একটু হাসিয়া কহিলেন "বন্ধু! তুমি ভুল বুঝিয়াছ। আমি তোমার অন্ন মারিতেছি না। কিন্তু, তুমি তোমার ব্যবসায়ে, এমন সুপণ্ডিত লোক হইয়া-ও, কেন এই নির্জ্জনে আসিয়া, এইরূপ গুপ্তভাবে বাস করিতেছ, ইহাই আমার সন্দেহের কারণ এবং আমি এই রহস্যের উদ্ঘাটন না করিয়া, কিছুতেই এখান হইতে যাইব না।"

ওয়েল্যাণ্ড কহিল "শুনুন, মাষ্টার ট্রেসেলিয়ান! অন্য কেহ হইলে আমি বল-প্রকাশ করিয়া, তাহার হাত হইতে মুক্ত হইতাম। কিন্তু, আপনাকে আমি চিনি। আপনি পরোপকারী, বিদ্বান, সচ্চরিত্র ও সাধুপ্রকৃতি এবং একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক। আমি স্থির জানি, যে, আপনার দ্বারা, গরিবের কোন অপকার হইবে না—বরং উপকারই হইবে।"

ডিকি স্লুজ্ কহিল "ঠিক বলিয়াছ, ওয়েল্যাণ্ড! কিন্তু, বেশীক্ষণ বাহিরে থাকিলে, তোমার ঠাণ্ডা লাগিতে পারে। চল, তোমার ঘরে গিয়া, সব কথা, ভদ্রলোককে খুলিয়া বল। উনি নেহাৎ নাছোড়-বান্দা।"

ওয়েল্যাণ্ড হাসিয়া কহিল "মাষ্টার ট্রেসেলিয়ান কি, দরিদ্রের কুটীরে পদার্পণ করিয়া, তাহার আবাস পবিত্র করিবেন?"

ট্রেসেলিয়ান কহিলেন "অবশ্য! আমি তোমার ইতিহাস শুনিবার জন্য ব্যগ্র। চল তোমার আবাসে যাই।"

ওয়েল্যাণ্ড আগে আগে চলিল। ট্রেসেলিয়ান ও ডিকি স্লুজ ওরফে ফ্লিবার্টিজিবেট তাহার পশ্চাতে। ওয়েল্যাণ্ড, কিছুদূর

গিয়া, পর্ব্বতের গাত্রে একখানি শিলাখণ্ড সরাইয়া ফেলিলেন। একটি গুহার মুখ বাহির হইল। সেই গহ্বর-পথে, তাঁহারা তিনজনে প্রবেশ করিলেন।

# দশম পরিচ্ছেদ

ওয়েল্যাণ্ড কহিল "আমি, প্রথমে, কামারের ব্যবসায় আরম্ভ করিলাম। সেই ব্যবসায়ে, এরূপ পাকা হইলাম, যে তখন আমার সমকক্ষ শিল্পী আর কেহই, আমাদের পল্লীতে ছিল না। কিছুদিন সেই কাজ করিয়া, আমার তাহা ভাল লাগিল না। একদল যাতুকর, সেইবার, আমাদের গ্রামে আসিয়াছিল। তাহাদের ই দলে ভিড়িয়া গেলাম। অতি অল্পকাল মধ্যে, তাহাদের সমস্ত বিদ্যা মারিয়া লইলাম এবং তাহাদের ওস্তাদরূপে পরিগণিত হইলাম।"

ট্রেসেলিয়ান। তোমার গল্পটা একটু সংক্ষেপ করিয়া লও। আমার সময় কম।

ওয়ে। সেই যাতু ও ভোজবিদ্যা দেখাইবার জন্য, আমি নানা স্থানে ঘুরিয়া, সার হিউ রব্‌সার্টের হুর্গে যাই। আমি সেই-খানেই আপনাকে প্রথম দেখি। সেখান হইতে, নানা স্থানে কয়েক বৎসর ঘুরিয়া ফিরিয়া, আমার থিয়েটারে নট হইবার ইচ্ছা হয়। যাতুবিদ্যা ছাড়িয়া দিয়া, তখন, থিয়েটারে প্রবেশ করিলাম। কিছুদিন 'ব্লাকবুলে', কিছুদিন 'গ্লোবে', কিছুদিন 'ফর্চুনে', ঘুরিয়া ফিরিয়া, অল্পদিন মধ্যেই, আমি একজন নামজাদা নটরূপে পরিচিত হইলাম। একবার, ভয়ানক আপেল-ফল সস্তা হইয়াছিল। সেই বৎসর, থিয়েটার দেখিতে আসিয়া, ছেলেরা পকেট ভরিয়া আপেল আনিত। এক কামড় তু-কামড় খাইয়াই,

সেগুলি নট নটী-দিগকে উপহার দিত। সেই উপহারের তাড়নায়, আমি থিয়েটার ছাড়িয়া দিলাম।

ট্রেসে। বেশ বন্ধু! তার পরে,কি নূতন ব্যবসায় অবলম্বন করিলে?

ওয়ে। তার পরে, একজন বৈদ্যের সহকারীরূপে, তাঁহার ডাক্তার-খানায় আড্ডা লইলাম। এই বৈদ্যরাজটীর অনেক জড়ি-বুটির জ্ঞান সংগ্রহ ছিল। পারাভস্ম, সোণাভস্ম প্রভৃতি অনেকগুলি কঠিন ঔষধের-ও প্রস্তুত-প্রণালী, তিনি, বেশ জানিতেন। তাঁহারই আশ্রয়ে থাকিয়া, অল্প দিনেই, তাঁহার বিষ্ঠাটুকু অধিকার করিয়া লইলাম। কয়েকখানি হস্ত-লিখিত মূল্যবান পুঁথি-ও, তাঁহার নিকট হইতে, একটু অসদুপায়ে, সংগ্রহ করিলাম। কারণ, তাহা সদুপায়ে, তাঁহার নিকট হইতে পাওয়া, অসম্ভব। এই বৈদ্যরাজ, ডাক্তার ডুবুবি-নামে জনসমাজে পরিচিত ছিলেন। যখন ডুবুবি, দেখিলেন, যে তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য, গুরুমারা-বিদ্যা আরম্ভ করিয়াছে—তখন তিনি শিষ্যকে, জীবন্মুক্ত করিবার, এক অতি অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি, আমার হস্তে, তাঁহার এই আশ্রমের ভার অর্পণ করিয়া, দেশত্যাগী হইলেন।

ট্রেসে। তুমি কি, তাঁহার ব্যবসায়ে, বসিয়া গেলে নাকি?

ওয়ে। নিশ্চয় না। আমার মনটা, বরাবরই, একটু সন্ধিগ্ধ রকমের। বৃদ্ধ ডুবুবির, যে, হঠাৎ, আমার উপর, এতটা অনুকম্পা হ'ল, তার ভিতরে, একটা গূঢ় অভিসন্ধির কল্পনা স্বতঃই আমার মনে জেগে উঠ্‌লো। পরে, এই গহ্বরের সর্ব্বত্র অন্বেষণ করে দেখ্‌তে পেলাম, যে, ওই হাঁফরের নীচেই, তিন-চারিটি প্রকাণ্ড

# দশম পরিচ্ছেদ

ওয়েল্যাণ্ড কহিল "আমি, প্রথমে, কামারের ব্যবসায় আরম্ভ করিলাম। সেই ব্যবসায়ে, এরূপ পাকা হইলাম, যে তখন আমার সমকক্ষ শিল্পী আর কেহই, আমাদের পল্লীতে ছিল না। কিছুদিন সেই কাজ করিয়া, আমার তাহা ভাল লাগিল না। একদল যাত্নকর, সেইবার, আমাদের গ্রামে আসিয়াছিল। তাহাদের ই দলে ভিড়িয়া গেলাম। অতি অল্পকাল মধ্যে, তাহাদের সমস্ত বিদ্যা মারিয়া লইলাম এবং তাহাদের ওস্তাদরূপে পরিগণিত হইলাম।"

ট্রেসেলিয়ান। তোমার গল্পটা একটু সংক্ষেপ করিয়া লও। আমার সময় কম।

ওয়ে। সেই যাদু ও ভোজবিদ্যা দেখাইবার জন্য, আমি নানা স্থানে ঘুরিয়া, সার হিউ রব্‌সার্টের দুর্গে যাই। আমি সেই-খানেই আপনাকে প্রথম দেখি। সেখান হইতে, নানা স্থানে কয়েক বৎসর ঘুরিয়া ফিরিয়া, আমার থিয়েটারে নট হইবার ইচ্ছা হয়। যাদুবিদ্যা ছাড়িয়া দিয়া, তখন, থিয়েটারে প্রবেশ করিলাম। কিছুদিন 'ব্লাকবুলে', কিছুদিন 'গ্লোবে', কিছুদিন 'ফর্‌চুনে', ঘুরিয়া ফিরিয়া, অল্পদিন মধ্যেই, আমি একজন নামজাদা নটরূপে পরিচিত হইলাম। একবার, ভয়ানক আপেল-ফল সস্তা হইয়াছিল। সেই বৎসর, থিয়েটার দেখিতে আসিয়া, ছেলেরা পকেট ভরিয়া আপেল আনিত। এক কামড় দু-কামড় খাইয়াই,

সেগুলি নট নটী-দিগকে উপহার দিত। সেই উপহারের তাড়নায়, আমি থিয়েটার ছাড়িয়া দিলাম।

ট্রেসে। বেশ বন্ধু! তার পরে,কি নূতন ব্যবসায় অবলম্বন করিলে?

ওয়ে। তার পরে, একজন বৈদ্যের সহকারীরূপে, তাঁহার ডাক্তার-খানায় আড্ডা লইলাম। এই বৈদ্যরাজটীর অনেক জড়ি-বুটির জ্ঞান সংগ্রহ ছিল। পারাভস্ম, সোণাভস্ম প্রভৃতি অনেকগুলি কঠিন ঔষধের-ও প্রস্তুত-প্রণালী, তিনি, বেশ জানিতেন। তাঁহারই আশ্রয়ে থাকিয়া, অল্প দিনেই, তাঁহার বিদ্যাটুকু অধিকার করিয়া লইলাম। কয়েকখানি হস্ত-লিখিত মূল্যবান পুঁথি ও, তাঁহার নিকট হইতে, একটু অসদুপায়ে, সংগ্রহ করিলাম। কারণ, তাহা সদুপায়ে, তাঁহার নিকট হইতে পাওয়া, অসম্ভব। এই বৈদ্যরাজ, ডাক্তার ডুবুবি-নামে জনসমাজে পরিচিত ছিলেন। যখন ডুবুবি, দেখিলেন, যে তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য, গুরুমারা-বিদ্যা আরম্ভ করিয়াছে—তখন তিনি শিষ্যকে, জীবন্মুক্ত করিবার, এক অতি অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি, আমার হস্তে, তাঁহার এই আশ্রমের ভার অর্পণ করিয়া, দেশত্যাগী হইলেন।

ট্রেসে। তুমি কি, তাঁহার ব্যবসায়ে, বসিয়া গেলে নাকি?

ওয়ে। নিশ্চয় না। আমার মনটা, বরাবরই, একটু সন্ধিগ্ধ রকমের। বৃদ্ধ ডুবুবির, যে, হঠাৎ, আমার উপর, এতটা অনুকম্পা হ'ল, তার ভিতরে, একটা গূঢ় অভিসন্ধির কল্পনা স্বতঃই আমার মনে জেগে উঠ্‌লো। পরে, এই গহ্বরের সর্ব্বত্র অন্বেষণ করে দেখ্‌তে পেলাম, যে, ওই হাঁফরের নীচেই, তিন-চারিটি প্রকাণ্ড

জ্বালা ভরা বারুদ, এমনভাবে, রাখা হইয়াছে, যে হাফরে আগুন দিবা-মাত্রই যেন তার প্রিয়শিষ্যের ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যায়। দেখিয়া-শুনিয়া, আমার আর বৈদ্যের ব্যবসায় করা হল না। আবার, যে কামার—সেই কামারই হইলাম। ফ্লিবার্টিজিবেটের করুণায়, কোন রকমে, দিন-পাত হইতে লাগিল, কিন্তু, ভগবান বাদী। ব্যবসায়টা একরকম চলিতেছে বটে, কিন্তু, এস্থানে অবস্থিতিটা, যেন ক্রমে, বিপজ্জনক হইয়া উঠিতেছে; কারণ, চারি ধারে ভূতসিদ্ধ বলিয়া, আমার বেশ একটু সুনাম রটিয়া গিয়াছে। কোন্ দিন, এখন, গুণ্ডার দল, অনুগ্রহ করিয়া আসিয়া, আমাকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়া জীয়ন্তে, চিতায় না পোড়ায়।

ট্রেসে। তা হলে, তুমি এখান থেকে, চলে যেতে চাও না কি?

ওয়ে। চাই!—আপনার ন্যায় ভদ্রলোকের আশ্রয় পেলে।

ট্রেসে। এখানকার রাস্তা-ঘাট তোমার বেশ চেনা আছে?

ওয়ে। নখদর্পণের মত।

ট্রেসে। ঠিক, তোমারই মত, একজন চতুর ও কার্য্যক্ষম লোকের আমার প্রয়োজন। তুমি, আমার সঙ্গে, যেতে প্রস্তুত আছ?

ওয়ে। এখনই—এই মুহূর্ত্তেই—

ট্রেসে। তোমার নিজের ঘোড়া আছে?

ওয়ে। হাঁ! সে কথাটা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। ডাক্তার ডুবুবি, তাহার জড়ি-বুটি ছাড়া, আর একটি মূল্যবান জিনিস, আমায় দিয়া গিয়াছেন। সেটি প্রকৃত-ই মূল্যবান। সে ঐ ঘোড়াটি। চালে ও পরিশ্রম-শক্তিতে, তাহার জোড়া মেলা কঠিন।

ট্রেসে। তাহা হইলে, তুমি বেশ করিয়া ক্ষৌর-কার্য্যাদি সারিয়া, স্নান করিয়া লও। আর, এই বেশটি পরিবর্ত্তন করিয়া আইস গিয়া।

ওয়েল্যাণ্ড, বহুকাল নটের কার্য্য করিয়া, সে বিষয়ে, যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল। সে অল্পক্ষণ মধ্যেই, সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইয়া আসিয়া, ট্রেসেলিয়ানকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। ট্রেসেলিয়ান-ও, তাহার অদ্ভুত রূপান্তর দেখিয়া, বিস্মিত হইলেন।

ট্রেসেলিয়ান সংসারে একক ছিলেন। বিধির নির্ব্বন্ধে, বিশাল-রহস্যময়ী নিয়তির নিয়মে, আজ ওয়েল্যাণ্ড-কামারের সহিত, তাঁহার ভাগ্য, একই সূত্রে, গ্রথিত হইল।

ওয়েল্যাণ্ড কামার-ও, যে, তাহার বিগত জীবনের সুখ দুঃখময়ী স্মৃতির পানে ফিরিয়া তাকাইয়া, দু-একটি দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলিল, তাহা নহে। তবে, তাহার বেশী দুঃখ—তাহার নির্জ্জনের সহচর, ব্যবসায়ের সহায়, ফ্লিবার্টিজিবেটকে ছাড়িয়া যাওয়া।

ফ্লিবার্টিজিবেট-ও আসিয়া, হাসিতে হাসিতে, কহিল "যাও! তোমরা অগ্রসর হও। আমিও আসিয়া তোমাদের সহিত মিলিব।"

ওয়েল্যাণ্ড জিজ্ঞাসা করিল "কোথায়?"

ডিকি উত্তর দিল "কেন?—রাজধানীতে। উৎসবের সময়। আমি ঠিক বলিতেছি, ডমিনি-হলিডে আমায় না লইয়া গেলে, আমি অন্য সঙ্গ ধরিয়া, নিশ্চয়ই, গিয়া সেখানে হাজির হইব।"

ওয়েল্যাণ্ড তাহাকে, উপদেশের ব্যপদেশে, কহিলেন "আর যাহা কর, ডিকি, তোমার ঠাকুরমায়ের মনে কষ্ট দিও না।"

ডিকি কহিল "তা কেন? আমি কি, এখনও ছেলে-মানুষ আছি? তোমরা যাও না। এখান থেকে মাইল খানেক যেতে না যেতেই, তোমরা আমার পাকা বুদ্ধির পরিচয় পাবে।"

ওয়েল্যাণ্ড, তাহার নিজের ভবিষ্যৎ-জীবনের চিন্তার ব্যাকুলতায়, ডিকি স্লুজের কথার মর্ম্ম তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিল না।

আর কালবিলম্ব না করিয়া, দুইজনে অশ্বারোহণে পার্ব্বত্য পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। ডিকি স্লুজ, ব্যগ্রভাবে, ফিরিয়া ফিরিয়া, তাকাইয়া দেখিতে লাগিল, যে তাহারা কতদূর গিয়াছে। নানাবিষয়ে গল্প করিতে করিতে, তাহারা প্রায় এক ক্রোশ পথ অতিবাহিত করিয়াছেন, এমন সময়, বজ্রপতনের ন্যায় এক ভীষণ শব্দে, তাহারা উভয়ে চমকিয়া উঠিলেন। ওয়েল্যাণ্ডের বুঝিতে দেরী হইল না যে, সে শব্দ কিসের। বিদায় গ্রহণের সময়ে, ডিকি স্লুজ্ যে, তাহার বয়োধিকতার বড়াই করিয়া, তাহার প্রমাণ দিতে চাহিয়াছিল। ইহাই – সেই প্রমাণ!

ফ্লিবার্টিজিবেটের হস্তক্ষিপ্ত এক স্ফুলিঙ্গ অগ্নিতে, ভুতসিদ্ধ ওয়েল্যাণ্ড-কামারের আশ্রম মুহূর্ত্তমধ্যে ভস্মসাৎ হইয়া গেল। অতি অল্পকাল মধ্যেই, সংবাদটি দাবানলের ন্যায়, চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সকলেই বলিতে লাগিল, যে প্রকাণ্ড ধূম-স্তম্ভের মত, একটা মস্ত বড় দৈত্য, আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া, ওয়েল্যাণ্ড-কামারের চুলের মুঠি ধরিয়া, তাহাকে স্বর্গে লইয়া গিয়াছে। সকলেই বলিতে লাগিল, ওয়েল্যাণ্ড-কামার এবার ঠিক মরিয়াছে।

# একাদশ পরিচ্ছেদ।

লিড্‌কোট-হল্‌, ডেভন-শায়ারের একটি প্রাচীন জনপদে, অবস্থিত। রবসার্ট-নামক একটি অভিজাত বংশ, পুরুষানুক্রমে, এই জনপদের ভূস্বামী ও লিড্‌কোট-হলের স্বত্বাধিকারী। নিয়তির প্রকোপে, আজ, সার হিউ রব্‌সার্ট একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার বংশগৌরব, ক্ষীণ পদবীমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

এই গৃহের লক্ষ্মী-স্বরূপিণী, বৃদ্ধ সার হিউ রব্‌সার্টের নয়নের অঞ্জন-রূপিণী কন্যা এমি, তাহার পিতার স্নেহময় কোল ছাড়িয়া, পাপময়, পঙ্কিলতাময় সংসারে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছেন। তাই, বৃদ্ধ সার হিউ কন্যা-শোকে আজ মৃতপ্রায়।

একটি প্রকাণ্ড পুরাতন হলে, একখানি গদিযুক্ত আসনে, সার হিউ বসিয়া আছেন। কক্ষের ভিত্তি-গাত্রে, ছবি বা অন্য কোন সাজ-সরঞ্জাম নাই। কেবল নানা-রকমের ভল্ল, রকম-বেরকমের চর্ম্ম, হরিণের শৃঙ্গ, ব্যাঘ্রের মস্তক প্রভৃতি সাজান রহিয়াছে।

ট্রেসেলিয়ান, কক্ষে প্রবেশ করিয়া, সার হিউকে অভিবাদন করিলেন। সার হিউ, যেন, প্রথমে তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। তাঁহার সেক্রেটারি মামব্লেজেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'উনি কে?' মামব্লেজেন, তাহার পরিচয় দিবামাত্রই, বৃদ্ধ একেবারে উঠিয়া,

দুইহাত বাড়াইয়া, ট্রেসেলিয়ানকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন। ট্রেসেলিয়ানের চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু বাহির হইতে লাগিল।

মিলনের প্রথম আবেগ মন্দীভূত হইয়া আসিলে, সার হিউ, ধীরে ধীরে, তাঁহার আলিঙ্গন-বন্ধন শ্লথ করিয়া দিয়া, ট্রেসেলিয়ানকে তাঁহার নিকটে, উপবেশন করিতে ইঙ্গিত করিলেন।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া, সার হিউ কহিলেন "আমি তোমাকে কোন প্রশ্নই করিব না। তোমাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিব না, এড্মণ্ড!—জিজ্ঞাসা করিবার, আর কিছুই নাই। আমি ঠিক জানি, তুমি নিশ্চয়ই তার সন্ধান করিতে পার নাই। আর, যদিও বা, তার সন্ধান পাইয়া থাক, তবে, এমন ভাবে, তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছ, যে, সে ভাবে, তাহার সন্ধান না পাওয়া-ই ভাল ছিল।"

ট্রেসেলিয়ান মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সার হিউয়ের কথার, তিনি, কোন উত্তর দিতে পারিলেন না।

সার হিউ, একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, বলিলেন, "বেশ হইয়াছে! ভাল হইয়াছে!—এড্মণ্ড, তুমি, আর, তাহার জন্য, এক বিন্দুও চোখের জল ফেলিও না। আমি কাঁদি। আমার কাঁদিবার কারণ আছে। কারণ, সেই নির্ম্মমা—আমার কন্যা। তোমার ত' আনন্দের কথা, এড্মণ্ড!—তোমার পরম সৌভাগ্য—যে, সে তোমার পত্নী হয় নাই! পরমেশ্বর! পরমেশ্বর! কি তোমার অভিপ্রায়?—বুঝি না! আমি চাহিয়াছিলাম, এড্মণ্ডের সহিত, আমার এমির বিবাহ দিব। যদি, সে বিবাহ দিতাম, তা হলে, আজ কি হইত?"

লিড্‌কোট-গির্জ্জার ধর্ম্মযাজক তথায় বসিয়াছিলেন। তিনি সার হিউকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন "বন্ধু! শান্ত হন্! আপনার দুহিতার সম্বন্ধে, যে কাল্পনিক ছবি রচনা করিতেছেন, তাহা কখনও সত্য হইতে পারে না।"

সার হিউ কহিলেন "ঠিক! ঠিক! আমি অনেকটা সোজাসুজি-ভাবে কথাটা বলিয়াছি, বটে। আমার কন্যা, এখন, যে ভাবে আছে, তাহার, হয় ত, একটা ভদ্রগোছের নাম দেওয়া যেতে পারে! হায়! হায়! কি সুন্দর মিলন! কি শোভন পরিণতি! এক বৃদ্ধ, ধনহীন, হতভাগ্য, ভূমিশূন্য, ডেভন্‌-শায়ার-ভূস্বামীর কন্যা—রাজানুপালিত, রাজানুগৃহীত, জনৈক রাজ-অনুচরের রক্ষিতা গণিকা-মাত্র।"

ধর্ম্মযাজক কহিলেন "বন্ধু! আপনি একটু শয়নকক্ষে গিয়া বিশ্রাম করুন। অত্যধিক উত্তেজনা, আপনার শরীরের পক্ষে, অনিষ্টকর।"

সার হিউ কহিলেন "ঠিক বলিয়াছ, বন্ধু! ঠিক বলিয়াছ! এ গুলি আমাদের জীবনের পরীক্ষা মাত্র। সব সহ্য করিতে হইবে! ঘাড় পাতিয়া, মুখ বুজিয়া, সব সহ্য করিতে হইবে! ভাল!—তাই হক্। আমাদের শোকের, কি কারণ আছে? আমরা কি হারিয়েছি?—সন্তান! হায় ভগবন্! কেন তুমি পিতার হৃদয়ে অপত্যস্নেহ দিয়েছিলে? এই দেখ ট্রেসেলিয়ান!"—এই বলিয়া, সার হিউ, তাঁহার বুকের পকেট হইতে, একটি কুঞ্চিত সোণালি কেশগুচ্ছ, টানিয়া বাহির করিয়া, সকলকে দেখাইয়া

কহিলেন "এই দেখ, ট্রেসেলিয়ান! এই কুঞ্চিত অলকগুচ্ছ, একদিন, তার-ই শিরোভূষণ ছিল। যে রাত্রে, সেই নিরমমা আমাদের ছেড়ে গেল; সেই রাত্রে, শয়নগৃহে যাবার পূর্ব্বে, সে আমাকে বিদায়াভিবাদন কর্‌তে এল। আমি তাকে, সাবেগে বুকের ভিতরে টেনে নিয়ে, তার শিরশ্চুম্বন করলাম। অত্যধিক আবেগে, তীব্র পুলকের আকর্ষণে, আমি, তার চুলের গোছাটি আঙ্গুলে জড়িয়ে ধর্‌লাম। পাষাণী!—একখানি কাঁচি দিয়ে, সেই অলকগুচ্ছটী কেটে দিলে। কেন দিলে?—তা, তখন, আমি বুঝ্‌তে পারিনি। এখন তা, বেশ বুঝ্‌ছি।"

ট্রেসেলিয়ান, এ কথায়, কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না; মৌনভাবেই রহিলেন।

সার হিউ আবার বলিতে লাগিলেন, "তা বেশ বুঝছি! কিন্তু, বুঝে কি করব? কোন উপায় নাই! সহ্য করা ছাড়া—কোন উপায় নাই!—ট্রেসেলিয়ান! এস, তোমায় আলিঙ্গন করি। তুমি যদি, এর চেয়ে, আনন্দের সংবাদ-ও নিয়ে ফির্‌তে, তা'হলে-ও, তোমাকে আলিঙ্গন কর্‌তাম। আমি কি বল্‌তে, কি বল্‌ছি! আমি সব ভুলে গিয়েছি। ট্রেসেলিয়ান! বন্ধু! আত্মীয়! সুহৃদ্! আমায় ক্ষমা কর। আমরা, অনেকক্ষণ ধরে, শুষ্ক-ওষ্ঠে কথোপকথন করছি!—এমি! এমি! একটি পানপাত্র-পূর্ণ সুরা এডমণ্ডকে দাও, আমাকেও এক পাত্র দাও!"

তার পরে, যেন, সহসা, তাহার মনে পড়িল, যে এমি তো তাহার কথা শুনিতে পাইতেছে না। সে কোথায়?—

একটি বুকভাঙ্গা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, সার হিউ রবসার্ট নীরব হইলেন।

ট্রেসেলিয়ান দেখিলেন, যে, সেখানে থাকিলে, উত্তেজনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে। এবং, তাহা, সার হিউ-এর শরীরের পক্ষে, বিশেষ ক্ষতিজনক হইবে। সেই জন্য, তিনি বিদায় গ্রহণ করিয়া, কক্ষান্তরে গেলেন।

সার হিউ-ও, মাতালের মত, টলিতে টলিতে গিয়া, তাঁহার বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

# দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাতেই, সার হিউ রব্‌সার্টের শারীরিক অবস্থার অনেকটা উন্নতি পরিলক্ষিত হইল। এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কারণ কি, সাধারণে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিল না। লিড্‌কোট-হলে পদার্পণ করিয়াই, ওয়েল্যাণ্ড-কর্ম্মকার লিড্‌কোটের পরিচারক-বর্গের সহিত বেশ ভাবসাব করিয়া লইয়াছিল। তাহাদেরই মুখে, তাহাদের প্রভুর শারীরিক অবস্থা-সম্বন্ধে, সমস্ত খবর লইয়া, সার হিউ-এর পুরাতন ভৃত্য উইলের সাহায্যে, সে একটি ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছিল। তাহারই ফলে, রবসার্টের এই স্বাস্থ্যোন্নতি, এক দিনেই, দেখা গিয়াছিল।

প্রভুর এই অকস্মাৎ স্বাস্থ্যোন্নতি লইয়া, পৌরবর্গের মধ্যে, কতই জল্পনা-কল্পনা চলিতে লাগিল! ক্রমে, একথা ট্রেসেলিয়ানের কাণে উঠিল। ট্রেসেলিয়ান, তৎক্ষণাৎ, ওয়েল্যাণ্ডকে একক ডাকাইয়া লইয়া, ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করিলেন।

ওয়েল্যাণ্ড উত্তর দিল "কেন?—আপনাকে ত' আমি, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে আমার গুরু, ডাক্তার-ডুবুবির খুঙ্গী-পুঁথি ঝাড়িয়া, আমি যে কয়টী ঔষধ বাহির করিয়া লইয়াছি, তাহাদের ফল অভ্রান্ত ও অলৌকিক।"

ট্রেসেলিয়ান কহিলেন "যদি ঔষধের ফলে, সার হিউ রব-

সার্টের কোন ক্ষতি হয়, তাহা হইলে, তোমাকে গুরুতর দণ্ডভোগ করিতে হইবে—জানিয়া রাখিও।”

ওয়েল্যাণ্ড্ কহিল “মহাশয়! কোন-ও ভয় করিবেন না। আমি, উইলিয়াম ব্যাজারের নিকট, সার হিউ রবসার্টের পীড়ার সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়া, যে ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা অবার্থ। তাহারই ফলে, তিনি, এক্ষণে, কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছেন। এবং, অচিরেই সম্পূর্ণ নিরাময় হইবেন।”

ট্রেসেলিয়ান কহিলেন “ওয়েল্যাণ্ড! তুমি ঠিক সরলভাবে, আমার সহিত, ব্যবহার করিতেছ কি, না—তাহা, আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না ”

ওয়েল্যাণ্ড কহিল “আপনার সহিত, আমার অ-সরল ব্যবহার করিবার, কি কারণ আছে, বলুন দেখি, মহাশয়?—আপনি আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন; আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন। সার হিউ রবসার্টের স্বাস্থ্যের জন্য, আপনি এতাদৃশ উদ্বিগ্ন। আর, আমি জানিয়া-শুনিয়া, তাঁহার শারীরিক ক্ষতি করায়, আমার কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে? আপনি নিশ্চিন্ত হন। এই ঔষধে, সার হিউ শীঘ্রই সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হইবেন।

ওয়েল্যাণ্ড ঠিক-ই বলিয়াছিল। সপ্তাহ-মধ্যেই, সার হিউ সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন। তখন, একদিন, সমস্ত পৌরবর্গ মিলিয়া পরামর্শ হইল, যে কেমন করিয়া, এমির উদ্ধার সাধিত হইতে পারে। বৃদ্ধ সার হিউ, সর্ব্বপ্রথমে, কোন-ও রূপ চেষ্টা করার বিরুদ্ধে, বিষম পক্ষপাত ও নির্ব্বন্ধাতিশয্য প্রকাশ করিলেন। তিনি ট্রেসে-

লিয়ানকে কহিলেন "যে চলিয়া গিয়াছে—গিয়াছে। কেন আর, অনর্থক, তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছ?" কিন্তু, অপরাপর পৌরবর্গের অনুরোধে, সার হিউকে, তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিতে হইল। পরামর্শে স্থিরীকৃত হইল যে,—ট্রেসেলিয়ান, সার হিউ কর্ত্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতার বলে, তাঁহার উকিল-স্বরূপে, রাজ-দরবারে, তস্কর ভার্ণির বিরুদ্ধে, অভিযোগ আনয়ন করিবেন।

সমস্ত স্থিরীকৃত হইয়া গেলে, বৃদ্ধ মামব্লেজেন একটি বিষয় উত্থাপন করিলেন। তিনি কহিলেন "মাষ্টার ট্রেসেলিয়ান! আপনি, রাজদরবারে, মোকদ্দমা করিতে যাইতেছেন। কিন্তু, তাহার জন্য, প্রধান প্রয়োজনীয় জিনিসের ত' কোনই ব্যবস্থা করিলেন না। পয়সা ছাড়া, সেখানে তো, এক পা-ও, অগ্রসর হইতে পারিবেন না।"

বাস্তবিক-ই কথাটা কাহারও মনে জাগে নাই জাগিলে-ও বিশেষ কোন ফল ছিল না। ট্রেসেলিয়ান নিজে নিঃস্ব। সার হিউ রবসার্টের-ও আয়ের অপেক্ষা, ব্যয় অনেক বেশী। প্রশ্নকর্ত্তাই, অতঃপর, প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিলেন। তিনি, কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া, একটি মুদ্রাপূর্ণ থলি আনিয়া, ট্রেসেলিয়ানের হস্তে দিয়া, কহিলেন "ইহাতে, তিন সহস্র পাউণ্ড আছে। ইহা—আমার প্রভু ও উপকারকের গৃহে, আমার বিশ বৎসরের উপার্জ্জন। যাহার অন্নে, আমার শরীর পুষ্ট, তাঁহার-ই কার্য্যে, ইহা ব্যয়িত হউক।" বৃদ্ধ মামব্লেজেনের এই দানশীলতায় ও প্রভুভক্তিতে, সমবেত সকলেই বিমুগ্ধ হইয়া রহিলেন। ট্রেসেলিয়ান, কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে, তাঁহার দিকে চাহিয়া, সানন্দে সেই অর্থ গ্রহণ করিলেন।

পরদিন, প্রত্যুষে উঠিয়া, ট্রেসেলিয়ান যাত্রার উদ্যোগ করিতে-ছেন, এমন সময়ে, ওয়েল্যাণ্ড আসিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। প্রথমে, সার হিউ রবসার্টের শারীরিক অবস্থা-সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিয়া, পরে, তাঁহার সহিত, দরবারে যাইবার ইচ্ছা জানাইলেন। ট্রেসেলিয়ান-ও ঐরূপ একজন চতুর ও বিশ্বস্ত অনুচর সঙ্গে লওয়া সমীচীন বিবেচনা করিয়া, তাহাকে প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন।

এমন সময়, বাহিরে অশ্বপদধ্বনি শ্রুত হইল। মাম-ব্লেজেন ও উইল ব্যাজার, হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া, ট্রেসেলিয়ানের কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিলেন "মাষ্টার ট্রেসেলিয়ান! একজন সম্ভ্রান্ত অভিজাতের পরিচারক, অশ্বারোহণে, এই পত্রখানি আপনার জন্য, নিয়ে এসেছেন।

পত্রখানির শিরোনামায় লেখা :—

"মাননীয়,

মাষ্টার এডমণ্ড ট্রেসেলিয়ান

সমীপেষু :—

দ্রুত!—আরও দ্রুত!—আরও দ্রুত!—অশ্ব ছুটাইয়া যাও।"

ট্রেসেলিয়ান, তাড়াতাড়ি, পত্রখানি খুলিয়া, পাঠ করিতে লাগিলেন।

পত্রে লেখা আছেঃ—

মাষ্টার ট্রেসেলিয়ান,

সুহৃদ্বরেষু ঃ—

আমি, অধুনা, এরূপ দারুণ মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ও অসুখের অবস্থায় পতিত,—যে, আমার ইচ্ছা হইতেছে যে, যে কেহ, আমার আত্মীয়, বন্ধু বা বিশ্বাসের পাত্র আছেন, তাঁহারা আসিয়া, সকলে আমার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করুন। আমার একান্ত অনুরোধ, যে আপনি এই পত্র-পাঠমাত্র, কালবিলম্ব না করিয়া, ডেপট্‌ফোর্ডের নিকট, সেজ-কোর্টে, আমার বাটীতে, আসিবেন। কয়েকটী গোপনীয় বিষয়ে-ও, আপনার সহিত, আলাপ প্রয়োজন। সে সকল বিষয়, পত্রে আলোচনা করা যায় না। এক্ষণে বিদায়। সাক্ষাতে, সমস্ত কথাবার্ত্তা হইবে।

র‍্যাট ক্লিফ্‌

সাসেক্সের আর্ল।

পত্র পাঠ করিয়া, ট্রেসেলিয়ান কহিলেন “উইল ব্যাজার! পত্রবাহককে সত্বর এখানে পাঠাইয়া দাও।”

উইল, পত্রবাহক দূতকে লইয়া আসিলেন। ট্রেসেলিয়ান কহিলেন “কে?—তুমি! ষ্টিভেন্স! পূজ্যপাদ লর্ড সাসেক্সের ব্যাধিটা কি?—কই!—এত দিন ত, তাঁহার রোগের কথা কিছুই শুনি নাই।”

ষ্টিভেন্স উত্তর করিল “মাষ্টার ট্রেসেলিয়ান! ব্যাধিটা যে কি—ডাক্তারেরা, এখনও, তাহা ঠিক ধরিতে পারেন নাই।”

ওয়েল্যাণ্ড, উৎসুকভাবে, অথচ বিনয়ের সহিত, জিজ্ঞাসা করিল "ব্যাধির লক্ষণ-গুলি কি ?"

ষ্টিভেন্স, একবার, ট্রেসেলিয়ানের মুখের দিকে চাহিলেন। তাহার অর্থ এই—যে, প্রশ্নকর্ত্তাকে, এ প্রসঙ্গে, উত্তর দেওয়া যাইতে পারে কি—না ? ট্রেসেলিয়ান ইঙ্গিতে সম্মতি জানাইলেন।

ষ্টিভেন্স কহিল "ব্যাধির প্রধান লক্ষণ—বলক্ষয়, রাত্রে ঘর্ম্ম ও অনিদ্রা, অক্ষুধা ও সময়ে সময়ে মূর্চ্ছা।"

ওয়েল্যাণ্ড কহিল "তাহার সহিত, বোধ হয়, অন্ত্রে বেদনা ও অল্প অল্প জ্বর-ও আছে ?"

ষ্টিভেন্স কহিল "আছে।"

ওয়েল্যাণ্ড, একটু ধীরভাবে চিন্তা করিয়া, কহিল "এ গুলি বিষের লক্ষণ। আর, কোন্ বিষের ইহা ক্রিয়া, তাহা-ও আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। আমার ধারণা—আমি ইঁহাকে আরোগ্য করিতে পারিব।"

ট্রেসেলিয়ান্ কহিলেন "ওয়েল্যাণ্ড! ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্ভ্রান্ত অভিজাতের জীবন-মরণের ব্যাপার,—তোমার কৌতুকের জিনিষ নহে।"

ওয়েল্যাণ্ড কহিল "তাহা বিলক্ষণ জানি, মহাশয়! আমার মস্তক জামিন।"

ট্রেসেলিয়ান কহিলেন "তাহা হইলে, আর বিলম্ব নিষ্প্রয়োজন। শীঘ্র যাত্রা করা যাক।"

ট্রেসেলিয়ান, ওয়েল্যাণ্ডকে সঙ্গে লইয়া, সেজ-কোর্ট-অভিমুখে

যাত্রা করিলেন। ওয়েল্যাণ্ড, পথে, দুই তিনটি ইহুদী ঔষধ-বিক্রেতার বিপণীতে প্রবেশ করিয়া, কি কি ঔষধ কিনিয়া লইল।

# ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

সতর্ক সিপাহী-শান্ত্রী-কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া, সেজ-কোর্ট, শত্রু দ্বারা আক্রান্ত দুর্গের ন্যায় দেখাইতেছিল। সাসেক্সের আর্লকে, যে, তাহার শত্রুগণ, বিষ প্রয়োগ কিম্বা অন্যবিধ উপায়ে, হত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছে—সর্ব্বসাধারণ্যে, সেই ধারণা বদ্ধ-মূল হইয়া গিয়াছে। যাহারা দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে যাইতেছে, তাহাদিগকে তন্ন-তন্ন করিয়া পরীক্ষা করা হইতেছে। এমন কি, ট্রেসেলিয়ান ও তাঁহার অনুচর-ও, সেই পরীক্ষার হাত এড়াইতে পারিলেন না।

অর্থে, পদ-গৌরবে, বীর্য্যে, আভিজাত্যে, এক লিষ্টার ভিন্ন, সাসেক্সের সমতুল ব্যক্তি, তৎকালে, ইংলণ্ডে আর কেহই ছিল না। সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ্, এই দুইজন অভিজাতকেই, সমান স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার সূক্ষ্ম-তুলাদণ্ডে-পরিমিত রাজনৈতিক ভালবাসা, এমন-ই তুলামূল্যের, যে লিষ্টার কিম্বা সাসেক্স, কেহই, সহস্র চেষ্টাতেও, বুঝিতে পারিতেন না, যে রাণী, তাঁহাদের দুইয়ের মধ্যে, কাহাকে অধিকতর ভালবাসেন। তবে, তাঁহাদের মনে-মনে, যে প্রবল ঈর্ষা ও পরস্পর-পরস্পরকে পর্য্যুদস্ত ও বিপন্ন করার, প্রবল ইচ্ছা ছিল—ইতিহাসের সাক্ষ্যই, তাহার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ।

এই দুই আর্ল-সম্বন্ধে, এলিজাবেথ্ অবলম্বন করিয়াছিলেন—ভেদনীতি। বিশাল ইংলণ্ডীয় রাজতন্ত্র-শকটে সংযোজিত দুইটি

বেগবান অশ্ব—সাসেক্স ও লিষ্টার। তবে, উভয়ের-ই মুখের বলগা, রাণী এলিজাবেথের বামহস্তের দৃঢ় মুষ্টি-মধ্যে আবদ্ধ। তাঁহাদিগের অবাধগতি, রাণীর ইচ্ছায়, হেলায় সংযমিত। (রাজ্যযন্ত্র-পরিচালনে, মন্ত্রণাগৃহে, যুদ্ধক্ষেত্রে, ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট, সাসেক্সের প্রয়োজনীয়তা যত—তাঁহার নারী-সুলভ চিত্তবৃত্তির পরিতর্পণের জন্য, লিষ্টারের-ও প্রয়োজনীয়তা, তাহা অপেক্ষা, কোনও অংশে, কম নহে।)

ট্রেসেলিয়ান সেজ-কোর্টে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে লর্ড সাসেক্সের বহু পৃষ্ঠপোষকগণ, অনুচর ও পারিপার্শ্বিকগণ, তাহাদের প্রভুর ও উপকারকের পীড়ার সংবাদে, তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। সকলেরই মুখে বিষাদের চিহ্ন। ট্রেসেলিয়ান, প্রথমে, যে কক্ষে নীত হইলেন, সেই কক্ষে, তিনি আরও দুইজন ভদ্রলোক বসিয়া আছেন, দেখিলেন। দুইজনের বেশে, বয়সে, চেহারায় ও ব্যবহারে, একটু বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাইলেন। এতদুভয়ের মধ্যে, একজন প্রৌঢ়—আর একজন যুবা। প্রৌঢ়ের পরিচ্ছদ সাদাসিদা—সৈনিকের পোষাক। তাহার মুখ-শ্রী রুক্ষ ও গম্ভীর। যুবকের বয়স বিংশতি-বর্ষের অধিক নহে। তাহার পরিচ্ছদ অতিশয় জমকাল। তাহার গায়ে একটি লাল মখমলের ক্লোক। সেটি সলমা-চুম্‌কির কাজে ভরা তাহার গলায়, তিনহারা করিয়া, একটি লম্বা সোনার চেন। তাহা হইতে এক-খানি পদক ঝুলান রহিয়াছে।

ট্রেসেলিয়ান, কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই, যুবক উঠিয়া

আসিয়া, তাঁহাকে আদরে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন "এস ট্রেসেলিয়ান! তুমি যখন এখান হইতে চলিয়া যাও—তখন, এই সংসারটা কি আনন্দময় সংসারই দেখিয়া গিয়াছিলে!—আর, আজ, দেখ আসিয়া, চারিদিকে কেবল নিরানন্দ।"

ট্রেসেলিয়ান কহিলেন "আর্লের পীড়া, কি, তা হলে, সাংঘাতিক বলিয়া বোধ হয়?"

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি কহিলেন "সাংঘাতিক! আমরা, প্রতি মুহূর্ত্তেই, তাঁহার মৃত্যুর আশঙ্কা করিতেছি। শত্রুরা, তাঁহাকে বিষ খাওয়াইয়াছে, বলিয়াই—সকলের অনুমান।"

ট্রেসেলিয়ান কহিলেন, "এই বুঝি, লিষ্টার, ভদ্রলোক?"

যুবক কহিলেন "যে ভদ্রলোক হয়, সে বুঝি, আবার, ওই রকম সব অনুচরগণকে, স্থান দেয়?"

ট্রেসেলিয়ান জিজ্ঞাসা করিলেন "আর কে কে, আর্লকে দেখিতে আসিয়াছেন।"

যুবক কহিলেন "ট্রেসি, মার্কহাম্, আর-ও অনেক বন্ধুরা এসেছেন। আমরা দুইজনে, পালা করে, রাত্রি জাগরণ কর্‌ছি। আর আর সকলে, পাশের ঘরে শুয়ে, ঘুমুচ্ছেন্। দু' চারজন সমুদ্র-তীরে বেড়াতে গিয়েছেন। দেখ্‌তে-ও গিয়েছেন্—যদি, সস্তায় একখানা দুইখানা জাহাজ কিন্‌তে পাওয়া যায়। আর্লের মৃতদেহ সমাধিস্থ করার পরে, তাঁর হত্যাকারীর উপর, যথাসাধ্য প্রতিশোধ নিয়ে, আমরা-ও ইংলণ্ডের নিকট, চিরবিদায় গ্রহণ কর্‌ব বলে, মনস্থ করেছি।"

ট্রেসেলিয়ান কহিলেন "আমার-ও, রাজদরবারে, একটু কাজ আছে। সেই কাজটা সেরে নিয়ে, তোমাদের সঙ্গী হব।"

যুবক একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন "সে কি! তোমার আবার, রাজদরবারে কি কাজ? আর, তুমিই বা, কোন্ দুঃখে, দেশ ছেড়ে যাবে? কেন ট্রেসেলিয়ান। তোমার বিবাহ হয়ে যায় নি? তোমার প্রণয়িনীর সংবাদ কি?"

একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া, ট্রেসেলিয়ান কহিলেন "তাহার কথা, আর, জিজ্ঞাসা করিও না, ভাই!"

যুবক কহিলেন "তবে কাজ নাই! যদি, সে আন্দোলনে, হৃদয়ে ব্যথা পাও, তবে কাজ নাই। আমাদের সঙ্গীগণের মধ্যে, আমার ধারণা ছিল, যে তোমার অদৃষ্ট বুঝি ভাল। দেখিতেছি, তাহা নয়!"

ঠিক এই সময়ে, একজন পরিচারক আসিয়া, নিবেদন করিল, যে আর্ল ট্রেসেলিয়ানকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।

ট্রেসেলিয়ান, আর্লের পরিচারক-প্রদর্শিত পথে, অনতিবিলম্বেই তাঁহার শয়নকক্ষে নীত হইলেন। তিনি গিয়া দেখিলেন—লর্ড সাসেক্স বেশভূষা করিয়াছেন বটে, কিন্তু, তাহার মধ্যে, শৃঙ্খলতা নাই। আর্ল, তাঁহাকে অতি সমাদরে সম্ভাষণ করিলেন। এবং, তাঁহার শারীরিক ও বৈষয়িক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ট্রেসেলিয়ান সে প্রশ্নের বিশেষ কোন উত্তর না দিয়া, সাসেক্সের স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলেন। কথোপকথনে, যতদূর বুঝিতে পারিলেন, তাহাতে, অনেক বিষয় ওয়েল্যাণ্ডের কথার সহিত মিল হইল। তখন, তিনি একটু সাহস করিয়া, আর্লের নিকট, ওয়ে-

ল্যাণ্ডের ব্যবস্থামত চিকিৎসার প্রস্তাব করিলেন। আর্ল, প্রথমে, একজন অব্যবসায়ী লোকের দ্বারা, চিকিৎসিত হইতে, একটু অনিচ্ছা দেখাইলেন। কিন্তু, যখন ট্রেসেলিয়ান তাহার সততা ও অদ্ভুত ক্ষমতা-সম্বন্ধে নিজের জ্ঞান ও বিশ্বাসের সাক্ষ্য দিলেন, তখন, আর চিন্তার কারণ কিছুই রহিল না।

ওয়েল্যাণ্ডকে, তখন-ই, সেই কক্ষে ডাকিয়া আনা হইল। ওয়েল্যাণ্ড আসিয়া, রোগীর ইতিহাস আনুপূর্ব্বিক শুনিয়া লইল। এবং, ঔষধ প্রয়োগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

আর্ল, পূর্ব্বেই, ওয়েল্যাণ্ডকে বলিলেন "যদি, ঔষধে কোন অনিষ্ট সাধিত হয়, তাহা হইলে, কি হইবে?"

ওয়েল্যাণ্ড্ কহিল "ঔষধে রোগমুক্তি, অবশ্য, ঈশ্বরের হাত। কিন্তু, ইহাতে যে কোন অনিষ্ট হইবে না—সে বিষয়ে, আমি প্রতিভূ। ঔষধে, কোন-ও অনিষ্ট-কারিত্ব প্রমাণ হইলে, আমি প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত গ্রহণে স্বীকৃত আছি।"

আর্ল কহিলেন "তোমার যখন, এই ঔষধের উপর এত বিশ্বাস, তখন আর কোন কথাই নাই।"

ওয়েল্যাণ্ড কহিল "আমার একটি মাত্র নিবেদন আছে। তাহা ঔষধ-প্রয়োগের পূর্ব্বেই, বলিয়া রাখা, প্রয়োজন। এই ঔষধ প্রয়োগের কিছুকাল পরে-ই, রোগীর সুনিদ্রা হয়। সেই নিদ্রা, যখন স্বভাবতঃ ভঙ্গ হয়, সেই সময়ে, রোগী আপনাকে অৰ্দ্ধেক ব্যাধিমুক্ত বলিয়া মনে করে। কিন্তু স্বাভাবিক-ভাবে নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বে, যদি রোগীকে জাগরিত করা যায়, তাহা হইলে, তাহার ফল বিশেষ

অনিষ্টজনক। সেই জন্য, আমার অনুরোধ, যে যতক্ষণ, আপনি আমার চিকিৎসাধীনে থাকিবেন, ততক্ষণ, আপনাকে, সম্পূর্ণরূপে, আমার মতে চলিতে হইবে। অন্য কোনও বৈদ্য কিম্বা চিকিৎসকের মতে চলিলে, তাহার ফলের জন্য, আমি দায়ী নহি।”

সাসেক্‌স্ কহিলেন “ইহা ন্যায়-সঙ্গত কথা! এক্ষণে, তোমার ঔষধি প্রস্তুত কর।”

ওয়েল্যাণ্ড কহিল “ঔষধ প্রস্তুত-ই আছে। অনুমতি হইলে, আমি, এখনই প্রয়োগ করি। এই ঔষধের প্রথম ক্রিয়া—সুনিদ্রা। সেই নিদ্রাকালে, কেবল আমি ও আপনার একজন বিশ্বস্ত আত্মীয় ভিন্ন, অন্য কেহই, আপনার শয়ন-কক্ষে থাকিতে পারিবেন না। আপনি যতক্ষণ নিদ্রিত থাকিবেন, আমাকে-ই আপনার দৈহিক লক্ষণগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে।”

আর্ল কহিলেন “তাহাই হউক! ইনি ও লর্ড্ ষ্ট্যান্‌লি ভিন্ন, অন্য সকলে, কক্ষান্তরে গমন করুন্। দাঁড়ান!—একটু অপেক্ষা করুন্। আমার একটি কথা শুনুন। আপনারা সকলে সাক্ষী—আমি, স্বেচ্ছাক্রমে, এই ঔষধ সেবন করিতেছি। ইহার ফলাফলের জন্য, আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ট্রেসেলিয়ান কিছুমাত্র দায়ী নহেন। আমার বিশ্বাস, যে, স্বয়ং ভগবান্, তাঁহার অপার করুণায়, আমার রোগমুক্তির জন্য, এই অমৃত প্রেরণ করিয়াছেন। যদি ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে, তাহার ফল অন্যরূপ হয়, তবে আপনারা আমার জীবনের দোষ-ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। আর, আমাদের

মহিমান্বিতা মহারাজ্ঞীর চরণতলে, আমার এই শেষ নিবেদন ও শেষ প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত করিবেন—যে, আমি যতদিন এ পৃথিবীতে ছিলাম, ততদিন, প্রাণপণে তাঁহার সেবা করিয়াছি। মরণেও, তাঁহার দাসত্বে, পরম আনন্দ ভোগ করিতে করিতে, হাসিতে হাসিতে, চলিয়া যাইতে প্রস্তুত রহিয়াছি। এক্ষণে বিদায় হও বন্ধুগণ!—বৈদ্য! ঔষধি দাও।”

সাসেক্‌স্ হৃষ্টমনে ঔষধ সেবন করিলেন। ওয়েলাণ্ড্ কহিল, “এই ভেষজের গুণে, কিছুক্ষণের মধ্যেই, আপনার নিদ্রাকর্ষণ হইবে। আপনি, এক্ষণে, নির্ভাবনায় শয়নের উদ্যোগ করুন।”

ফলে তাহাই হইল। আর্ল, অল্প কাল পরেই, সুষুপ্তির অঙ্কে শায়িত হইলেন।

# চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রজনী প্রভাত হইয়াছে। সাসেক্সের আর্ল, এখন-ও, গভীর নিদ্রামগ্ন। তাঁহার শয়নকক্ষে, ওয়েল্যাণ্ড ও লর্ড ষ্ট্যান্লি বসিয়া তাঁহার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। বাহিরে, দ্বারদেশে, সতর্ক জাগ্রত প্রহরায় নিযুক্ত—যুবক ওয়ালটার রেলে ও ব্লাউন্ট্।

বহির্দ্বারে সজোরে ঘণ্টা নিনাদিত হইল। একজন পরিচারক আসিয়া সংবাদ দিল, যে সম্রাজ্ঞীর খাস-বৈদ্য ডাক্তার মাষ্টার্স, রাজ্ঞীর বিশেষ অনুজ্ঞায়, আর্লকে দেখিতে আসিয়াছেন।

ওয়াল্টার কহিলেন "তুমি যাও! আমি এখনই আসিতেছি।"

এই কথা বলিয়া, নীচে গিয়া-ই, তিনি ডাক্তার মাষ্টার্সকে বিদায় করিয়া দিলেন। ওয়াল্টার, আবার, তখন-ই ফিরিয়া আসিয়া, তাহার নিয়মিত স্থানে গিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

ব্লাউন্ট রেলেকে, একাকী আসিতে দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন "ডাক্তার মাষ্টার্স কোথায়?"

ওয়াল্টার। রাগে গর-গর করিতে করিতে, লম্বা-লম্বা পা ফেলিয়া, এতক্ষণ গ্রিনিচের অর্দ্ধেক রাস্তা গিয়াছেন।

ব্লাউন্ট। সে—কি!—তুমি, তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়া আসিলে না কি?

ওয়াল্টার। আশ্চর্য্য হইতেছ কেন? পরিষ্কার ফিরাইয়া দিয়া আসিয়াছি!

ব্লাউণ্ট। তুমি নিজের সর্ব্বনাশ ত করিয়াছ-ই। সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের-ও সকলের সর্ব্বনাশ করিয়া আসিয়াছ। ইহার জন্য, দায়ী কে, ওয়াল্টার?

ওয়াল্টার। আমি দোষ করিয়াছি। আমি-ই, অবশ্য, ইহার জন্য দায়ী।

এইরূপ কথাবার্ত্তায়, জল্পনায়-কল্পনায়, বেলা প্রায় এক প্রহর হইল। এমন সময়ে, জাগরণক্লিষ্ট ও শীর্ণ মুখে, ট্রেসেলিয়ান আসিয়া, ঈষৎ হাসিতে হাসিতে, সংবাদ দিলেন, যে আর্ল নিদ্রোত্থিত হইয়াছেন। তাঁহার অবস্থা, এক্ষণে, পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল। তাঁহার মুখের ভাব-ও অনেকটা প্রফুল্ল। ঔষধের ফল, প্রত্যক্ষরূপে, ফলিয়াছে। ট্রেসেলিয়ান, আর-ও জানাইলেন, যে যাঁহারা বহির্দ্বারে প্রহরায় ছিলেন, আর্ল, একবার, তাঁহাদিগকে এখনই ডাকিয়াছেন।

ব্লাউণ্ট ও ওয়াল্‌টার-রেলে, আর্লের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া, দেখিলেন, যে বাস্তবিকই তিনি অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে, ডাক্তার মাষ্টার্সের আগমন ও ওয়াল্‌টারের হস্তে তাহার প্রত্যাখানের কথা-ও বলা হইল। আর্ল, প্রথমে, সে কথায় ঈষৎ হাস্য করিলেন। কিন্তু, পরক্ষণেই, ব্যাপার গুরুতর দাঁড়াইতে পারে, মনে করিয়া, ব্লাউণ্টকে কহিলেন "যাও ব্লাউণ্ট! যুবা ওয়াল্টারকে সঙ্গে লইয়া, এখন-ই রাজধানীতে যাও। ইংলণ্ডেশ্বরীর চরণে গিয়া, ত্রুটি জানাইয়া, সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বল। তিনি, নিশ্চয়-ই, দোষ মার্জ্জনা করিবেন।"

ওয়াল্টার ভাগ্যান্বেষী। নিয়তির উপরে, তাঁহার বিশ্বাস অটুট।

ভাগ্য পরীক্ষার এই প্রথম অবসর লাভ করিয়া, তিনি সাতিশয় হৃষ্ট হইলেন। যে মহিমান্বিতা ইংলণ্ডেশ্বরীর, ক্ষণপ্রভার ন্যায়, চকিত দৃষ্টিরূপ-অনুগ্রহ লাভের জন্য, শত শত রাজ্যেশ্বর লালায়িত, আজ, ওয়াণ্টারকে সেই মহিমময়ীর-ই নিকট গিয়া, তাহার কৃত কর্ম্মের কৈফিয়ৎ দিতে হইবে! আহ্লাদে রেলের মন নাচিয়া উঠিল।

এ দিকে, ডাক্তার মাষ্টার্স গিয়া, সাসেক্সের একটি নগণ্য পরিচারকের হস্তে, তাঁহার অবমাননার কথা, রাজ্ঞীর নিকট, নানাবর্ণে চিত্রিত করিয়া বর্ণনা করিলেন। ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথ কিরূপ কোপনস্বভাবা ছিলেন, তাহা ইতিহাসপাঠকমাত্রেই অবগত আছেন! রাজধানীর এত নিকটে সাসেক্সের আর্ল, তাহার দুর্গে, শস্ত্রধারী পরিচারক রাখেন! কি অন্যায় কথা! আরও কঠিন অপরাধ! রাজ্ঞীর বিশেষ আজ্ঞা-ক্রমে, বিশেষ অনুগ্রহ ও অনুকম্পার ফলে, তাঁহার নিজের খাস-বৈদ্য উপযাচক হইয়া, আর্লকে দেখিতে গেলেন। তাঁহার প্রতি, কি না, এই ব্যবহার! এত অবমাননা! রাজ্ঞী, স্বচক্ষে, ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখনই, বজরা প্রস্তুত করিতে আদেশ দেওয়া হইল। রাজকীয় তরণী, পত্র-পুষ্প-পতাকায় সজ্জিত হইল। বিচিত্র-পরিচ্ছদ-পরিহিত নাবিকগণ, নিজ নিজ আসন দখল করিয়া, মাঝির আজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য, উৎকর্ণ ভাবে, অবস্থান করিতে লাগিল। ইয়োম্যান্-অফ-দি-গার্ড নামক সৈন্যদল, রাস্তার দুইধারে, শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে দণ্ডায়মান। কৌতূহলী জনতায় রাজপথ জনাকীর্ণ। ইংলণ্ডেশ্বরী, সভাসদ, আত্মীয়, উপাসক ও সখীগণ-পরিবৃতা হইয়া,

মূর্ত্তিমতী রাজরাজেশ্বরীর ন্যায়, প্রাসাদ-সোপান হইতে ধীরে ধীরে অবতরণ করিয়া, রাজপথ বাহিয়া, নদীতীরের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। জনতা, সমস্বরে, রাণীর বিজয়গাথা কীর্ত্তন করিতে লাগিল। যুবক ওয়াল্টার, অদম্য সাহসে, জনতা ঠেলিয়া, গার্ড-প্রহরীদলের বিদ্রূপ ও তাড়নায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, রাস্তার যে স্থল দিয়া রাণী যাইবেন, তাহার যতদূর সান্নিধ্যে যাওয়া সম্ভব, ততদূর গিয়া, তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে, যুবক রেলে, রাজ্ঞী এলিজাবেথের সম্পূর্ণ দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইবার সুযোগ উদ্ভাবিত করিয়া লইলেন। রাণী, চিরদিন-ই দৈহিক সৌন্দর্য্যের একান্ত পক্ষপাতিনী। তাঁহার লালসা-লীলাময়ী অর্থপূর্ণা অপাঙ্গ দৃষ্টি, সহজেই, যুবক রেলের দিকে আকৃষ্ট হইল। নিয়তির প্রসাদে, একটী ক্ষুদ্র ঘটনায়, সেই আকর্ষণ আর-ও প্রবলতর করিয়া তুলিল। ঘটনাটি এই ঃ—গত রজনীতে একটু বৃষ্টি হইয়াছিল। পথ তখন-ও, স্থলে স্থলে, কর্দ্দমাক্ত ছিল। পথের এক অংশ, একটু বেশী মাত্রায় কর্দ্দমাক্ত দেখিয়া, রাণী একটু থমকিয়া দাঁড়াইলেন। যুবক রেলে, এই সূত্রে, রাজ্ঞীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার সুযোগ পাইলেন। তিনি, একটু অগ্রসর হইয়া, রাজ্ঞীকে সসম্ভ্রমে অভিবাদনপূর্ব্বক, নিজের স্কন্ধ হইতে, তাঁহার মূল্যবান ক্লোকটি লইয়া, সেই কর্দ্দমের উপর বিছাইয়া দিলেন। রাজ্ঞী-ও, যুবকের এই আন্তরিক রাজপ্রীতিতে ও অলৌকিক শিষ্টাচারে, মনে মনে হৃষ্ট হইয়া, একবার অর্থপূর্ণ অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে যুবককে অনুগৃহীত করিয়া, সেই ক্লোকের উপর দিয়া চলিয়া

গেলেন। মুহূর্ত্তের জন্য, লজ্জায়, রাজ্ঞীর মুখে ও গণ্ডে, বসরাই-গোলাপের আভা ফুটিয়া উঠিল। কোন-ও কথা না বলিয়া, তিনি ধীরে ধীরে গিয়া বজরায় উঠিলেন।

রাণী চলিয়া গেলে পর, রেলে ধীরে ধীরে গিয়া, ক্লোকটি তুলিয়া লইয়া, অতি যত্নে সেটিকে ভাঁজ করিয়া, স্কন্ধে ফেলিয়া লইলেন।

ব্লাউণ্ট কহিলেন "আইস! ফতো-নবাব! তোমার সুন্দর ক্লোকটি, আজ, ভাল করিয়া ঝাড়িয়া-পুছিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। আচ্ছা বোকা ছেলে! যদি, ক্লোকটিকে পাপোষ করিবার এত-ই ইচ্ছা ছিল, তাহা হইলে, নূতন অঙ্গরাখাটি মাটি না করিয়া, পুরাণো দেখিয়া একটা আনিলেই হইত। নিজের না থাকিলে, একটা চাহিয়া চিন্তিয়া লইয়া আসিলেও তো চলিত।"

যুবক ওয়াল্টার কহিলেন "যত দিন, এটি আমার কাছে থাকিবে; ততদিন, ইহা এইরূপই থাকিবে। ইহার ধুলা ঝাড়িব না।"

ব্লাউণ্ট কহিলেন, "যদি এইরূপ মিতব্যয়ী ভাবে চল, তাহা হইলে, শীঘ্র-ই তোমারও ভিটেয় ঘুঘু চর্‌বে। আর, জামা কিনিয়া পরিবার পয়সা-ও, তোমার থাকিবে না।"

এই সময়ে, রাজকীয়-লিভারী-পরিহিত একজন রাজানুচরের আগমনে, তাহাদের কথোপকথনে বাধা পড়িল।

রাজানুচর আসিয়া, তাঁহাদিগকে সসম্মানে অভিবাদন করিয়া কহিল "আমি, আঙ্গরাখাবিহীন অথবা কর্দ্দমলিপ্ত-আঙ্গরাখাবিশিষ্ট একজন ভদ্রলোকের সন্ধান করিতেছি। মহাশয়, আপনি-ই

বোধ হয়—তিনি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সঙ্গে আসুন।"

ব্লাউণ্ট্ কহিলেন "উনি আমার অনুচর। আমি সাসেক্সের আর্লের একজন পদস্থ পারিপার্শ্বিক।"

রাজানুচর কহিল—"এই আদেশ, স্বয়ং রাজরাজেশ্বরী ইংলণ্ডেশ্বরীর। আর ইহা, কেবলমাত্র, এই ভদ্রলোকটির সম্পর্কে। আমি আপনাকে কিছুই বলিতেছি না।"

এই কথা বলিয়া, রাজানুচর গর্ব্বিতভাবে ফিরিয়া চলিলেন। ওয়াণ্টার-ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেলেন।

ব্লাউণ্ট্, মন্ত্র-পরিচালিতের ন্যায়, বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, অবাকভাবে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া, চাহিয়া রহিলেন।

# পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বজরার সুসজ্জিত দরবারকক্ষে, সুবর্ণময়-সিংহাসনে আসীনা ইংলণ্ডের প্রথিত-নাম্নী রাজ্ঞী এলিজাবেথ। তাঁহার আশে পাশে, যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিয়া আছেন, তাঁহার পারিষদ্‌গণ, স্তাবকগণ, আর্ল-ডিউক ও অন্যান্য অভিজাতগণ। একপার্শ্বে, বিনয়-নম্রতায় অধোলগ্নদৃষ্টি যুবক ওয়াণ্টার দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাঁহার শিরোদেশ অনাবৃত। তাঁহার স্কন্ধে, সেই কর্দ্দমলিপ্ত ক্লোকটি, সেই অবস্থায়-ই রহিয়াছে।

রাজ্ঞী এলিজাবেথ্ কৌতুক-বিজড়িতস্বরে কহিলেন "যুবক! আজ, তুমি, আমাদিগের কার্য্যে, একটি নূতন আঙ্গরাখা নষ্ট করিয়াছ। তুমি, যে কার্য্য করিয়াছ ও যে শিষ্টাচার দেখাইয়াছ, তাহার জন্য, তুমি আমাদিগের নিকট, ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু, তোমার কার্য্যটি কিছু অতিরিক্ত-মাত্রায় সাহসিকতার পরিচায়ক।"

অতি বিনীতভাবে, অথচ স্পষ্ট স্পষ্টাক্ষরে, ওয়াণ্টার উত্তর দিলেন "রাজরাজেশ্বরি! রাজার কার্য্যে, প্রত্যেক রাজভক্ত প্রজার-ই সাহসিকতা-প্রদর্শন নিতান্ত কর্ত্তব্য-মাত্র।"

রাজ্ঞী কহিলেন "তাহা ঠিক! যাহাই হউক, যুবক! তোমার এই শিষ্টাচার, ইংলণ্ডেশ্বরীর হস্তে, কখন-ই অপুরস্কৃত যাইবে না। আমি, এখনি, রাজকীয় পরিচ্ছদাগারের অধ্যক্ষকে আদেশ

দিতেছি, যেন সে, অনতিবিলম্বে, তোমার ঐ রাজকার্য্যে নষ্ট পোষাকটির বিনিময়ে, একটি সুন্দর পরিচ্ছদ তোমাকে দেয়।”

ওয়াল্টার ধীরে ধীরে কহিলেন, “মহিমান্বিতা ইংলণ্ডের রাজ্ঞীর দানশীলতা ত্রিভুবন-বিদিত; তাঁহার করুণা অপরিমিত। তাঁহার অনুগ্রহ, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের ন্যায়, নিরন্তর শিরোধার্য্য। তবে, যে অনুগ্রহের কণিকা-মাত্র লাভে, আজ কিঙ্কর জগতীতলে সর্ব্বথা ধন্য, সেই অনুগ্রহের আর-ও কিঞ্চিন্মাত্র বিকাশে, যদি লোকপালিকা, আমার অভিপ্রেত বর, আমায় বাছিয়া লইতে অনুমতি দেন।”

রাজ্ঞী, তাহার কথায় বাধা দিয়া, কহিলেন “তবে বুঝি যুবক! তুমি অর্থ চাও? ছি! ছি! যুবা! আমাদের এই রাজধানীতে, পাপের প্রলোভন এতই প্রসারিত হইয়াছে, যে, যুবাপুরুষকে অর্থ-দান করা, আর, তাহার নৈতিক আত্মহত্যার পথ প্রস্তুত করিয়া দেওয়া, এক-ই কথা, হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদি, আমি, ঈশ্বরের কৃপায়, আর কিছুদিন, এই সিংহাসনে থাকিতে পারি, তাহা হইলে, এই সকল আপদ-উপদ্রব, যাহাতে, রাজ্য হইতে, চিরতরে নির্ব্বাসিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে পারি। অথবা, বুঝি তুমি দরিদ্র! কিম্বা—তোমার পিতা-মাতা, বুঝি, দারিদ্র্য প্রপীড়িত। তাই অর্থে তোমার প্রয়োজন।”

রাজ্ঞীর কথা, যতক্ষণ না, সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়, ততক্ষণ, ধীরভাবে অপেক্ষা করিয়া, ওয়াল্টার কহিলেন “না মহারাজ্ঞি! ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে, দাসের অর্থের কোনই অভাব নাই। আর,

আমার পিতামাতাও মহিমান্বিতা ইংলণ্ডেশ্বরীর নিতান্ত নগণ্য প্রজা নহে। তাহাদেরও অর্থের কোন অসচ্ছলতা নাই।”

রাজ্ঞী বিস্মিত হইয়া কহিলেন “কি? পরিচ্ছদ-ও নহে—অর্থ-ও নহে! তবে, তুমি কি চাও, যুবক?”

ওয়াণ্টার কহিলেন “দেবি! আমি চাই, অনুমতি—”

রাজ্ঞী জিজ্ঞাসিলেন, “কি অনুমতি, ভদ্র?”

ওয়াণ্টার কহিলেন, “এই পরিচ্ছদটি পরিধান করিবার—অনুমতি! যদিও, আমার ন্যায়, অকিঞ্চনের পক্ষে, ইহা দুরাশা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তবুও, আমি চাই—আমার যে আঙ্গরাখাটা, রাজরাজেশ্বরী ইংলণ্ডেশ্বরীর এই ক্ষুদ্র কার্য্যে লাগিয়াছে, সেই গৌরবান্বিত পরিচ্ছদটি, সারা জীবন পরিধান করিবার জন্য,—অনুমতি!”

রাজ্ঞী কহিলেন “তোমার নিজের পরিচ্ছদ, নিজে পরিবে!—তাহার জন্য, আবার, আমার অনুমতির প্রয়োজন, যুবক?”

ওয়াণ্টার কহিলেন “এই পরিচ্ছদ, আর, এক্ষণে, আমার নয়, দেবি! মহিমময়ী মহারাণীর পাদস্পর্শে, ইহা মুকুটধারী সম্রাটের পরিধানের যোগ্য হইয়াছে। আমার ন্যায়, ক্ষুদ্র সৈনিকপুরুষের নহে।”

এই কথা শুনিয়া, রাজ্ঞীর গোলাপী গণ্ডযুগল, লজ্জায়, যেন, আর-ও একটু রক্তিমাভ হইয়া উঠিল। তিনি, ঈষৎ হাসিয়া, সেই মনোভাব গোপন করিবার প্রয়াস পাইলেন। পারিপার্শ্বিকগণের দিকে মুখ ফিরাইয়া, হাসিতে হাসিতে, কহিলেন “এই নির্ব্বোধ

বালক যাহা বলিতেছে, এমন কথা, কি আর কখন-ও, আপনারা শুনিয়াছেন, বন্ধুগণ? আমার বোধ হয়, অত্যধিক উপন্যাস পাঠে, ইহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। আমাকে, ইহার সম্বন্ধে, বিশেষ করিয়া, খবর লইতে হইল। বিশ্বস্ত লোক দ্বারা, ইহাকে, ইহার আত্মীয়-স্বজনের নিকট পাঠাইয়া দিতে হইবে। তুমি কে যুবক? তোমার পরিচয় দাও।”

“আমি, সাসেক্সের আর্লের একজন অনুচর-মাত্র।”

সাসেক্সের নাম শুনিয়া, এক মুহূর্ত্তে, রাজ্ঞীর মুখে, ঘন কৃষ্ণ মেঘের ছায়া ঘনাইয়া আসিল। ক্রুদ্ধ-ভাবে রাজ্ঞী কহিলেন “আমরা সাসেক্সের শিষ্টতায় বিস্মিত হইয়াছি! তাঁহার স্বাস্থ্যোন্নতির কামনায়, আমি নিজে, আমার দরবারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভিষককে তাঁহার আবাসে, প্রেরণ করিয়াছিলাম। তিনি, তাহাকে যেরূপ অবমাননা করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছেন, তাহা অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতার চিহ্ন ও অতি গুরু অপরাধ।”

ওয়াল্টার কহিলেন “সেই অপরাধ, আমার সদাশয় প্রভু লর্ড সাসেক্সের নহে, মহারাণি! সে অপরাধ—আমার।”

রাজ্ঞী চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন “কি!—তোমার? তুমি তাহা হইলে, ডাক্তার মাষ্টার্সকে অবমানিত করিয়াছ? তুমি!—যে তুমি, আমাদিগকে এত শিষ্টাচার দেখাইলে!—সেই তুমি! তোমার এই অশিষ্ট ব্যবহার! কি জন্য, তুমি একাজ করিলে খুলিয়া বল?”

“রাজ্ঞি! আমাদের দেশে, একটি পুরাতন প্রবাদ প্রচলিত

আছে—যে প্রজার কর্ত্তব্য, যেমন, অসঙ্কোচে, বিনা-বিচারে, বিনা-বাক্যব্যয়ে, নৃপতির আজ্ঞা পালন করা, রোগীর কর্ত্তব্য-ও, সেইরূপ, ভিষকের ব্যবস্থা প্রতিপালন। দেবি! আমার সদাশয় প্রভু, তখন, একজন বৈদ্যের চিকিৎসাধীন। এই ভিষকের আজ্ঞা ছিল—যে, নিদ্রিতাবস্থায় কিছুতেই যেন রোগীর নিদ্রার ব্যাঘাত করা না হয়। তাহা হইলে, তাঁহার জীবন রক্ষা হইবে না।"

"তোমার প্রভু, একজন অজ্ঞাতনামা বৈদ্যের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া, কি ভাল করিয়াছেন?"

"মহারাণি! ভাল-মন্দ বিচার করিতে দাস অক্ষম। তবে, আজ প্রাতে, তিনি, পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা সুস্থ আছেন। ইহা, সেই বৈদ্যের-ই ঔষধের গুণ বলিয়া বোধ হয়।"

"তুমি জান যুবক! যে রোগীর সঙ্কটাপন্ন অবস্থায়, বহু বৈদ্যের পরামর্শ ও ব্যবস্থা-গ্রহণ শ্রেয়ঃ।"

"সে শ্রেয়ঃ, বোধ হয়, বৈদ্যের পক্ষে। রোগীর পক্ষে, নহে। কারণ, বৈদ্য সঙ্কটে পড়িয়া, অনেক সময়ে, রোগী মারা পড়ে। কিন্তু, বৈদ্যদিগের নিজ-নিজ দায়িত্ব-মোচনের অনেকটা সুবিধা হয়—এই মাত্র।"

"তোমার নাম কি, যুবক?"

"মহারাজ্ঞি! এ দাসের নাম—ওয়াল্টার রেলে।"

"রেলে!—আয়র্লণ্ডের বিগ্রহের সংশ্রবে, তোমার নাম শুনিয়াছি বলিয়া, বোধ হইতেছে না, যুবক?"

আয়র্লণ্ডের বিগ্রহের সংশ্রবে, এক-আধটি খণ্ড-যুদ্ধে, মহারাণীর

কার্য্য করিতে, আপনার চিরাশ্রিত কিঙ্কর, কতকটা অবসর পাইয়াছিল বটে। আর, সেই কার্য্যে, কিছু প্রতিপত্তি-ও সে অর্জ্জন করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু, তাহা এত সামান্য, যে মহারাণীর মহিমান্বিত কর্ণে উঠিবার যোগ্য নহে।"

"তোমরা যাহা মনে কর, তাহা অপেক্ষা, অনেক ক্ষুদ্র খবর-ও নৃপতির কাণে উঠে। আমার বেশ মনে আছে। আইরিশ বিদ্রোহের সময়, তোমারই নামের, একটি বীর যুবক, শ্যানন নদীর তীরে, এক দল বিদ্রোহীর গতি, প্রাণপণে, প্রতিরোধ করিয়াছিল। সেই কার্য্যে, তাহার ও বিদ্রোহীদিগের শোণিতে, নদীর জল পর্য্যন্ত, রঞ্জিত হইয়া গিয়াছিল!"

"রাজরাজেশ্বরি! সেই খণ্ডযুদ্ধে, অধীনের শরীরের কিছু রক্ত ব্যয়িত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে রক্ত, অতি উপযুক্ত কার্য্যেই ব্যয়িত হইয়াছিল—আমার রাজার কল্যাণে—আমার দেশের কল্যাণে!"

"যুবক! সেই রণস্থলে, তুমি যেরূপ দক্ষতা দেখাইয়াছিলে, তাহা তোমার বয়সের তুলনায়, তোমার পক্ষে, অত্যন্ত গৌরবজনক। কথায়-বার্ত্তায় আলাপ-আপ্যায়নে-ও, দেখিতেছি, তুমি বেশ শিষ্ট। কিন্তু, আমাদের সমক্ষে এই মিষ্টভাষিত্ব কিম্বা শিষ্ট ব্যবহার, ডাক্তার মাষ্টার্সকে অনর্থক-মনোবেদনা-দেওয়া-রূপ তোমার অপরাধ ক্ষালনে, সমর্থ হইবে না। আহা বেচারা! সেই রাত্রে, ঠাণ্ডা বাতাসে, তাহার কি ভয়ানক সর্দ্দি-জ্বরই ধরিয়াছে! তোমার সেই অপরাধের শাস্তি কি—জান যুবক? তাহার শাস্তি এই—যে,

যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমাদের অন্য আজ্ঞা পাও, ততক্ষণ পর্য্যন্ত, তোমার ওই কর্দ্দমলিপ্ত আঙ্গরাখাটি তুমি পরিধান করিয়া থাক। আর, এই লও,—তুমি, আজ যে শাস্তি ভোগ করিলে, তাহারই স্থায়ী নিদর্শনস্বরূপ, এইটী, তোমার গলবন্ধনীতে, ধারণ করিবে।"

এই কথা বলিয়া, রাজ্ঞী একটী হীরক-খচিত সুবর্ণ স্কার্ফ পিন, রেলের হস্তে দিলেন। রেলে-ও জানু পাতিয়া বসিয়া, সসম্ভ্রমে, রাজ্ঞীর হস্ত হইতে, তাঁহার সেই প্রথম প্রীতি নিদর্শন গ্রহণ করিলেন। এবং, কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি-প্রদর্শন ব্যপদেশে, রাজ্ঞীর চম্পককোরকসদৃশ অঙ্গুলি, সাদরে, চুম্বন করিলেন।

চতুর রেলের অদ্ভুত বাক্‌বিন্যাস-চাতুর্য্যে ও শিষ্টাচারে, মুগ্ধ হইয়া, রাজ্ঞী এলিজাবেথ, সাসেক্সের সেই অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা করিলেন। রেলেকে, তাঁহার নিজের পার্শ্বচররূপে গণ্য করিয়া লইয়া, তাহার উন্নতির পথ মুক্ত করিয়া দিলেন। আর, ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ যে, বিশিষ্ট ভাবে, যাবতীয় প্রভুগুণে মণ্ডিতা - তাহা-ই প্রমাণ করিয়া দিলেন।

সাসেক্সের আর্ল, শীঘ্র-ই, রোগমুক্ত হইয়া, মেঘমুক্ত মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের ন্যায়, উজ্জ্বল প্রভায়, ইংলণ্ডের রাজনৈতিক গগন সমুদ্ভাষিত করিতে লাগিলেন। লিষ্টারের ভাগ্যাকাশে, যেন বিতস্তি-প্রমাণ একখণ্ড ক্ষুদ্র মেঘ দেখা দিল। সেই মেঘ দেখিয়া, সকলে হাসিয়া উড়াইয়া দিল। কিন্তু, লিষ্টারের হৃদয়, কি জানি, কেন, এক অজ্ঞানিত অনিষ্টপাতের আশঙ্কায়, কাঁপিয়া উঠিল।

# ষোড়শ পরিচ্ছেদ

"শুনিয়াছ কি ভাণি! কালি প্রাতে, রাজ্ঞী, আমাকে, তাঁহার সমক্ষে, উপস্থিত হইতে আদেশ করিয়াছেন। শুনিলাম, সাসেক্সও নাকি, সেই মর্ম্মে, রাজ্ঞীর আদেশ পাইয়াছেন। কেন—বুঝিতে পারিলে, ভার্ণি? আমাদের, উভয়ের মধ্যে, যে ঘোর বিবাদ চলিতেছে, রাজ্ঞী নিজে মধ্যস্থ হইয়া, শুনিলাম, সেই বিবাদ মিটাইয়া দিবেন। আমার যতদূর বিশ্বাস, এ সমস্ত-ই, সেই বর্ব্বর র‍্যাট-ক্লিফের পক্ষীয় লোকদিগের প্ররোচনে হইতেছে। আর কিছুই নহে।"

"প্রভু! আপনি, অনর্থক কাল্পনিক অনিষ্টপাতের আশঙ্কায় ব্যাকুল হইবেন না। আপনার সহিত, প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, সাসেক্সের জয়লাভ, পশ্চিমে সূর্য্যোদয়ের ন্যায়, নিতান্তই অসম্ভব! আমি, বিশ্বস্তসূত্রে জানিয়াছি আর্ল! যে, সাসেক্সের উপর, রাজ্ঞীর বিরক্তির ভাব, এখনও, কোন অংশেই কমে নাই। এই-মাত্র, সে দিন, রাজ্ঞী হঠাৎ সেজ-কোর্টে গিয়া, নিজ-চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন, যে র‍্যাট্‌ক্লিফ্, তাহার আবাস, সশস্ত্র প্রহরী ও পরিচারক দ্বারা ঘিরিয়া রাখিয়াছেন। তাহা দেখিয়া, রাজ্ঞী অত্যন্ত কুপিত হইয়াছিলেন।"

"আমাদের যে আর একজন নূতন প্রতিদ্বন্দ্বী, আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাহার সম্বন্ধে, তোমার মতামত কি, ভার্ণি?"

"কে—সে ? আপনাদের নূতন প্রতিদ্বন্দ্বী আবার কে ?"

"কেন ?—ওয়াণ্টার রেলে।"

"ওঃ !—সেই অজাত-গুম্ফশ্মশ্রু, ভিক্ষুক বালক, রাজনীতি-ক্ষেত্রে, আপনাদের প্রতিদ্বন্দ্বী !—আর্ল ! নিশ্চয়-ই, আপনি আমায় পরিহাস করিতেছেন।"

"না—ভার্ণি ! তুমি-ই ভুল বুঝিতেছ। আজ, সেই ক্ষুদ্র বালক, ইংলণ্ডের রাজনৈতিক আকাশে, ক্ষুদ্র তারকার ন্যায়, মিট্ মিট্ কর্‌ছে বটে ! কিন্তু, এমন দিন আসবে ভার্ণি !—সেদিন-ও বেশী দূরে নয়—যে দিন, এই ক্ষুদ্র খদ্যোতিকা, ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক মার্ত্তণ্ডকে-ও মলিন করে দিবে। তুমি, কি উপদেশ দাও, ভার্ণি ? সময় থাক্‌তে, মানে মানে, অবসর গ্রহণ কর্‌ব ?—না, এই অজ্ঞাত-কুলশীল, কুক্কুর অপেক্ষাও হীন, ভিক্ষুক অপেক্ষাও দীন, ক্ষুদ্র রেলে—কিম্বা, বিদ্যাবুদ্ধিহীন, অমার্জ্জিতরুচি, পাশববলের গর্ব্বে, অতিমাত্র দৃপ্ত, সাসেক্স কর্ত্তৃক, রাজনীতি ক্ষেত্র হতে, বিতাড়িত হয়ে, কলঙ্ককালিমালিপ্ত মুখে, সীমান্তের নির্জ্জন দুর্গে গিয়ে, অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করবো ? কি করব ?—আমি, কিছু-ই, স্থির করিতে পার্‌ছি না।"

"আর্ল ! সাহস-ই মানুষের প্রকৃত বল। আপনি, সাহস হারালে, চল্‌বে কি করে ?"

"ঠিক বলেছ, ভার্ণি ! সাহস হারালে চল্‌বে কি করে ?—ভাল ! তোমারই পরামর্শ গ্রহণ কর্‌ব। সাহস হারাব না। হয়—হ'ক ! বিধাতা, আমার ভাগ্যে, যাহা লিখিয়াছেন ! আমার হৃদয়ের বল

অটুট্ রাখব। ভার্ণি! আমার সৈন্যগণকে, পারিপার্শ্বিকগণকে, এমন কি, পরিচারকদিগকে-ও পর্য্যন্ত, অস্ত্রে-শস্ত্রে, সুসজ্জিত করে রেখো। তাদের বেশ-ভূষা, আড়ম্বর, যেন, বর্ব্বর র‍্যাটক্লিফের দলকে নিষ্প্রভ ও মলিন করে দেয়। তাহারা যেন, সর্ব্বদা, অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত থাকে। কিন্তু, সাবধান! বাহিরে, খুব শান্তভাব দেখিও। এই রকম ভাব দেখিও, যেন, তোমরা কেবল বিলাসিতার জন্য অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করেছো। অন্য অভিসন্ধি, তোমাদের কিছু নাই। আর, তুমি ভার্ণি! বিপদে সম্পদে আমার চির-সহচর। তুমি যেন, ভুলে-ও, আমার পার্শ্বদেশ ত্যাগ করো না। খুব কাছে কাছে থেকো। যে মুহূর্ত্তে প্রয়োজন, ডাকলেই, যেন, তোমাকে পাই।”

লিষ্টারের প্রাসাদের একটি নিভৃত কক্ষে বসিয়া, আর্ল ও তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর ও কুকর্ম্মের সহায় রিচার্ড ভার্ণির সহিত, এইরূপ, কথোপকথন চলিতেছিল।

এদিকে, সাসেক্সের দল-ও, আপন পক্ষের অস্ত্র-শস্ত্র বেশ করিয়া, শানাইয়া লইতেছিলেন।

সেজ্‌কোটের একটি কক্ষে বসিয়া, সাসেক্স ও ট্রেসেলিয়ানের মধ্যে, এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

সাসেক্স। ট্রেসেলিয়ান্! তোমার মোকদ্দমা, নিশ্চয়ই জিৎ হইবে। আমি, যে লোকের হাত দিয়া, ভার্ণির বিরুদ্ধে, এই বালিকা-হরণের অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছি, তিনি, রাজ-দরবারে বিশেষ পরিচিত। এতক্ষণ, হয়ত, সেই দরখাস্ত, রাণীর

হাতে গিয়া পৌঁছিয়াছে। রাজ্ঞী এলিজাবেথ, ন্যায়-ধর্ম্মের অবতার। প্রজার বিরুদ্ধে, প্রজার এই অভিযোগ, তিনি নিশ্চয়-ই মনোযোগের সহিত শুন্‌বেন। বিশেষতঃ, তাঁহার-ই মহিমান্বিত দরবারের, একজন শ্রেষ্ঠ অভিজাত, এই ঘৃণাজনক ব্যাপারে লিপ্ত। আমার নিশ্চিত ধারণা—যে, আমরা সুবিচার পাব। তুমি নিশ্চিন্ত হও। তবে, আমার একমাত্র চিন্তার কারণ এই, ট্রেসেলিয়ান! যে, অধুনা লিষ্টারের ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না। কারণ, এখন, রাজ্যে শান্তি বিরাজিত। সাসেক্সের শাণিত প্রহরণ, এখন, বিশুষ্কশোণিতরেখা। সম্রাজ্ঞীর চক্ষে, হয়ত, এ সময়ে, লিষ্টারের অপেক্ষা, সাসেক্সের প্রয়োজনীয়তা কম।”

ট্রেসেলিয়ান কহিলেন, “চিন্তিত হইবেন না, আর্ল! সকল বিচারকের উপরে, শ্রেষ্ঠ বিচারক—ভগবান। আমি, তাঁহারই চরণে, ঐকান্তিক নির্ভর করিয়া, এই দুষ্ট-দমন-সংকল্প-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছি। ফলাফল সমস্ত তাঁহার-ই হাত।”

সাসেক্স ব্লাউণ্টকে কহিলেন, “ব্লাউণ্ট্! তুমি তো সাজ-সজ্জায়, আড়ম্বরে, আমার-ই মত, পণ্ডিত! এক্ষণে, আমার অনুচরগণকে, উপযুক্তভাবে, সজ্জিত করিবার ভার, কাহার উপর দিয়াছ?”

ব্লাউণ্ট উত্তর দিল, “সে ভার, ওয়াণ্টার নিজে লইয়াছে। সে, আজ-ই প্রাতে আসিয়া, যাহা যাহা করিতে হইবে, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া গিয়াছে। আড়ম্বরের কোনও ত্রুটী হইবে না। তবে বোধ হয়, খরচের মাত্রাটা, একটু বেশী পড়িবে।

সাসেক্স। এই ব্যাপারে, খরচের কথা, কিছু-ই, মুখে আনিও

না, নিকোলাস্। এবার, খরচ একটু অধিক করিতে হইবে-ই। যাও, তুমি গিয়া, সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক কর। প্রত্যেককে, এক-একটি কার্য্যের ভার দাও। যেন, কোনও কার্য্যে না বিশৃঙ্খলতা লক্ষিত হয়।"

ব্লাউণ্ট, অভিবাদন করিয়া, চলিয়া গেল। আর্ল-ও, ট্রেসেলিয়ানকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া, আপন শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

# সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

আজ, রাজ্ঞী এলিজাবেথের দরবারের দিন। দরবারমণ্ডপ পুষ্প-গুচ্ছে, পুষ্পমাল্যে, বিচিত্র পত্রে, পতাকায়, সুরুচির সহিত, সজ্জিত হইয়াছে। মণ্ডপের মধ্যস্থলে, দ্বিরদ রদ-খচিত সুবর্ণ-সিংহাসন। তদুপরি আসীনা, মূর্ত্তিমতী ডায়নার মত, অথবা, পূর্ণিমার চন্দ্রমার ন্যায়, ইংলণ্ডের কুমারী-সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ। তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত কীর্ত্তি, শারদ কৌমুদীর ন্যায় ধবল, পদ্মের পাপড়ির মত অমল। সিংহাসনের বামপার্শ্বে, শ্রেণীবদ্ধভাবে, স্তরে স্তরে, পর্য্যায়ক্রমে সজ্জিত, বিবিধ প্রকারের আসন। সেই আসনে উপবিষ্ট সাজ সজ্জায়, ভূষণে, রত্নে, সভাগৃহ আলোকিত করিয়া, ইংলণ্ডের ধর্ম্ম-যাজক ও পুরোহিত সমাজ, অভিজাতমণ্ডলী ও নায়কমণ্ডলী। সর্ব্বশেষে, আপাদমস্তক বর্ম্মাবৃত সশস্ত্র প্রহরীর দল। সিংহাসনের দক্ষিণে, দণ্ডায়মানা, ফুল্লারবিন্দবদনা, কক্ষচ্যুততারকার ন্যায়-শোভমানা পুরাঙ্গনাগণ ও সম্ভ্রান্ত অভিজাত ঘরণীগণ।

আজি, সভার প্রথম কার্য্য, এক অতি গুরু রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের মীমাংসা। দ্বিতীয় কার্য্য, ইংলণ্ডের একজন শ্রেষ্ঠ অভিজাতের অনুচরের বিরুদ্ধে, আর একজন অভিজাত, এক গুরু অভিযোগ আনিয়াছেন। তাহার-ই বিচার। এলিজাবেথের ন্যায়পরতা, নিরপেক্ষতা এবং সূক্ষ্মদর্শিতা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। আজ, এই বিচার

দেখিবার জন্য, সভাগৃহ জনারণ্যে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু, ঝটিকার পূর্ব্বে, অম্বুধি যেমন প্রশান্তভাব অবলম্বন করে, সভাগৃহ-ও সেইরূপ নিস্তব্ধ। এমন কি, সামান্য সূচীপতন-শব্দ-ও শুনা যায়।

সম্রাজ্ঞীর অভিপ্রায়ানুসারে, সাসেক্স, ডেপ্টফোর্ড হইতে জল-পথে, এবং লিষ্টার স্থলপথে, প্রায় একই সময়ে, সদলবলে আসিয়া, বিভিন্ন প্রবেশপথে, প্রাসাদাঙ্গনে প্রবেশ করিলেন ও তথায় রাজ্ঞীর আদেশ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ঠিক এই সময়ে, গভীর নিক্কণে, ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। দরবার গৃহের পার্শ্বস্থ একটি দ্বার উন্মুক্ত হইল। সেই দ্বারপথে, প্রথমে, সাসেক্স সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ, ট্রেসেলিয়ান, ব্লাউণ্ট ও রেলে ভিতরে প্রবেশ করিতে যাইবেন, এমন সময়ে, প্রতিহারী বাধা দিয়া কহিল "আপনাদের. এই দ্বার দিয়া, প্রবেশাধিকার নাই। আপনারা, অন্য দ্বার দিয়া, ভিতরে যান।" তার পর, রেলের দিকে চাহিয়া, কহিল "কেবল মাত্র, আপনি, এই দ্বারে, প্রবেশ করিতে পারেন।"

ব্লাউণ্ট ও ট্রেসেলিয়ান, ফিরিয়া গিয়া, অন্য দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেন। রেলে, সাসেক্সের পশ্চাৎ পশ্চাৎ, ভিতরে গেলেন।

লিষ্টার জানিতেন, যে রাজদরবারে তাঁহার প্রভাব অপরিমেয়। কারণ, তিনি রাজ্ঞীর বিশেষ অনুগ্রহভাজন। তিনি জানিতেন, যে রাজপুরে, যথায় তথায়, তাঁহার কিম্বা তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচরের গতি অবাধ ও অপ্রতিহত। কারণ, রাজ্ঞী এলিজাবেথ তাঁহার গুণমুগ্ধ। সেই আশায়, সেই আশ্বাসে, সগর্ব্বে, স্ফীতবক্ষে, লিষ্টার

সানুচর দরবার-মণ্ডপে প্রবেশ করিতে গেলেন। প্রতিহারী মাষ্টার বোইয়ার, ভার্ণিকে বাধা দিল।

অনুচরের সভাপ্রবেশ, এইরূপে, প্রতিহত হইতে দেখিয়া, আর্লের মুখ, অপমানে ও লজ্জায়, জবাফুলের মত লাল হইয়া উঠিল। ক্রোধ-কম্পিত স্বরে, তিনি প্রতিহারীকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন "বোইয়ার! একি!—তুমি জান—আমি কে? এবং, কাহার অনুচরকে, তুমি, এরূপ অপমানিত করিতেছ?"

বোইয়ার দৃঢ়স্বরে কহিল "আমাকে ক্ষমা করিবেন, ধর্ম্মাবতার! সম্রাজ্ঞীর আজ্ঞা—আমি পালন করিতে বাধ্য।"

আর্ল কহিলেন "সম্রাজ্ঞীর আজ্ঞাপালনে, পক্ষপাতিত্ব, নিশ্চয়-ই কর্ত্তব্য নহে। তুমি, আমার অনুচরের গতি, প্রতিরোধ করিলে! কিন্তু, মাইলর্ড সাসেক্সের অনুচরকে, যে প্রবেশ করিতে দিলে!"

বোইয়ার কহিল "মাইলর্ড! মাষ্টার রেলে, অল্পদিন হইল, মহারাজ্ঞীর পৌরবর্গ-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। রাজপুরে, সর্ব্বত্র তাঁহার সচ্ছন্দগতি প্রতিরোধে, আমি অশক্ত।"

আর্ল পরুষভাষে কহিলেন "অকৃতজ্ঞ! জানিয়া রাখিও—যে, গড়িবার শক্তি যাহার আছে, ভাঙ্গিবার শক্তি-ও তাহার আছে। ইহার প্রতিফল তুমি অচিরেই পাইবে।"

এই কথা বলিয়া, আর্ল দরবার-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বিচিত্র বেশভূষায় ও নানা গৌরবান্বিত পদবীসূচক পদকাদিতে, তাঁহার কলেবর বিমণ্ডিত। বিবিধ অঙ্গরাগাদিতে, তাঁহার মুখশ্রী বর্দ্ধিত। তিনি গর্ব্বস্ফীত-বক্ষে, এ-দিকে ও-দিকে না চাহিয়া,

একেবারে, সম্রাজ্ঞীর সিংহাসনতলে গিয়া, জানু পাতিয়া, সসম্মানে, অভিবাদন করিলেন।

সম্রাজ্ঞী-ও, শির হেলাইয়া, সাদরে আর্লকে প্রত্যভিবাদন করিলেন।

আর্ল, আসন গ্রহণ করিতে যাইবেন, এমন সময়ে, বোইয়ার রাজ্ঞীর সিংহাসনতলে গিয়া, প্রণতিপূর্ব্বক, যেন কি আবেদন জানাইবার জন্য দাঁড়াইল।

রাজ্ঞী এলিজাবেথ, তাহা লক্ষ্য করিয়া, কহিলেন "কি বোইয়ার! তোমার কিছু বক্তব্য আছে না কি?"

বোইয়ার, পুনর্ব্বার, রাজ্ঞীকে প্রণতিপূর্ব্বক কহিলেন "মহা-রাজ্ঞি! আমার একটী আবেদন আছে। আমার কর্ত্তব্য-সাধনে, আমি, কাহার অনুবর্ত্তী হইব? অর্দ্ধ-বিশ্ব যাঁহার অধিকারভুক্ত, যাঁহার সাম্রাজ্যে, সূর্য্যদেব কখনও অস্তমিত হন না, সেই মহা-মহিমান্বিতা, জগদীশ্বরী ইংলণ্ডেশ্বরীর?—না—অর্থে, পদবীতে, সম্মানে, আভিজাত্যে, রূপে গুণে, শৌর্য্যে, বীর্য্যে, ইংলণ্ডের প্রজাসমাজের গৌরবের আস্পদ হইলে-ও, তাহাদের সম-শ্রেণীস্থ প্রজা—লিষ্টারের আর্লের?"

ক্রুদ্ধা ফনিনীর ন্যায়, উন্নীত শীর্ষে, রাজ্ঞী এলিজাবেথ লিষ্টারের পানে চাহিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন "এ সমস্ত ব্যাপার কি, আর্ল?—লিষ্টার! তোমার শৌর্য্যে, বীর্য্যে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া, আমি অপর সাধারণ প্রজাপুঞ্জ অপেক্ষা, তোমাকে, আমার গৌরবান্বিত সিংহাসনের একটু অধিকতর সান্নিধ্যে আসিতে দিয়াছি, বটে! কিন্তু,

ইংলণ্ডের অতি দীনতম প্রজার চক্ষুকে-ও, তাহার ন্যায্য প্রাপ্য, রাজানুগ্রহরূপ-সূর্য্যালোক হইতে, আবৃত করিবার অধিকার তোমাকে দিই নাই। তবে, তুমি কোন্ সত্ত্বে, কি অধিকার-বলে, আমার কর্ম্মচারিগণের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিতে যাও ?— বল ! আমি ইংলণ্ডের একমাত্র অধিশ্বরী। আমি জীবিত থাকিতে, এখানে কোন অধীশ্বরের-ই আজ্ঞা চলিবে না। শুন লিষ্টার ! বোইয়ার তাহার কর্ত্তব্য-পালন করিয়াছে। তাহাতে, যদি তুমি রুষ্ট হইয়া থাক, সে রোষ, তোমার মনে মনেই থাকুক। যদি, সেই রোষের ফলে বোইয়ারের একগাছি কেশমাত্র স্পর্শিত হয়, তাহা হইলে জানিয়া রাখ, আর্ল ! ইংলণ্ডেশ্বরীর রোষবহ্নিতে, তোমাকে, সানুচর পতঙ্গের মত, দগ্ধ হইতে হইবে। যাও বোইয়ার ! তোমার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছ। প্রতিহারীর জন্য, এ স্থান নয়।”

লিষ্টার, নির্ব্বাক-ভাবে গিয়া, নিরূপিত আসন গ্রহণ করিলেন। বোইয়ার, পুনরায় প্রণাম করিয়া, আপনার কর্ত্তব্য পালন করিতে চলিয়া গেল।

এই ঘটনায়, সাসেক্স ও তাঁহার পক্ষীয় লোকদিগের বদনে, একটু বিদ্রূপ-মিশ্রিত হাসির রেখা দেখা দিল। রাজ্ঞী এলিজাবেথের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তাহা এড়াইতে পারিল না। তাঁহার সমদর্শিনী প্রজ্ঞা, তখন-ই, সে টুকু সাসেক্সকে বুঝাইয়া দিল।

ধীর গম্ভীর স্বরে, তিনি সাসেক্সকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “আমি, লিষ্টারকে যে কথা বলিলাম, শুন সাসেক্স ! তোমাকে-ও সেই কথাই বলিতেছি। আমার ইচ্ছা ইহা নহে—যে, লিষ্টারের,

অথবা তোমার, অথবা, যে কোন-ও ইংলণ্ডেশ্বরীর সামান্য প্রজার পৃষ্ঠপোষক বা অনুচরগণ আসিয়া, ইংলণ্ডের গৌরবান্বিত রাজ-দরবারে প্রভুত্ব দেখাইবার চেষ্টা করে।”

সাসেক্স কহিলেন “মহিমান্বিতা সম্রাজ্ঞি! আমার দলবল, যুদ্ধক্ষেত্রে, প্রভুত্ব করে। রাজদরবারে নহে।”

(রাজ্ঞী, তাহার কথায় বাধা দিয়া, কহিলেন “শুনুন আর্ল! ইংলণ্ডেশ্বরী, তাহার কথায় প্রতিবাদ শুনিতে চাহে না। আপনি, মাইলর্ড লিষ্টারের নিকট, রাজদরবারে কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, কি প্রকারে কথাবার্ত্তা কহিতে হয়, তাহা, শিক্ষা করিবেন। মাইলর্ড লিষ্টার! আর্ল অফ সাসেক্স! আপনারা, উভয়ে-ই, মনোযোগ-পূর্ব্বক শুনুন। আমি, আপনাদের দুই জনকে-ই বলিতেছি—যে, আপনাদের পরস্পরের মধ্যে, যে মনোমালিন্য আছে, তাহা ঘুচাইয়া লউন। আমার পূজনীয় পিতৃ-পিতামহগণ, এই জন্যই, অভিজাত-বর্গকে অধিক পরিমাণে স্থায়ীসৈন্য অথবা অস্ত্রধারী পারিপার্শ্বিক রাখিতে দিতেন না। তাঁহারা পুরুষ ছিলেন। আমি রমণী! কিন্তু, আপনারা মনে রাখিবেন, আর্ল! আমি সম্রাট অষ্টম হেনরীর কন্যা। তাঁহার-ই রাজদণ্ড আমার হাতে। সে দণ্ড, কখন-ই, সূত্রবয়ন-দণ্ডে পরিণত হইবে না। ইহা স্থিরতম সত্য!”)

লিষ্টার কহিলেন “সম্রাজ্ঞি! আপনি, সম্মানের প্রস্রবণ নামে প্রথিতা। আমার বংশ-সম্মান, আমার আত্মসম্মান অক্ষত রাখিয়া, আমাকে যে আজ্ঞা করিবেন, আমি যুক্ত-করে মুক্ত-প্রাণে, দেবতার প্রত্যাদেশের ন্যায়, সেই আজ্ঞা পালন করিতে প্রস্তুত আছি।

কিন্তু, ইংলণ্ডেশ্বরীর ন্যায়নিষ্ঠ সিংহাসনতলে, আমার একটিমাত্র বক্তব্য আছে। তাহা এই—যে, এই বিবাদের কারণ, মহারাজ্ঞি! আমি নহি—মাইলর্ড সাসেক্স। যতদিন, না তিনি, আমার সহিত, প্রকাশ্যভাবে, এই শত্রুতাচরণ করিয়াছিলেন, আমি, ততদিন, মুখ বুজিয়া, সহ্য-ই করিয়াছিলাম।"

সাসেক্স কহিলেন "মহিমান্বিতা সম্রাজ্ঞি! আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য! কিন্তু, আমার-ও একটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে। আমি, কিসে, মাইলর্ড লিষ্টারের সহিত, শত্রুতাচরণ করিয়াছি,—তাহা-ই, আমি জানিতে চাই। যদি, আমি তাঁহার বিরুদ্ধে, কোন-ও মিথ্যা রটনা করিয়া থাকি, তবে, আমার সহিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে, তিনি, সেই অন্যায়ের প্রতিশোধ লইতে পারেন।"

লিষ্টার কহিলেন "বয়ঃকনিষ্ঠ বলিয়া, লিষ্টারকে-ও, যুদ্ধ-বিদ্যায় অজ্ঞ শিশু বলিয়া, মনে করিবেন না, আর্ল অফ সাসেক্স!"

ক্রুদ্ধস্বরে এলিজাবেথ কহিলেন "আর্লগণ! রাজদরবার সমরাঙ্গণ নহে। যদি আপনারা আত্মসংবরণ না করিতে পারেন, অগত্যা, বাধ্য হইয়া, আপনাদের জিহ্বা সংযমিত করিবার উপায়, আমাকে-ই, অবলম্বন করিতে হইবে। আমার আজ্ঞা—আপনারা উভয়ে, এ-ই মুহূর্ত্তে, মিলনসূচক কর-মর্দ্দন করুন।"

এই আজ্ঞা শুনিয়া, দুই জনেই, একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

এলিজাবেথ, আর-ও উত্তেজিত-স্বরে, কহিলেন "সাসেক্স, আপনাকে অনুনয় করিতেছি। লিষ্টার! তোমাকে আদেশ দিতেছি।"

অবস্থা বুঝিতে, আর, কাহার-ও বাঁকি রহিল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া, আর্লদ্বয় উভয়ে অগ্রসর হইয়া, করমর্দ্দন করিলেন। বিবাদ বাহিরে মিটিল, বটে। কিন্তু, অন্তরের ভাঙ্গা জোড়া লাগিবে, কোন মন্ত্রে? দরবারের প্রথম পর্ব্ব শেষ হইল। এক্ষণে, দ্বিতীয় পর্ব্ব আরব্ধ হইল।

রাজ্ঞী, লিষ্টারকে সম্বোধন করিয়া, কহিলেন, "মাইলর্ড লিষ্টার! ভার্ণি-নামে আপনার কি কোন অনুচর আছে?"

"আছে, রাজ্ঞি!"

"এই ভার্ণি, সার হিউ রবসার্টের কন্যাকে, ভুলাইয়া বাহির করিয়া আনিয়াছে, বলিয়া, সেই রমণীর পিতা, আমার নিকট, অভিযোগ আনিয়াছেন। এ—কি—মাইলর্ড লিষ্টার! আপনার মুখ, অকস্মাৎ, এমন ছাইয়ের মত, বিবর্ণ হইয়া গেল কেন?"

লিষ্টার অপ্রতিভভাবে উত্তর দিলেন "কই!—না সম্রাজ্ঞি!"

এলিজাবেথ, তাড়াতাড়ি সিংহাসন হইতে নামিয়া, লিষ্টারের নিকট আসিয়া কহিলেন, "মাই লর্ড! তুমি, নিশ্চয়-ই, সহসা, অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছ। কে আছ?—শীঘ্র ডাক্তার ডাক। আর্ল! তোমার অনুচরের বিরুদ্ধে অভিযোগ। তাহাতে, তোমার উদ্বেগের কোন-ই কারণ নাই। যে, পক্ষীরাজ গরুড়কে ধরিবার জন্য, পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিচরণ করে, তাহার কি, নীচে, পর্ব্বত-সানুদেশে, ক্ষুদ্র মৎস্যরঙ্কের খবর লইলে চলে? আকাশের চাঁদ ধরিতে যাহার প্রয়াস, খদ্যোতিকার ক্ষুদ্র জ্যোতি দেখিয়া কি, সে

কখন-ও মুগ্ধ হয়? আশ্বস্ত হও, আর্ল! তুমি, যে, এ ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গও জান না—তাহা, আমি বেশ জানি।”

সাসেক্স, চুপি-চুপি, রেলের কাণে-কাণে, কহিলেন “ব্যাপার দেখিলে তো! শয়তান উহার সহায়।”

রেলে কহিলেন “চুপ করুন, মাইলর্ড! দেখুন, এখনি ই স্রোত ফিরিবে, কিছু চিন্তা নাই।”

রেলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ঠিক ধরিয়াছিল। তাহার অনুমান, ঠিক-ই হইয়াছিল। রাজ্ঞী, মুহূর্ত্তমাত্র, যেন, কি চিন্তা করিয়া-ই, বলিয়া উঠিলেন “অথবা, মাই লর্ড! ইহার মধ্যে, কোন নিগূঢ় রহস্য নিহিত আছে, না—কি? কোথায় সেই ভার্ণি? শীঘ্র, তাহাকে, এখানে লইয়া আইস। আর, এই আবেদন-পত্রে, অভিযোক্তার পক্ষ-সমর্থনের জন্য, একজন ট্রেসেলিয়ানের নাম দেখা যাইতেছে। তাহাকে-ও, আমাদের সমক্ষে, হাজির কর।”

রাজ্ঞীর আদেশ, অবিলম্বে, পালিত হইল। ট্রেসেলিয়ান ও ভার্ণিকে, রাজ্ঞী-সমক্ষে, উপস্থাপিত করা হইল। ভার্ণি চতুর। সে আসিয়া, একবার, আপনার প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। দেখিল, তাঁহার চিন্তাকুলিত মুখ ধরাতল-লগ্ন। পরে, একবার রাজ্ঞীর মুখের দিকে চাহিল। দেখিল, তাঁহার মুখ, কাল-বৈশাখী সন্ধ্যায়, ঝটিকো-দ্গমের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে, আকাশের চেহারা যেরূপ হয়, সেইরূপ। ভার্ণি অসীমসাহসী। সে মরিয়া। সে প্রত্যুৎপন্নমতি। সে ভয়ানক চতুর। কৌশলী নাবিক, যেমন, ঝটিকা উঠিলেই, স্থির করিয়া লইতে পারে, নৌকা স্রোতের কোন্ দিকে রাখিলে

বিপদ কম, ভার্ণি-ও তেমনই, তখনই ঠিক করিয়া লইল, কিসে সে সেই বিপদের হাত এড়াইতে পারিবে।

রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার বিরুদ্ধে, এই অভিযোগ কি সত্য?"

"সম্রাজ্ঞি! অভিযোগ যে একেবারে মিথ্যা—তাহা নহে। আমার সহিত, এমির দুই-চারি-খানি প্রণয়লিপি চলিয়াছিল, সত্য।"

"তুমি, সরলভাবে, তাহার পিতার নিকট, তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলে না, কেন?"

"মহিমময়ি লোকপালিকা! তাহাতে কোন ফল হইবে না—জানিয়া। এই যুবতীর পিতা, তাহাকে, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, ট্রেসেলিয়ান-নামক জনৈক ভদ্রলোকের সহিত, বিবাহ দিবেন বলিয়া, অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।"

"তবে, তুমি কি অধিকারে, তাহাকে তাহার পিতার গৃহ হইতে, বাহির করিয়া আনিলে?"

"রাজরাজেশ্বরি! মানুষ-মাত্রেই অসম্পূর্ণ, ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। বিশেষতঃ, প্রণয় ব্যাপারে। মহারাজ্ঞীকে, সে কথা, বুঝান অসম্ভব। কারণ, তিনি মানব হইলে-ও দেবতা—দেবতার ন্যায় পূর্ণ, দেবতার ন্যায় ভ্রমপ্রমাদশূন্য।"

"তাহা হইলে, এই রমণীর প্রতি, তুমি অনুরক্ত?"

ভার্ণি মৌন রহিল।

রাজ্ঞী জিজ্ঞাসিলেন, "এই রমণী, কি তোমাকে, ভালবাসে?"

"তাহা না হইলে, জননি! সে, তাহার পিতৃগৃহ, সুখ, সম্পদ, সব ছাড়িয়া, আমার সহিত, আসিবে কেন?"

"তুমি কি, এই রমণীকে, বিবাহ করিয়াছ?"

একটু নীরব থাকিয়া, ভার্ণি উত্তর দিল "হাঁ সম্রাজ্ঞি!"

লিষ্টার, আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার রুদ্ধ ওষ্ঠ, আর, হৃদয়ের আবেগ চাপিয়া রাখিতে পারিল না। তিনি বলিয়া উঠিলেন "শঠ! মিথ্যুক্!"

রাজ্ঞী, তাহা লক্ষ্য করিয়া, কহিলেন "মাই লর্ড! আপনার ক্রোধ হইতে, এই নির্দ্দোষী প্রজাকে রক্ষা করিতে, এখন, আমরা ন্যায়তঃ বাধ্য। আপনি রুষ্ট হইবেন না। আমাদের, আর-ও কয়েকটি কথা, তাহাকে জিজ্ঞাস্য আছে। যুবক! আমার দিকে চাও—সত্য কথা বলিও—তোমার এই প্রণয়-ব্যাপার ও কার্য্য-কলাপ, কি তোমার প্রভু, কিছু জানিতেন? সত্য বলিও—তোমার কোন ভয় নাই।"

"মহারাজ্ঞি! ঈশ্বরের দিব্য করিয়া বলিতেছি—যে, আমার প্রভু-ই, এই সকল ঘটনার, মূল কারণ।"

লিষ্টার আবেগভরে রুদ্ধ-কণ্ঠে অস্পষ্ট-ভাবে, কহিলেন "দুষ্ট!—আমাকে, একেবারে, মজাইলি!"

রাজ্ঞী কহিলেন "বল! বল!—থামিও না। এখানে, আমা ব্যতীত, অন্য কাহার-ও আজ্ঞা চলিবে না।"

"আপনি সর্ব্বশক্তিশালিনী জগন্মাতা!—আপনার নিকট, আমার মত, ক্ষুদ্র প্রজার গোপনীয় কি আছে? কিন্তু সম্রাজ্ঞি!

আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন, আমি কিছুতেই, আমার প্রভুর সম্বন্ধীয় কোন-ও গোপনীয় বিষয়, একমাত্র আপনি ভিন্ন, অন্য কাহার-ও নিকট, প্রকাশ করিতে পারিব না। তাহা করিবার পূর্ব্বে, বরং নিজ হস্তে, এই রসনাকে ছিন্ন করিয়া ফেলিব।"

রাজ্ঞী, তাঁহার পার্শ্বস্থ সকলকে কহিলেন "তোমরা সকলে, ক্ষণকালের জন্য, দূরে অবস্থান কর।"

পার্শ্বস্থ সকলে দূরে গেলে, রাজ্ঞী কহিলেন "এক্ষণে বল, তোমার প্রভু, কিসে, এই ঘটনার মূল?"

"মহারাজ্ঞি! আমার প্রভুর ন্যায়, সদাশয় উদারচেতা লোক পৃথিবীতে দুর্ল্লভ। কিন্তু, গত কয়েক মাসের মধ্যে, তাঁহার চিত্তে, একটা ভয়ানক ভাবান্তর দেখা যাইতেছে। কয়েক মাস হইতে, তাঁহার আহারে রুচি নাই, বিহারে আকাঙ্ক্ষা নাই, বিশ্রামে শান্তি নাই, রজনীতে নিদ্রা নাই, কার্য্যে মনোযোগ নাই। সর্ব্বদাই, তিনি হতাশভাবে আকাশপানে চাহিয়া থাকেন। আর, মাঝে-মাঝে, নির্জ্জনে বসিয়া, আপন মনে, কি বিড়-বিড় করিয়া বকেন। কখন-ও বা, বুকের পকেট হইতে, একটি কেশের গুচ্ছ বাহির করিয়া, তাহাতে সহস্র চুম্বন করেন; করিতে করিতে, হর্ষে অধীর হইয়া সংজ্ঞা হারান। আমরা-ও, প্রভুর এই মানসিক বিকারের সুযোগ লইয়া, এই সব প্রণয় ব্যাপারে লিপ্ত হইতে পারিয়াছি। সেইজন্য ই বলিতেছিলাম—যে, আমাদের প্রভুর, ভৃত্যের প্রতি, শাসনের অভাব-ই—ভৃত্যদিগের পতনের মূল কারণ।"

"ওঃ!—এই অর্থে, তোমার প্রভু অপরাধী?"

"নিশ্চয় সম্রাজ্ঞি! ইহা ভিন্ন, আর, তাঁহার অন্য কোন দোষ-ই নাই। দেবি! একবারমাত্র, উঁহার দিকে চাহিয়া দেখুন! যে উজ্জ্বল বীরত্বব্যঞ্জক মুখচ্ছবি দেখিলে, বীরের হৃদয়-ও কাঁপিয়া উঠিত, আজ, তাহা শীর্ণ, খিন্ন, অতি-দীনভাবাপন্ন ও মলিন।"

"সেই কেশগুচ্ছটি কাহার—তুমি জান, নফর?"

"না সম্রাজ্ঞি! তবে, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, সেই কেশ-গুচ্ছে, একটী হীরকখচিত সুবর্ণনির্ম্মিত পদক ঝুলান আছে।"

এলিজাবেথের গণ্ডযুগ লাল হইয়া উঠিল, তিনি মনে করিলেন —এত, তাঁহারই কেশগুচ্ছ—তাঁহারই প্রদত্ত উপহার!

রাজ্ঞী জিজ্ঞাসা করিলেন "সেই কেশগুচ্ছটির রং কিরূপ?"

"দেবি! তাহার রং—মিনার্ভার হস্তপ্রসূত সুবর্ণতন্তুগুচ্ছের মত। অথবা, বসন্তসন্ধ্যায় অস্তমান অংশুমালীর ধূসরতা-সংমিশ্রণে-মন্দীভূত হেমরশ্মির ন্যায়।"

"কবি! তোমার জম্‌কাল অলঙ্কারের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিলাম না। সাদা কথায় বল—যে, সেই কেশ-গুচ্ছটি, এই যে রমণীগণ, এখানে উপস্থিত আছেন, ইহাদের মধ্যে, কাহার কেশের মত?"

"ইঁহাদের কাহার-ও কেশের সহিত, তাহার তুলনা হয় না। কেবল, একজনের কেশের সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে। সেই মহিমান্বিত মস্তক, এত উচ্চে অবস্থিত, মহারাজ্ঞি! যে, সে দিকে, চাহিবার সাহস আমার নাই—ক্ষুদ্র প্রজা-মাত্র আমি!"

এলিজাবেথ নিশ্চিন্ত হইলেন—যে, এ তাঁহারই কেশগুচ্ছ। আর্ল, তাহা হইলে, তাঁহার উপর বিশেষ অনুরক্ত। একজন পরম রূপবান গুণবান্ ঐশ্বর্য্যশালী সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবক, একজন নারীর প্রতি, উন্মত্তের ন্যায়, অনুরক্ত—ইহা জানিলে, কোন্ নারীর হৃদয় না আনন্দে নাচিয়া উঠে? এলিজাবেথ, রাণী হইলেও রমণী!

এমি ভার্ণির বিবাহিত পত্নী, ইহা স্থির করিতে, যে, আর কোন প্রমাণ-গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে, রাজ্ঞী তাহা মনে করিলেন না। তবে, রমণীর পিতার পক্ষ হইয়া, যখন, ট্রেসেলিয়ান এই বিবাহ অবৈধ সপ্রমাণিত করার জন্য, নির্ব্বন্ধাতিশয্য দেখাইতে লাগিলেন, তখন উভয় পক্ষকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য, ইংলণ্ডেশ্বরী এক অদ্ভুত রাজনৈতিক চাল্ চালিয়া. কহিলেন "এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে, এমিকে, আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করা প্রয়োজন। আগামী সপ্তাহে, মাই লর্ড লিষ্টারের অধিকৃত কেনিলওয়ার্থ-দুর্গে, আমরা আতিথ্য-গ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছি। আমাদের ইচ্ছা যে, সেইখানে, এই বিষয়ের মীমাংসা হইবে। মাই লর্ড লিষ্টার! তোমার অনুচর, যেন, তাহার পত্নী এমিকে লইয়া, তথায় যথা-সময়ে উপস্থিত থাকে। মাই লর্ড সাসেক্স! আপনি ও মাষ্টার ট্রেসেলিয়ান-ও, সেই সময়ে, কেনিলওয়ার্থ-দুর্গে উপস্থিত হইবেন।"

সে দিনের মত দরবার ভঙ্গ হইল।

# অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

দরবার হইতে ফিরিয়া আসিয়া, লিষ্টার, কেবল-মাত্র, বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তখনই, একজন পরিচারক গিয়া সংবাদ দিল, যে ভার্ণি, তাঁহার সহিত, সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। আর্ল, পরিচারককে, ইঙ্গিতে, তাহাকে পাঠাইয়া দিতে বলিলেন।

ভার্ণি আসিয়া, যথারীতি, প্রণতিপূর্ব্বক কহিল "প্রভু! আজ, আপনি, আপনার প্রবল শত্রুকে, যেরূপ পরাজিত ও অপমানিত করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, যে আজিকার ঘটনা, তাহারা অনেক কাল স্মরণ রাখিবে।"

"ভার্ণি! তোমার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে, আমার আপাততঃ জয়লাভ হইয়াছে বটে। কিন্তু, মিথ্যা-কথা কয় দিন টিঁকিবে?"

"কি করি? মিথ্যা না বলিলে, আপনাকে বাঁচাই কি করিয়া?"

"কি হৃদয়হীন পশু—আমি! আমি, নিজের সম্মান রক্ষা করিতে গিয়া, যে আমাকে প্রাণের অপেক্ষা অধিক ভালবাসে, তাহার সম্মানের দিকে, একটিবার-মাত্র, ফিরিয়া-ও চাহিলাম না। আমার আত্মোন্নতির জন্য, একজন সরলা অবলাকে বলি দিলাম।"

"তাহা নহে প্রভু! বলুন—যে, একজন সরলা অবলার প্রতি, অত্যধিক আসক্তির জন্য,—কোন-ও দিন, এই সুবিশাল রাজ্যের

৯

রাজা হওয়ার আশাটিকে, আমি, পদাঘাতে ভাঙ্গিয়া দিতেছিলাম। চিরাশ্রিত কিঙ্কর ভার্ণি, আমাকে, সেই বিপদ হইতে, বাঁচাইয়া দিল।"

"ভার্ণি! তুমি উন্মাদ! তুমি প্রলাপ বকিতেছ। আর, পত্নীর প্রসাদস্বরূপ, ভিক্ষালব্ধ রাজমুকুটের চেয়ে, সামান্য ভিক্ষাজীবীর-ও সম্মান, কি অধিকতর নয়, ভার্ণি? আহা, এমি! সরলা! তুমি জগতের সমক্ষে, লিষ্টারের ধর্ম্মপত্নীরূপে পরিচিতা হ'তে, কতই না আশা করেছিলে?"

"আমি, রাণীর সমক্ষে, সত্য ঘটনা প্রকাশ কর্‌লে, কি ভাল হত, প্রভু?"

"ভাল হত না, সে কথা ঠিক বলেছ, ভার্ণি! তুমি, সে সময়ে, অসামান্য প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়াছ, সত্য! কিন্তু, কেনিল ওয়ার্থে, তো, এমিকে নিয়ে যেতেই হবে। রাণীর হুকুম।"

"যাতে, তাঁকে, সেখানে না নিয়ে যেতে হয়, তার একটা মতলব বাহির কর্ত্তে হবে। প্রভু! এখন, আমার যদি, আর কিছু কাজ না থাকে, তা হলে, আমি বিদায় হতে পারি?"

"তুমি স্বচ্ছন্দে যাইতে পার, ভার্ণি! তোমার, এখন, আর কোন কাজ-ই নাই। যাবার সময়, জ্যোতিষী এলেস্‌কো-কে, আমার কোষ্ঠীখানা নিয়ে, একবার এখনি, আমার নিকট, পাঠিয়ে দাও।"

ভার্ণি চলিয়া গেল। আর্ল, আপন মনে, বলিতে লাগিলেন "আমার পক্ষে, পৃথিবীর সব রাস্তা-গুলিই অন্ধকারময়। এখন দৈবের সাহায্য ভিন্ন, আর আমার উদ্ধারের উপায় নাই।"

আর্লের কোষ্ঠী-হস্তে, বৃদ্ধ জ্যোতিষী এলেস্কো আসিয়া, ধীরে ধীরে, কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

আর্ল কহিলেন "এলেস্কো! তোমার গণনা ভুল। কই! সাসেক্স ত' আরাম হইয়া উঠিয়াছে।"

"বৎস! আমি ত' বলি নাই—যে, সাসেক্স মরবে।"

"তা হলে, কি তোমার গণনা?"

"গণনা অভ্রান্ত, গণনা ঠিক। কিন্তু, আর্ল! গণনায়, বিধিলিপি খণ্ডিত হয় না। আমি, যে কোষ্ঠীখানি বিচার করে দিয়েছিলাম, তাতে, জাতকের ষষ্ঠ-স্থানে, শনি ও মঙ্গল, এই দুইটী কু-গ্রহের পূর্ণ দৃষ্টি থাকায়, সঙ্কটাপন্ন পীড়া সূচিত হচ্ছিল। শঙ্কটাপন্ন পীড়ার ফল—প্রায়শ, মৃত্যু। জাতকের, সঙ্কটাপন্ন পীড়া হয়েছিল কি না—বল ত, বৎস?"

"তা হয়েছিল।"

"তবে, আমার গণনা ভ্রান্ত—কি করে, বলছ?"

"তা ঠিক। সে অর্থে, তোমার গণনা, অনেকটা, সত্য হয়েছে, বটে! যা হ'ক এলেস্কো! আমার, যে কোষ্ঠী প্রস্তুত করতে, তোমাকে, বলেছিলাম। তা প্রস্তুত করেছ?"

"হাঁ, বৎস!"

"কই, দেখাও দেখি।"

"এই দেখ, পুত্র! এ-ই তোমার ভাগ্যস্থান—বৃহস্পতির পূর্ণ দৃষ্টিতে উজ্জ্বলিত। এই স্থানে, শনি ও রাহুর আংশিক দৃষ্টি

থাকায়, ভয় ও বিপদ সূচিত হ'চ্ছে। কিন্তু, দেবগুরুর মঙ্গলময় শক্তিতে, তাহা ক্ষণিকের জন্য।"

"বলিয়া যাও। আমার ভবিষ্যৎ-জীবনের ঘটনা, তুমি, যত-দূর বলিতে পার, বল।"

"বুধাদিত্য যোগে, এই সূচনা করিতেছে—যে, তুমি একচ্ছত্র সম্রাট হবে।"

"পিতা! আমার সঙ্গে, পরিহাস করছ?"

"না, বৎস! পরিহাস নয়—গণনা অভ্রান্ত।"

"তবে, পশ্চিম প্রদেশ থেকে, তোমার দুই-জন প্রবল শত্রু আসবে।"

"ডেভন্ ও কর্ণ্ওয়াল্, দুই-ই পশ্চিম। ট্রেসেলিয়ান আর রেলে। ঠিক বলেছ, এলেস্কো! তোমার গণনা অভ্রান্ত। তুমি, এক্ষণে, বিদায় হও। আমি, তোমাকে, উপযুক্ত পারিতোষিক পাঠিয়ে দিব।"

জ্যোতিষী, তাহার খুঙ্গী-পুঁথি লইয়া, ধীরে ধীরে, প্রস্থান করিলেন। আর্ল, বিশ্রামের জন্য, নিজ শয়ন-কক্ষে গেলেন।

# ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

এমি রবসার্টকে, কেনিলওয়ার্থে, লইয়া গেলে, সে, নিশ্চয়-ই, রাজ্ঞীর সমক্ষে, সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া দিবে। ভার্ণির সমস্ত ষড়যন্ত্র, সমস্ত মিথ্যাকথা, বাহির হইয়া পড়িবে। লিষ্টারের-ও ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত হইবে। অথচ, রাজ্ঞীর আজ্ঞা—অমান্য করিলে-ও, বিপদ। ভার্ণি, বিষম গোলযোগে পড়িল। শেষে, এক পৈশাচিক উপায় ঠাওরাইয়া, সে, পিশাচের ন্যায়, হাসিয়া উঠিল।

ষড়যন্ত্রকারী লোকদিগের হাতে, অনেক কু লোক থাকে। তাহা না হইলে, ষড়যন্ত্র চলে না। ভার্ণির হাতে, এক বৃদ্ধ ইহুদী বৈদ্য ছিল। সে বিষ প্রস্তুত করিতে জানিত। পাঠক, বোধ হয়, বুঝিতে পারিয়াছেন—যে, সাসেক্সকে, যে বিষ-প্রয়োগ করা হইয়াছিল, তাহার-ও মূল ছিল, এই ভার্ণি। ভার্ণি, এক্ষণে, স্থির করিল, এমিকে, বিষ-প্রয়োগে, হত্যা করিতে হইবে। তৎক্ষণাৎ, বৃদ্ধ ডুবুবিকে, কামনর প্লেসে, পাঠাইয়া দিবার বন্দোবস্ত হইয়া গেল। ডুবুবি, তাহার পৈশাচিক ব্যবসায়ের সাজ সরঞ্জাম লইয়া, কামনর-প্লেস অভিমুখে রওনা হইল।

পাঠকের, বোধ হয়, স্মরণ আছে—যে, এই ডাক্তার ডুবুবি ই ওয়েল্যাণ্ডের শিক্ষাগুরু। ওয়েল্যাণ্ড, তাহার-ই পুঁথি হইতে, নানারূপ বিষের প্রতিষেধক ঔষধগুলির নাম ও প্রস্তুত-প্রণালী শিখিয়া লইয়াছিল।

ওয়েল্যাণ্ডের, এক স্থলে, মন টিকিত না। বা, এক ব্যবসায়, সে অধিক দিন চালাইতে পারিত না। সাসেক্সের সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভের পরেই, ট্রেসেলিয়ানের সহিত, তাহার ছাড়াছাড়ি হইয়াছিল। তখন, সে, ভ্রমণকারী বস্ত্র-ও-মণিহারী-দ্রব্য-বিক্রেতার ব্যবসায় আরম্ভ করিল। আর, সেই সূত্রে, একবার, এমি রবসার্টকে দেখার-ও, প্রবল বাসনা, তাহার হৃদয়ে, জাগিয়া উঠিল।

কাম্‌নর গ্রামে, গাইল্‌সের আশ্রম ই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, সুলভ ও আরামের। সেই জন্য, ওয়েল্যাণ্ড, আশ্রয় লাভের আশায়, সেই খানেই গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে উপস্থিত হইয়াই, সে দেখিল, যে, একজন অশীতিপর বৃদ্ধ, ধীরে ধীরে, পান্থ-নিবাস হইতে বাহির হইয়া, বরাবর সোজা রাস্তা ধরিয়া, কাম্‌নর-প্লেস্‌-অভিমুখে যাইতেছে। তাহার পশ্চাতে, একজন বাহকের মস্তকে, একটি পুঁট্‌লি। ওয়েল্যাণ্ড, দেখিবামাত্রই, তাহাকে চিনিল—ইনি-ই তাহার গুরু, ডাক্তার ডুবুবি। কাম্‌নর-প্লেস-অভিমুখে, তাহার গমনের অভিসন্ধি বুঝিতে-ও, ওয়েল্যাণ্ডের বিলম্ব হইল না। সে, বৃদ্ধের উপরে, একটা উপর-চাল দিতে হইবে, ঠিক করিয়া, অপর রাস্তা দিয়া, ডুবুবির পৌঁছিবার পূর্ব্বে ই্‌ কাম্‌নর প্লেসে গিয়া উপস্থিত হইল।

ওয়েল্যাণ্ড, কাম্‌নর প্লেসের নিকটে গিয়া, খুব উচ্চৈঃস্বরে হাঁকিতে লাগিল "শাড়ী চাই—লেস্‌ চাই—এসেন্স, সাবান, খোস্‌-বাই—চাই।" প্রায় ছয়মাস গত হইয়াছে, এমি, এই প্রাসাদ-কারাগারে আবদ্ধ রহিয়াছেন। এখানে, তিনি, রাণীর ন্যায় ঐশ্বর্য্যে, ঐশ্বর্য্যবতী।

কিন্তু, তাহার স্বাধীনতা নাই—তাহার যথেচ্ছ-গমনের ক্ষমতা নাই। এই ছয়মাসের মধ্যে, তিনি, একদিন-ও, ফেরিওয়ালার ডাক শুনেন নাই। আজ, ফেরিওয়ালার ডাক শুনিয়া, তাহার নিকট হইতে, প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় কতকগুলি জিনিস পত্র কিনিবার, তাহার বড়ই সাধ হইল।

এমি, জেনেটকে কহিলেন "সখি! ঐ ফেরিওয়ালাটিকে ডাকিয়া আন, দেখি!"

জেনেট কহিল "ফেরিওয়ালার জিনিসে, আপনার কি দরকার, সখি? আপনি, সামান্য ইচ্ছা মাত্র প্রকাশ করলে, ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দোকানের জিনিসে, আপনার ঘর ভরে যাবে।"

এমি কহিলেন "ফেরিওয়ালার কাছে, নিজে পছন্দ করিয়া, বাছিয়া জিনিস লওয়া—এক। আর, দোকান হইতে, অপরের দ্বারা, আনীত জিনিস, বহুগুণে, অধিকতর মূল্যের হইলে-ও, ঠিক তেমনটি, হয় না।"

"তা বটে। কিন্তু, আমার পিতা, একথা শুনিলে, যদি কিছু বলেন।"

"তিনি কি বলিবেন, জেনেট? তিনি, তোমার পিতা। আমার পিতা নহেন। আমার উপর, প্রভুত্ব-ও, তাহার চলিবে না।"

"দেবি! অনর্থক, এই অপরিচিত লোকটিকে, ভিতরে ডাকাইয়া, একটা গোলযোগ বাঁধাইবেন না। বরং, আপনার যাহা-যাহা দরকার, আজ, পত্রে লিখিয়া দিলে, আর্ল, দুই-এক দিন মধ্যেই, রাজধানী হইতে, তাহা পাঠাইয়া দিবেন!"

"জেনেট! তুমি, আমার আজ্ঞা পালন করিবে কি না—বল? তাহা না হইলে, আমি নিজে ই, উহাকে গিয়া ডাকিয়া আনিব।"

"ঠাকুরাণী! আপনি দাঁড়ান্! আমি ই উহাকে ডাকিতেছি।"

জেনেট গিয়া ওয়েল্যাণ্ডকে ডাকিয়া আনিল। ওয়েল্যাণ্ড্ আসিয়া, পুঁটুলি খুলিয়া বসিল। এমি, বালিকার মত সরলতায়, প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া, তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। ফেরিওয়ালারা, সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়া, জিনিস বিক্রয় করে। বড় বড় সহরে, ছোট ছোট গ্রামে, তাহাদের গতি, সর্ব্বত্র-ই। সব যায়গার খবর, তাহারা, রাখে। কথায় কথায়, ওয়েল্যাণ্ড কহিল,—সে অল্প কয়দিন হইল, রাজধানী হইতে আসিতেছে, সেখানে শুনিয়া আসিয়াছে—যে, আগামী সপ্তাহে, লিষ্টারের অধিকৃত কেনিলওয়ার্থ-দুর্গে, রাজ্ঞী এলিজাবেথ, কয়েক দিনের জন্য, আতিথ্য গ্রহণ করিবেন। তাহার-ই বিস্তৃত ও বিরাট আয়োজন হইতেছে। সহরের যত পণ্যবিক্রেতা, সেখানে গিয়া, দোকান খুলিবার ব্যবস্থা করিতেছে। যত নট, গায়ক, বাদকগণ সেখানে গিয়া, নাচগান করিবার জোগাড় করিতেছে। ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথ, এমির-ই নিজের আলয়ে, অতিথি হইতে যাইতেছেন, অথচ, সে কথা রাজ্ঞী-ও, জানেন না! এমির-ও, সে কথা, প্রকাশ করিবার যো নাই! কারণ, তাহার স্বামীর নিষেধ। পতিব্রতা, আপনার মনের কষ্ট, মনের মধ্যে-ই, চাপিয়া রাখিয়া দিলেন।

কথায় কথায়, ওয়েল্যাণ্ড কহিল "এবার, কেনিলওয়ার্থ-প্রাসাদে, অচিরেই, একটি রাজকীয় বিবাহ-ও অনুষ্ঠিত হইবে।"

এমি, চমকিয়া উঠিয়া, কহিলেন "কাহার বিবাহ ?"

ওয়েল্যাণ্ড কহিল "ইংলণ্ডেশ্বরী রাণী এলিজাবেথের।"

এমি, উৎসুক-ভাবে, জিজ্ঞাসা করিলেন, "বর কে ?"

ওয়েল্যাণ্ড কহিল "বর—স্বয়ং আর্ল অফ লিষ্টার।"

এমিকে, যেন, এক সঙ্গে, সহস্র বৃশ্চিকে দংশন করিল। যেন, তাহার শিরে, সহস্র বজ্র পতিত হইল। তিনি, চীৎকার করিয়া, ভূমে পতিত হইলেন। বাণবিদ্ধা কুররীর ন্যায়, যন্ত্রণায়, ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন।

ওয়েল্যাণ্ড, আর, সেখানে বেশীক্ষণ থাকা, সমীচীন বলিয়া বোধ করিল না। ফষ্টর আসিয়া পড়িলে, তাহার সমস্ত কৌশল প্রকাশ হইয়া পড়িবে, এই ভয়ে, সে, শীঘ্র শীঘ্র, জিনিস-পত্র গুছাইয়া লইয়া, নিজ প্রাপ্য মিটাইয়া লইয়া, প্রস্থানের উদ্যোগ করিল। প্রস্থানের পূর্ব্বে, একবার, জেনেটকে, তাহার সহিত, গুরু প্রয়োজনে, একাকী, সাক্ষাৎ করিবার জন্য, অনুরোধ করিয়া, সে, পথে, তাহার জন্য, অপেক্ষা করিতে লাগিল। ওয়েল্যাণ্ডের কার্য্যকলাপে, জেনেটের ইতোপূর্ব্বেই, তাহার উপর, একটু সন্দেহ হইয়াছিল। এক্ষণে, ওয়েল্যাণ্ড, তাহাকে, একাকী, গোপনে, সাক্ষাৎ করিতে বলায়, তাহার সেই ধারণা, আর-ও, বদ্ধমূল হইল।

জেনেট আসিয়া, পথে, ওয়েল্যাণ্ডের সহিত, সাক্ষাৎ করিল। ওয়েল্যাণ্ড, আর, ছদ্মবেশ নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়া, জেনেটের নিকট, সকল কথা প্রকাশ করিল। পরে, তাহার কৃত্রিম গুম্ফ-শ্মশ্রু, মুখ হইতে, অপসারিত করিয়া, সে কহিল "সুন্দরি! তুমি, বোধ হয়,

বুঝিতে পারিয়াছ, যে আমি, ব্যবসায়ে, ফেরিওয়ালা নহি। তবে এইটুকু জানিয়া রাখ—যে, আমার এই ছদ্মবেশ-গ্রহণ, কেবল তোমার সখীর জীবন রক্ষার জন্য। তাঁহার বিরুদ্ধে, ভীষণ ষড়যন্ত্র চলিতেছে। আততায়ীরা, তাঁহার প্রাণসংহার করিবার জন্য-ও, প্রস্তুত। আমার কথা, সত্য কি না, তাহা, অচিরে-ই, তুমি, বুঝিতে পারিবে। একজন অশীতিপর বৃদ্ধ, এখন-ই, এখানে আসিবে। সে অতি ভয়ানক লোক। বিষপ্রয়োগে, নরহত্যা করা-ই—তাহার ব্যবসায়। তোমার সখীকে হত্যা করিবার জন্যই, তাহার কাননর-প্লেসে আগমন। কিন্তু, সেই বিষের প্রতিষেধক ঔষধ, আমি জানি। আমার কথায় বিশ্বাস কর। তোমার সখীর, শারীরিক বা অন্য কোন-ও প্রকারের অনিষ্ট সাধন করায়, আমার, কোন-ই লাভ নাই। বরং সমূহ ক্ষতি। এই বটিকা কয়টি লও। আজি হইতে, প্রত্যহ, খাদ্যের সহিত, দুইটি করিয়া বটিকা, তোমার সখীকে খাওয়াইয়া দিবে। দেখিতে পাইবে, যে, পৃথিবীতে যে উগ্রতম বিষ আছে, তাহা-ও, তোমার সখীর শরীরে, কোন-ও কার্য্য করিতে পারিবে না। এই ওষধ, যে, কোন-ও অংশে, শরীরের পক্ষে, অনিষ্টকর নহে—তাহা, আমি, নিজে, সেবন করিয়া দেখাইয়া দিতেছি। এই কথা বলিয়া, ওয়েল্যাণ্ড, একটি মোড়ক খুলিয়া, তিন চারিটি মটরের আকারের বটিকা লইয়া, মুখে ফেলিয়া দিয়া, একটু নাড়িয়া-চাড়িয়া, গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিল। জেনেটের, আর, অবিশ্বাসের কোন-ই কারণ রহিল না।

এই সময়ে, বহির্দ্বারের নিকট, উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনা গেল। ওয়েল্যাণ্ড কহিল "ওই শুন, আমি যাহার কথা বলিতেছিলাম, ওই সেই নরঘাতক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আমি, আর এখানে দেরী করিলেই, ধরা পড়ার সম্ভব। সুন্দরী! এখন বিদায় হই। কোন চিন্তা করিও না। আমার এই প্রতিষেধক ঔষধ, রীতিমত সেবন করাইলে, বিষে কিছুই ক্ষতি করিতে পারিবে না। আবার, সময়ান্তরে, সাক্ষাৎ হইবে।"

সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকিয়া, ওয়েল্যাণ্ড, আস্তে-আস্তে, সেখান হইতে সরিয়া পড়িল: ফষ্টর, একজন মাতালের সহিত, কথাবার্ত্তায় অন্যমনস্ক ছিল। ওয়েল্যাণ্ডের পলায়ন, সে দেখিতে পাইল না।

কিছুক্ষণ পরেই, তিনজন লোক, কথা কহিতে কহিতে, বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। পাঠক চিনিতে পারিয়াছেন, বোধ হয়, এই তিন জন কে কে। বৃদ্ধটি, ওয়েল্যাণ্ডের গুরু, বৈদ্য-ডুবুবি ওরফে জ্যোতিষী-এলেস্কো। প্রৌঢ়টি, এমির কারারক্ষী, জেনেটের পিতা, এণ্টনী ফষ্টর। আর যুবক মাতালটি, পাঠকের পূর্ব্ব-পরিচিত, মাইকেল ল্যামবোর্ণ। মাইকেল ল্যামবোর্ণ, এক্ষণে, লিষ্টারের পৌরবর্গ মধ্যে, একজন। বেশ দু-পয়সা উপার্জ্জন-ও, সে করিয়া থাকে। কিন্তু, উপার্জ্জনাধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে, তাহার মদের খরচ-ও অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছে। কাজে কাজেই, তাহার অবস্থার উন্নতির, কোন লক্ষণ-ই দেখা যায় না।

ভাঙ্গা-ভাঙ্গা জড়ান কথায়, মাইকেল ল্যামবোর্ণ চীৎকার করিয়া কহিল "কি! আমি -মাইকেল ল্যামবোর্ণ! আর্ল অফ

লিষ্টারের অনুচর। আমাকে, কি না, বাড়ী নিয়ে এসে, এত অপমান! এক পিপে মদ নেই—কিছু না—খাতিরের কোন চিহ্ন-ই নেই। আর, তুমি!—টনি ফষ্টর! বদমেজাজী, বদবক্ত, বদ্‌মায়েস!—আমি, তোমার জন্য, খেটে মর্‌ছি। আর, তোমার এখানে এসে, পিপাসায়, আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে। এক গ্লাস মদের, তোমার, জোগাড় নেই।”

ল্যামবোর্ণকে, শান্ত করিতে করিতে, ফষ্টর কহিল, “চুপ কর! চেঁচিও না! লোকে শুন্‌লে কি বল্‌বে?”

“কি, আবার, বল্‌বে? কেন চেঁচাব না? খুব জোর গলা করে বলব, যে তোমরা, একটা স্ত্রীলোককে হত্যা করবার জন্য, এক বুড়ো থুড়্‌থুড়ে বিষ-বৈদ্যকে নিয়ে এসেছ। যদি ভাল চাও, আর, আমার মুখ বন্ধ কর্‌তে চাও—তবে দাও। এক পিপে মদ, এখন-ই দাও। তার কমে হচ্ছে না।”

বৃদ্ধ কহিল “এই লও—আমার নিকট, এক বোতল অতি উৎকৃষ্ট মদ্য আছে। এরূপ মদ ইংলণ্ডে চোলাই হয় না।”

ল্যামবোর্ণ কহিল “না বাবা! তোমার ও জিনিষ, শর্ম্মা মুখে দিচ্ছেন না। বাবা!—তোমার বদনের ঝিঁকে-ঝিঁকে নরঘাতক লেখা। তোমার ও মদে, নিশ্চয়ই, বিষ মেশান আছে। ও এক পাত্র খেলে-ই, একেবারে অক্কা পেতে হবে।”

ফষ্টর কহিল “আচ্ছা, ও না খাও, বাড়ীর মধ্যে চল, আর্লের নিজের ভাণ্ডার থেকে, তোমাকে, পেট ভরে, ভাল মদ খাওয়াচ্ছি গিয়ে।” এই কথা বলিয়া, মাইকেলের হাত ধরিয়া টানিয়া

লইয়া, ফষ্টর বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। বৃদ্ধ ডুবুবি-ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে গেল।

জেনেট, অন্তরালে অবস্থান করিয়া, এই সমস্ত কথোপকথন শুনিল। ফেরিওয়ালার কথার সত্যতা, অক্ষরে অক্ষরে, সপ্রমাণিত হইল। এক্ষণে, কি উপায়ে, তাহার কর্ত্রীকে এই নরহন্তাদিগের হাত হইতে রক্ষা করিবে, সেই চিন্তাই তাহাকে আকুলিত করিয়া তুলিল। তখনই, এমির কক্ষে গিয়া, পানীয়ের সহিত চারিটি বড়ি মিশ্রিত করিয়া, সে, এমিকে তাহা পান করাইয়া দিয়া, যেন, কতক-পরিমাণে নিশ্চিন্ত হইল।

ডুবুবি, তিন-চারি দিন, কামনর-প্লেসে থাকিয়া, টনি ফষ্টরের সাহায্যে, এমির খাদ্যের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া দিয়া, যখন দেখিল, যে আর, তাহার সেখানে অপেক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা নাই, বরং তাহাতে বিপদ আছে, তখন, সে, যে, কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল, তাহা কেহ জানিল না। কিন্তু, ঈশ্বরের ইচ্ছা, কে প্রতিরোধ করিবে? প্রতিষেধক সেবনে, এমির শরীরে, বিষ, কোন কাজ-ই করিতে পারিল না।

বিষপাত্র হস্তে ফষ্টর ও এমি।

# বিংশ পরিচ্ছেদ

এমি-ও বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে শত্রুগণ, তাহাকে, বিষ-প্রয়োগে হত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছে। তিনি, ইচ্ছা করিয়া, জানিয়া-শুনিয়া-ই, সেই বিষ পান করিয়াছিলেন। স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, শত্রু-হস্তে নির্য্যাতিত, পিতার স্নেহ হইতে চিরতরে বঞ্চিত, সমাজে ঘৃণার পাত্র হইয়া, বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা, মরণ যে সহস্র-গুণে শ্রেয়ঃ! তবে, এমি, কেন এমন মরণকে, আদরে আলিঙ্গন করিবে না? তাঁহার একমাত্র সাধ,—একবার-মাত্র, এক মুহূর্ত্তের জন্য, তাঁহার হৃদয়েশ্বরের সহিত শেষ দেখা।

এমি, মনে-মনে, কহিতে লাগিলেন, "দিনের পর দিন গেল। মাস-ও কাটিতে বসিল। কই?—তিনি ত, একবার, আসিলেন না। রাজকার্য্যে, তিনি এখন এতই ব্যস্ত, যে, এক দিনের জন্য, একদণ্ডের জন্য, তাঁহার এমিকে, তাঁহার দেখিতে ইচ্ছা হয় না! তাই যদি, তাতেই তিনি সুখী হন—হোন্। আমার বাঁচিয়া থাকা, যখন, তাঁহার পক্ষে, নিষ্প্রয়োজন; তখন, আমার মরণ-ই মঙ্গল। বিষ-পানে, মানুষ, মরে। অভাগিনীর ভাগ্যদোষে, দেখি, বিষ-ও বিষের কার্য্য করে না। মরণের পূর্ব্বে, যদি একবার-মাত্র তাঁহার দর্শন পাই! কেন?—তিনি আসিবেন কেন? দেবতা কি, কখনও, নরের কথায় কর্ণপাত করে? অমরার ঐশ্বর্য্যে, তিনি, ঐশ্বর্য্যবান। সুরসুন্দরীগণ তাঁর প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী। আপনি ইংলণ্ডের রাণী

তাঁহার পাণি-প্রার্থিনী। আমি অতি ক্ষুদ্র, অতি নগণ্য! নানা-জাতীয় উদ্যান-কুসুমের, যে রাজা, সামান্য বন্য-কুসুমের সৌরভে, তাহার মন ভুলিবে কেন?" এই কথা, ভাবিতে ভাবিতে, এমি, উচ্চৈঃস্বরে, ডাকিলেন "জেনেট!—"

"কি আজ্ঞা দেবি!"

"তুমি যে বল্‌ছিলে, যে, এখান থেকে, পালাবার সুযোগ আছে। সে কথা কি সত্য?"

"সত্যই, সখি!"

"কার সঙ্গে? একা?"

"না—দেবি! সঙ্গে যাবার লোক আছে। সেই যে ফেরি-ওয়ালাটি, আমাদের এখানে, জিনিস বিক্রয় কর্‌তে এসেছিল, সে লোকটি, প্রকৃত ফেরিওয়ালা নহে। সে আপনার বাপের বাড়ীর দেশের লোক। সে, ট্রেসেলিয়ান কর্তৃক প্রেরিত।"

"যাব?—কোথায় যাব, জেনেট? বাপের বাড়ীতে, ফিরে যাবার, মুখ কি, আর আমার আছে?"

"তাতে দোষ কি, সখি! বাপ কি, কখন-ও, কার-ও পর হয়? আপনি সেখানে ফিরে গেলে, আপনার পিতা, আবার আপনাকে, বুকের মধ্যে টেনে নেবেন। আর, এই লোকটি-ও অত্যন্ত বিশ্বাসী। আপনার, যেখানে ইচ্ছা, তার সঙ্গে, সেখানে-ই আপনি যেতে পারেন। এই কদাকার কারাগৃহে, আর, আপনার থাকা উচিত নয়। এখানে, এরা সব পিশাচের দল। ভার্ণি পিশাচ। আমার বাবা-ও, সেই পিশাচের অনুচর। দেবি! এমন

পিতার ঔরসে, কেন আমার জন্ম হ'ল? কিন্তু, সখি! পালাবেন যে,—আপনার মনে কি, সে সাহস আছে কি? শরীরে, কি সে শক্তি আছে?"

"সে কথা, আবার, জিজ্ঞাসা করছ সখি? যে, মৃত্যুর মুখ থেকে, পলায়ন করে, তার কি সাহসের প্রয়োজন হয়? না—তার শক্তির অভাব হয়?"

"তা হলে, আর, চিন্তার প্রয়োজন নাই। দেবি! ঈশ্বরের নাম নিয়ে, আমার সঙ্গে, আসুন।"

"তুমি-ও, আমার সঙ্গে যাবে তো, জেনেট! তোমায় ছেড়ে, স্বর্গে যেতে-ও, যে আমার ইচ্ছা হয় না, সখি!"

"কি করব, দেবি! আমায়, বাধ্য হয়ে, এখানে, থাক্‌তে হবে। আমরা দুজনে-ই চলে গেলে, তখনই, খোঁজ পড়বে। বেশী দূর, যেতে না যেতে, চারিদিকে লোক ছুটবে। আমাদের ধরে নিয়ে এসে, আবার, এই কারাগারে পুরবে। তার চেয়ে সখি! বরং, একা আপনি-ই যান্। আমি যতক্ষণ পারি, আপনার এই পলায়ন-বার্ত্তা গোপন করে, রেখে দিই।"

"সেই পরামর্শ ই ভাল। সে লোকটী বিশ্বাসযোগ্য তো?"

"সে সম্বন্ধে, কোন-ও চিন্তা করিবেন না, সখি! সে লোকটী, মাষ্টার ট্রেসেলিয়ানের বিশ্বস্ত বন্ধু।"

"যদি, বাস্তবিক, ট্রেসেলিয়ানের বন্ধু, তিনি, হন, তা হলে, মানুষ যেমন, দেবতার উপর, বিশ্বাস ও নির্ভর করতে পারে, আমি-ও, তাঁর উপর, সেইরূপ বিশ্বাস ও নির্ভর কর্‌তে পারি। কারণ, ট্রেসেলিয়ান

নিঃস্বার্থ পরোপকারী, সৎ, সরল ও অকপট। তাঁহার, অথবা তাঁহার কোন-ও বন্ধুর হস্তে, আমার বিপদের কোন-ই আশঙ্কা নাই। আমি, তাঁর সঙ্গে-ই, পলায়ন করবো।"

সার হিউ রবসার্টের একমাত্র আদরের কন্যা, ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিজাত, লিষ্টারের আর্লের পরিণীতা পত্নী, আজ, কাঙ্গালিনীর মত, একবস্ত্রে, একজন অপরিচিতের রক্ষণাবেক্ষণে, দুস্তর সংসারসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ভগবান্ কি তাহাকে কূল দিবেন?

# একবিংশ পরিচ্ছেদ।

কিছু দূর যাইতে যাইতে, একটি তেমোহনী রাস্তার নিকট গিয়া, ওয়েল্যাণ্ড এমিকে জিজ্ঞাসা করিল "মা! আপনি কোথায় যাইতে ইচ্ছা করেন?"

এমি, এ প্রশ্নের, কি উত্তর দিবেন? স্বামী গৃহে গেলে, স্বামীর বিপদের সম্ভাবনা। পিতৃগৃহে ফিরিয়া যাইবার মুখ তাঁহার নাই। রাস্তায় চলিতে চলিতে, এমি দেখিলেন, অসংখ্য লোক, দল বাঁধিয়া, কেনিলওয়ার্থ-দুর্গে মহোৎসব দেখিতে যাইতেছে। এমির মনে হইল—যে, যেখানে, এত লোকের প্রবেশাধিকার আছে, সেখানে, আমার কি প্রবেশাধিকার মিলিবে না? একবার, চেষ্টা করিয়া দেখা যাক্। আপনার পরিচয় না দিয়া, স্বামীকে বিপন্ন না করিয়া, যদি, একবার, তাঁহার দর্শন মিলে, তাহা হইলেই তো, এ নারী-জন্ম সার্থক হইয়া যায়। তিনি, ওয়েল্যাণ্ডকে বলিলেন "আমায়, অনুগ্রহপূর্ব্বক, কেনিলওয়ার্থ-দুর্গে লইয়া চলুন।"

ওয়েল্যাণ্ড, "যে আজ্ঞা" বলিয়া, অশ্বের মুখ ফিরাইয়া, কেনিল-ওয়ার্থের পথ ধরিল। এমি-ও, তাঁহার অশ্বকে, ওয়েল্যাণ্ডের অশ্বের পাছে পাছে ছাড়িয়া দিলেন।

এইপথে, কিছুদূর গিয়া-ই, ওয়েল্যাণ্ড, দূর হইতে, একদল অশ্বারোহী সৈনিকপুরুষ আসিতেছে দেখিয়া, যেন, একটু চমকিয়া,

তাহার অশ্বরশ্মি ঈষৎ-সংযত করিয়া, অনুচ্চ-স্বরে কহিল "যেখানে বাঘের ভয়, সেই খানেই রাত্রি হয়!—মা! আপনি একটু সতর্ক হ'ন। দেখিতেছি, ভার্ণি আর তাহার সেই মাতাল-অনুচর মাইকেল ল্যাম্‌বোর্ণ, কতকগুলি লোকজন সঙ্গে, এই দিকে আসছে।"

ভীতি-জড়িত স্বরে, এমি কহিলেন "আবার, এই নরপিশাচদের হাতে পড়া অপেক্ষা, মৃত্যু ভাল। ওয়েল্যাণ্ড! তুমি, তোমার অসি নিষ্কোষিত করিয়া, আমার হৃদয় বিদ্ধ কর। তবু, যেন, আমাকে উহাদের হাতে, পড়িতে না হয়।"

ওয়েল্যাণ্ড কহিল "মা! কোন চিন্তা নাই! দাস জীবিত থাকিতে, সাধ্য কি, যে ভার্ণি, কিম্বা, অন্য কেহ, তোমার কেশাগ্র-ও স্পর্শ করে।" পরক্ষণেই, কি যেন দেখিয়া, সহসা, ওয়েল্যাণ্ডের মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার ঠিক অগ্রে-ই, একদল নটনটী, অশ্বারোহণে, কেনিলওয়ার্থ-অভিমুখে যাইতেছিল। ওয়েল্যাণ্ড ও এমি, অশ্ববেগ একটু দ্রুততর করিয়া, অবিলম্বে গিয়া, সেই দলের সহিত মিশিয়া গেলেন। ভাগ্যক্রমে, সে দলটি, আবার, আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ডমিনি-হলিডে-কর্ত্তৃক গঠিত। ডমিনি-ই তাহাদের নেতা। আর, ফ্লিবার্টিজিবেট্ ওরফে ডিকি স্লুজ, তাহাদের অন্যতম প্রধান অভিনেতা। ফ্লিবার্টিজিবেট, দেখিবামাত্রই, ওয়েল্যাণ্ডকে চিনিল।

অত্যল্প কাল মধ্যেই, ভার্ণি ও তাহার অনুচরগণ, আসিয়া পৌঁছিল। সেই নটদলকে সম্বোধন করিয়া, ভার্ণি কহিল "তোমরা

রাস্তায় এত দেরী করিতেছ! ওদিকে, আমোদ-প্রমোদ সব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। তোমরা কবে যাইবে?"

মুখর ফ্লিবার্টিজিবেট, হাসিতে হাসিতে, একটু অগ্রসর হইয়া, কহিল "মহাশয়! ঠিক বলিয়াছেন। কিন্তু, কি করি?—আমার পিতৃদেব, বুড়ো-ভূত-মহাশয়ের, ঠিক একেবারে, আমাদের যাত্রা-কালে, গর্ভযন্ত্রণা হয়ে বস্‌ল। তার পর, তিনি, অনেক কষ্টে, একটি ভূতের বাচ্ছা প্রসব কর্‌লেন, সেইটিকে, সঙ্গে করে আন্‌বার জন্য, আমাদের এই দেরীটুকু হয়ে গেল।"

বিলম্বের এই আজগুবি অজুহাৎ শুনিয়া, ভার্ণি হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। মাতাল মাইকেল-ও, সে হাসিতে, যোগ না দিয়া থাকিতে পারিল না।

হাসিতে হাসিতে, ভার্ণি কহিল "একটা ভূত, আর একটা পেত্নী, তোমাদের দল ছেড়ে, একটু পেছিয়ে পড়েছিল। তারা, এমনি নক্ষত্রের মত, ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে, যে, চক্ষের নিমিষে, যেন হাওয়ায় মিশিয়ে গেল। সে জোড়াটি-ও, কি তোমাদের দলের?"

ফ্লিবার্টিজিবেট, হাসিতে হাসিতে, উত্তর দিল "আমাদের দলের মধ্যে, সেরা ভূত-ই হইতেছেন—তিনি। তাঁর কাণ্ড-কারখানা দেখ্‌লে, আপনারা, স্তম্ভিত হয়ে যাবেন। তিনি, এক যায়গায় বসে, এট্‌নার গহ্বরের মধ্যে, যত আগুন আছে, সব, এক-চুমুকে খেয়ে ফেল্‌তে পারেন! আবার, ঢেকুরে-ঢেকুরে, সেই আগুন, উগরে দিতে পারেন।"

ভার্ণি কহিল "আচ্ছা! তোমরা যাও। আমরা-ও, কাল-ই, ফিরে আস্ছি। এসে, তোমাদের অভিনয় দেখবো।"

ভার্ণি ও তাহার অনুচর, তাহাদের গন্তব্য পথে, চলিয়া গেল। ওয়েল্যাণ্ড ও এমি, সে যাত্রা, ফ্লিবার্টিজিবেটের চতুরতায়, কোন-ও প্রকারে, উদ্ধার পাইলেন।

আর-ও কিছুদূর অগ্রসর হইলে, ফ্লিবার্টিজিবেট, ধীরে ধীরে, তাহার অশ্বটি, ওয়েল্যাণ্ডের অশ্বের পার্শ্বে লইয়া আসিয়া, ওয়েল্যাণ্ডের কাণের কাছে মুখ লইয়া, কহিল "তোমার পরিচয় তো, আমি, উহাদের নিকট, এক-রকম দিলাম। এখন, ভূত-মহাশয়! বল দেখি, তুমি আমায় চিনিতে পারিয়াছ কি না?"

ওয়েল্যাণ্ড কহিল "আমারি হাতে গড়ান ভূতকে, আমি, চিনিতে পারিব না, ফ্লিবার্টিজিবেট?"

ফ্লিবার্টিজিবেট কহিল "যখন, আমাকে চিনিতে পারিয়াছ, আর যখন, আমি-ও তোমাকে চিনিয়াছি, তখন, কিছু দিনের জন্য, আর এখন, ছাড়িয়া পলাইতে পারিতেছ না! তুমি কোথায় যাইতেছ? আর, তোমার সঙ্গের, ওই মহিলাটি-ই বা কে?"

ওয়েল্যাণ্ড কহিল "ফ্লিবার্টিজিবেট! তোমাকে সব কথা বলিব। কিন্তু, এখন নহে। তোমরা তো কেনিলওয়ার্থে যাইতেছ। আমরা-ও সেইখানেই যাইব। সেইখানে, দেখাশুনা হইবে। আর, সেইখানেই, সময়মত, সমস্ত কথা জানিতে পারিবে।"

ডিকি কহিল "তা যেন হইল। তবে, আমাদের সহিত, তুমি

যখন আসিয়া ভিড়িলে, তখন, আমাদের দলস্থ লোকের নিকট, তোমার কি পরিচয় দিব, বলিয়া দাও।"

ওয়েল্যাণ্ড কহিল "কেন?—একজন যাদুকর বলিয়া।"

ডিকি জিজ্ঞাসা করিল "আর, ওই রমণীর, কি পরিচয় দিব?"

ওয়েল্যাণ্ড কহিল "ওটি আমার কন্যা।"

ডিকি কহিল "তা হ'লে, আমার বড় বোন্। ভাল, সেই পরিচয়-ই উত্তম।"

এই অভিনেতৃর দলে মিশিয়া, কেনিলওয়ার্থ-দুর্গে প্রবেশের পথে, আর কোন অন্তরায় নাই—দেখিয়া, ওয়েল্যাণ্ড, মনে মনে, অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল এবং ডিকি-স্লজকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিল।

# দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

কেনিলওয়ার্থ-দুর্গ, আজ, উৎসবের হলহলায় মগ্ন! যে দিকে দেখা যায়, কেবল আনন্দের স্রোত, উল্লাসের উচ্ছ্বাস। পৃথিবীতে, যে প্রদেশে, যে ভাবে, আমোদ বিদ্যমান ছিল, সব যেন, আজ, এই কেনিলওয়ার্থে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। দুর্গের প্রকাণ্ড সিংহদ্বার, পত্রে, পুষ্পে, পতাকায়, আলোকে, সজ্জিত হইয়াছে। শস্ত্রধারী প্রহরীগণ, নির্ব্বাকভাবে, ইতস্ততঃ, পরিক্রমণ করিতেছে। তাহাদের মধ্যে একজন, দ্বারবান কিছু অতিরিক্ত-মাত্রায় দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ। সে-ই দ্বারবান্‌দিগের সর্দার। দ্বারদেশে বিপুল জনতা। সেই ভিড় ঠেলিয়া, ওয়েল্যাণ্ড কোনও মতে, বিকটমূর্ত্তি প্রধান দ্বারবানের সান্নিধ্যে গেল। দ্বারবান্ তাহাকে হাঁকাইয়া তাড়াইয়া দিল।

ফ্লিবার্টিজিবেট, তাহার কাণে কাণে, কহিল "তুমি, এইখানে চুপ করিয়া দাঁড়াও, আমি একটু চেষ্টা করিয়া দেখি।" এই বলিয়া, ডিকি স্লাজ, জনতার মধ্যে, ইহার কক্ষের তল দিয়া, উহার পায়ের ফাঁক গলিয়া গিয়া, একেবারে, সেই ভীমকায় দ্বারবানের কোটের আস্তিন ধরিয়া টান দিল। দ্বারবান, যেমন অত্যাচারীর অন্বেষণে, মুখ নামাইল, অমনি, ডিকি তাহার স্কন্ধে ঝুলিয়া, তাহার কাণে-কাণে কি বলিল। সাপের মাথায় ধূলাপড়া দিলে, যেমন, তাহার উচ্ছ্রিত ফণা নমিত হয়, ভীমকায় দ্বারবানের-ও, ঠিক, সেইরূপ অবস্থা ঘটিল।

ফ্লিবার্টিজিবেটের এই কৌশলের ফলে, ওয়েল্যাণ্ড ও এমি, কেনিল ওয়ার্থ দুর্গে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলেন।

দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া, এমি, বিক্ষিপ্ত চিত্তে, ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

পথ চলিতে চলিতে, শ্রমে, তাঁহার শরীর অবসন্ন হইতে লাগিল। একজন ভদ্রলোক, সেই পথ দিয়া, যাইতেছিলেন। তাহার শশব্যস্ত ভাব দেখিয়া, এমির ধারণা হইল, যে, তিনি পৌরবর্গের মধ্যে, কেহ নিশ্চয়-ই হইবেন। তাঁহার নিকটে গিয়া, সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া এমি তাঁহাকে কহিলেন "মহাশয়! আমি, একবার, আর্ল অফ লিষ্টারের সহিত, সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি।"

ভদ্রলোকটি, প্রশ্নকারিণীকে, উন্মাদরোগগ্রস্তা মনে করিয়া, ঈষদ্ধাসিয়া, কহিলেন "তিনি, আপনার সহিত দেখা করিবার জন্যই, বোধ হয়, উদ্গ্রীব হইয়া বসিয়া আছেন। তবে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে, বাতুলালয়ের ভিতর দিয়া, আপনাকে যাইতে হইবে। যদি, দুর্ভাগ্যক্রমে, অৰ্দ্ধপথে আটকাইয়া যান, তাহা হইলে, এজন্মে বোধ হয়, দেখাটা আর হইবে না।"

এমি কহিলেন "বন্ধু! পরিহাস করিবেন না। বাস্তবিক-ই আমি, অতি গুরু প্রয়োজনে, তাঁহার সাক্ষাৎকার-প্রার্থী।"

ভদ্রলোকটি কহিলেন "তাহা হইলে, আপনি, অন্য কাহার-ও দ্বারা, খবর দিবার চেষ্টা করুন। আর্ল অফ লিষ্টার, এক্ষণে, সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের সহিত, উপবনে, ভ্রমণ করিতেছেন। এ সময়ে,

তাঁহাকে, তাঁহার নিকট হইতে, যে আসিতে বলিবে, তাহার স্কন্ধে, একের অধিক মস্তক থাকা, প্রয়োজন।”

এই বলিয়া, ভদ্রলোকটি হন্-হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

এমি, হতাশভাবে, সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এমিকে তদবস্থ দেখিয়া, ওয়েল্যাণ্ডের চক্ষু, জলে, ভরিয়া গেল। তিনি, এমিকে কহিলেন “চলুন্ মা! আমরা, একটা আশ্রয় খুঁজিয়া লইয়া, বিশ্রাম করি গিয়া। পরে, আবার একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। শুনিয়াছি, আমার সুহৃদ মাষ্টার ট্রেসেলিয়ান, এখানে, আসিয়াছেন। একবার, কোন-ও মতে, তাঁহার সহিত, সাক্ষাৎ করিতে পারিলে, নিশ্চয়-ই, আমাদের কার্য্যোদ্ধার হইবে।”

ওয়েল্যাণ্ড ও এমি, কিছুক্ষণ, ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া, পথপার্শ্বে একখানি সুন্দর ঘর দেখিয়া, উন্মুক্ত দ্বারপথে, সেই গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গৃহে সাজ-সরঞ্জাম কিছুই নাই। কেবল একটি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত শয্যা ও একখানি কাষ্ঠাসন। এমি, পথশ্রমে এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, যে, ঘর কাহার, সে সংবাদ লইবার সুবিধা হইবার পূর্ব্বে-ই এমি, সেই শয্যার একপার্শ্বে, সংজ্ঞাহীন হইয়া শুইয়া পড়িলেন। পরে, একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া, এমি, ওয়েল্যাণ্ড্কে কহিলেন “বন্ধু! তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ এবং আমাকে যে কৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ করিয়াছ, জন্মজন্মান্তরে-ও, আমি সে ঋণ প্রতিশোধ করিতে পারিব না। তোমার নিকট, আমার এই শেষ ভিক্ষা, অভাগীর প্রতি করুণা-প্রকাশে, তুমি কোন-ও রকমে, এই পত্রখানি, লর্ড লিষ্টারের, নিজের হাতে, পৌঁছাই-ও।

ওয়েল্যাণ্ড ও, স্বেচ্ছায় ও সানন্দে, সেই ভার গ্রহণ করিয়া, এবং এমিকে কিছু জলযোগ করিতে বলিয়া, নিজে কিছু আহার করিবার জন্য, চলিয়া গেল। যাইবার সময়, ওয়েল্যাণ্ড্, বার-বার, এমিকে সেই আশ্রয়-স্থান ত্যাগ করিতে, নিষেধ করিয়া গেল। তাহার কারণ, দুর্গমধ্যে ভীষণ জনতা। পথ-ঘাট, এমির নিকট, অপরিচিত। সেই জনতার মধ্যে হারাইয়া গেলে, এমিকে খুঁজিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য হইবে।

# ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

ওয়েল্যাণ্ড চলিয়া গেলে পর, সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রা আসিয়া, শোক-সন্তপ্তা এমির শরীর অধিকার করিয়া বসিল। সুষুপ্তি, সমস্ত চিন্তা, সমস্ত ভাবনা, সমস্ত ক্লেশ, দূর করিয়া দেয়। এমি, কতক্ষণ নিদ্রা গেলেন, তাহা বলিতে পারেন না। কিন্তু, যখন নিদ্রোত্থিত হইলেন, তখন রজনী গভীর। তিনি, চক্ষু মুছিয়া, চাহিয়া দেখিলেন, গৃহে প্রদীপ জ্বলিতেছে। একজন যুবাপুরুষ, দূরে কাষ্ঠাসনে বসিয়া, তাঁহারই মুখপানে, অনিমেষে চাহিয়া রহিয়াছেন।

মুহূর্ত্তমধ্যে, এমি, তাহাকে চিনিতে পারিয়া, সর্পদষ্টের ন্যায় তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া, কহিলেন "ট্রেসেলিয়ান! তুমি, এ কক্ষে, কেন?"

ট্রেসেলিয়ান উত্তর দিলেন "এ প্রশ্ন, বরং, আমি-ই, তোমাকে, জিজ্ঞাসা করিতে পারি, এমি!—তুমি, আমার আবাস-কক্ষে, আসিলে কি করিয়া?—বল! যদি, কোন বিপদে পড়িয়া, আসিয়া থাক, তাহা হইলে, আমার ক্ষুদ্র সাধ্যে, তোমার যে উপকার করিতে পারি, তাহা করিব।"

এমি কহিলেন "তোমার দ্বারা, আমার কোন উপকারের-ই আবশ্যকতা নাই। তোমার সাহায্যে, উপকার তো দূরের কথা, বরং, আমার অপকারই হইবে। আমার উপকার-অপকার, সব,

আমার নিজের হাতে। স্ত্রীলোকের স্বামী ই একমাত্র অবলম্বন। সেই স্বামী, আমার নিকটে-ই, আছেন!"

ট্রেসেলিয়ান কহিলেন "তাহা হইলে, এই রটনা সত্য? তুমি ভার্ণির পত্নী।"

ঘৃণায় কুঞ্চিত-ওষ্ঠে, এমি উত্তর দিল "ছিঃ—কি জঘন্য ঘৃণিত নামের সহিত, তুমি, ট্রেসেলিয়ান! আজ, মিলিত করিতেছ—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া, এমি, একটু চিন্তা করিয়া, বলিয়া ফেলিলেন "কাউণ্টেস অফ লিষ্টারের গৌরবান্বিত নাম!"

ঘৃণায়, ক্ষোভে, লজ্জায়, এমির নয়ন-কোণে. অশ্রুকণা দেখা দিল

ট্রেসেলিয়ান মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু, তিনি, এমির কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া, কহিলেন "এমি! তোমার চক্ষুর্দ্বয়ের ভাব, তোমার রসনার সাক্ষ্যের প্রতিবাদ করিতেছে। তোমার রসনা বলিতেছে, তোমার স্বামী আছেন। তিনি-ই তোমার আশ্রয়-অবলম্বন সব। কিন্তু, সুখী যদি তুমি, আশ্রয়-যুক্ত যদি তুমি, তাহা হইলে, তোমার নয়নকোণে অশ্রু কেন, এমি? আর, সার হিউ রব্‌সার্টের কন্যা—তুমি! তুমি, এই পথের কর্দ্দমের মত, যেখানে-সেখানেই, বা, পড়িয়া থাকিবে কেন? আর, আশ্রয়ের জন্য, আমার কক্ষেই, বা, আসিবে কেন?"

এমি, চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন "তোমার কক্ষ!—ট্রেসেলিয়ান, আমি, এখনি, এস্থান ত্যাগ করিতেছি।" এমি, উঠিয়া, কক্ষের দ্বার পর্য্যন্ত গেলেন। তারপর, একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া, কহিলেন

"তাই তো, কোথায় যাই! আমি বিস্মৃত হইয়াছিলাম। আমার তো দাঁড়াইবার স্থান নাই।"

ট্রেসেলিয়ান, এক লাফে উঠিয়া গিয়া, এমির পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন "অবশ্য আছে!—এমি, তুমি মুক্তপ্রাণে সাহায্য চাহিলে, আমি তোমার সহায়। আমি-ই তোমার অবলম্বন। তোমার স্নেহময় পিতার ন্যায্য-স্বত্বরূপ-দৃঢ়ভিত্তির উপরে দাড়াইয়া, যাও দেখি, নির্য্যাতিতা লাঞ্ছিতা রমণি! তুমি রাণীর নিকট!—সেখানে গিয়া, কাতর-প্রাণে, রমণীর শিরোমণি ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট, তোমার হৃদয়-বেদনা জানাও। তিনি রমণী রমনীর ব্যথা, তিনি, নিশ্চয়-ই, বুঝিবেন। তিনি, নিশ্চয়ই, অপরাধীকে যথোচিত শাস্তি দিবেন। তুমি, এই কক্ষমধ্যে অপেক্ষা কর। আমি, এখন-ই গিয়া, তোমার আগমন সংবাদ আর্ল অফ সাসেক্সকে দিয়া আসি।"

এমি কহিলেন "ট্রেসেলিয়ান! আমি, চিরদিন-ই, তোমাকে সদাশয় বলিয়া, জানি। যদি, তুমি, বাস্তবিক আমার কিছু উপকার করিতে চাও, তাহা হইলে, তোমার নিকট, আমার এক ভিক্ষা আছে। আমায় সেই ভিক্ষা দাও। টেসেলিয়ান্! হতভাগিনী এমিকে বাঁচাও।"

ট্রেসেলিয়ান কহিলেন "কি ভিক্ষা, বল এমি! তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই।"

এমি কহিলেন "প্রতিজ্ঞা কর! শপথ কর।"

ট্রেসেলিয়ান কহিলেন "প্রতিজ্ঞা করিলাম।"

এমি কহিলেন "তবে শুন, ট্রেসেলিয়ান! আমার সম্বন্ধে, কোন-ও প্রসঙ্গ, তোমরা, সম্রাজ্ঞীর দরবারে, উঠাইতে পারিবে না। এমন কি, আমি যে, এই দুর্গমধ্যে আছি, এ কথা-ও, তুমি ঘুণাক্ষরে, কাহার-ও নিকট, প্রকাশ করিতে পারিবে না। কেবল, একটি-মাত্র দিনের জন্য, তোমার নিকট, আমার এই অনুরোধ। এখন হইতে, চব্বিশ ঘণ্টা পরে, তোমার যদৃচ্ছা, তুমি করিতে পার!"

ট্রেসেলিয়ান কহিলেন "ভাল! একদিনের জন্য, এ কথা, কাহারও নিকট, প্রকাশ করিব না—প্রতিজ্ঞা করিলাম।"

এমি কহিলেন "তুমি, আমার নিকট, প্রতিজ্ঞা করিলে, ট্রেসে-লিয়ান!—আমার উপর, তোমার, এ বিশ্বাস, এ প্রীতি, এখন-ও, আছে!"

ট্রেসেলিয়ান কহিলেন "আছে—এমি! তোমাকে, আমি, আর কিছু সাহায্য করিতে পারি কি?"

এমি কহিলেন "পার ট্রেসেলিয়ান! যদি, তোমার কোন অসুবিধা না হয়, তাহা হইলে, আজকার জন্য, এই কক্ষটি, আমাকে ব্যবহার করিতে দাও।"

ট্রেসেলিয়ান কহিলেন "এমি! যে স্থলে, তোমার বাসের জন্য, একটি উপযুক্ত ঘর পর্য্যন্ত মেলে না, সেখানে, তোমার নিজের চেষ্টায়, যে, কি ইষ্ট সাধিত হবে, তা বলতে পারি না।"

এমি কহিলেন "সে ইষ্ট, যাহাই হউক না কেন—সদাশয় এডমণ্ড! তুমি, তোমার প্রতিজ্ঞা পালন কর।"

---

# চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

ওয়েল্যাণ্ড, ট্রেসেলিয়ানের খোঁজে, দুর্গের সমস্ত গলি-ঘুঁজি কোথা-ও সন্ধান করিতে বাকি রাখিল না। খুঁজিয়া খুঁজিয়া, কোথাও তাঁহাকে না পাইয়া শেষে, ক্ষুণ্ণমনে, একটি চৌরাস্তার পার্শ্বে, একখানি কাষ্ঠাসনে বসিয়া, পথে গমামান জনতার দিকে চাহিয়া চাহিয়া, কি করিবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল। সহসা, সেই জনতার মধ্যে, ট্রেসেলিয়ানকে দেখিতে পাইয়া, সে, এক দৌড়ে, তাঁহার নিকট চলিয়া গেল। গিয়া, একটি লম্বা নমস্কার করিয়া, কহিল "আমি সকাল হইতে, আপনাকে খুঁজিয়া-খুঁজিয়া সারা হইয়া গেলাম। এমি-সুন্দরী, কামনর হইতে পলায়ন করিয়া, এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।"

"ট্রেসে। তাহা আমি জানি। আমার সহিত, কাল রাত্রেই, তাহার দেখা হইয়াছিল। তবে, সে, আমার কোন সাহায্য-ই চাহে না। বোধ হয়, লিষ্টার, তাহাকে, কোনরূপ আশা দিয়াছে।"

"আর্লের কাছে, সে কোনও আশা পাইয়া থাক্, আর নাই থাক্, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই বিশ্বাস, যে যদি সে, আর্লের সঙ্গে, কিম্বা ভার্ণির সঙ্গে, আপোষে, বিবাদ মিটাইয়া লইয়া থাকে, তাহা হইলে, আমাদের কেনিলওয়ার্থে বাস করা অসম্ভব হবে।"

"তা ঠিক! শত্রু-পুরীর মধ্যে এসে, বাস করতে হলে, সর্ব্বদা সন্ত্রস্তই থাকতে হয়। তার উপরে, ভার্ণির ন্যায় শঠের অসাধ্য

কোন-ও কার্য্যই নাই। আর, তাহাদের দলে, বিষপ্রযোক্তা ডাক্তারের-ও অভাব নাই।”

“সে যাহা-ই হউক, আপনি, কখন-ও, এই ভাগ্যহীনাকে পরিত্যাগ করবেন না। যতক্ষণ শ্বাস—ততক্ষণ আশ। একবার, শেষ পর্য্যন্ত, চেষ্টা করে দেখতে হবে। আমি এখন চল্‌লাম। ঠাকুরাণী একলা রয়েছেন।” ওয়েল্যাণ্ড, এই বলিয়া, বিদায় গ্রহণ করিল।

ওয়েল্যাণ্ড চলিয়া গেলে পর, ট্রেসেলিয়ান, ধীরপদে চলিতে চলিতে, কি উপায়ে, এমির উদ্ধার সাধিত হইবে, সেই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময়, তিনি দেখিতে পাইলেন, যে রেলে ও ব্লাউণ্ট, হাত-ধরাধরি করিয়া, কি তর্ক-বিতর্ক করিতে করিতে আসিতেছেন। যদিও, ট্রেসেলিয়ানের মানসিক অবস্থা, এ সময়ে, নিতান্ত খারাপ তথাপি, তাহার অকৃত্রিম সুহৃদ-দ্বয়কে আসিতে দেখিয়া, তিনি, সাতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন ও উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন “নমস্কার! এত বেলায়, কোথা হইতে, ফেরা হইতেছে।”

ব্লাউণ্ট কহিলেন “আর কোথা হইতে?—ওয়ারউইকের আড্ডায়, একবার জমিলে তো, ফিরিয়া আসা সুকঠিন। কাপড়-চোপড়ের অবস্থা দেখিতেছ না? এ-গুলি, না বদলাইয়া আসিলে, আর ভদ্র-সমাজে চলে না।”

রেলে কহিলেন, “যে রকম, আমোদের স্রোত চলেছে, আর, যে রকম আড়ম্বরের আয়োজন, তাতে, ঘণ্টায়, একবার ক,রে, কাপড় ছাড়লে, তবে ঠিক মানায়।”

ট্রেসেলিয়ান কহিলেন "ঘণ্টায় একবার কেন—আধ-ঘণ্টা অন্তর-অন্তর, কাপড় ছাড়া, তোমাদের উচিত। তোমাদিগকে রাত-দিন, রাণীর কাছে-কাছে থাক্‌তে হয়। তিনি, ময়লা পোষাকের উপর, বড়ই বীতশ্রদ্ধ।"

রেলে কহিলেন, "ট্রেসেলিয়ান! তুমি ত, দিন-রাত্রি, ফুল-বাবুটি সেজে থাক। কিন্তু, তোমার, আজ, এমন মলিন বেশ ও এমন কাতর চেহারা দেখাচ্ছে কেন?"

ট্রেসেলিয়ান কহিলেন "দুর্ভাগ্য ক্রমে!—আমার ঘরে, আজ-কার দিনের মত, আমার প্রবেশের অধিকার নাই। তাই, আমি আশ্রয়ের জন্য, তোমাদের ওই দিকে-ই যাচ্ছিলাম। যদি, তোমাদের অসুবিধা না হয়, তাহা হইলে, আজকার দিনের জন্য, তোমাদের ওখানে, আমাকে আশ্রয় দাও।"

রেলে কহিলেন "অতি আনন্দের সহিত।"

তিন বন্ধুতে, হাসিতে হাসিতে, প্রস্থান করিলেন।

# পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

আজ দরবারের দিন। কেনিলওয়ার্থ-মহোৎসবের চূড়ান্ত আমোদ, আজ। প্রাসাদ-সম্মুখস্থ বিস্তৃত অঙ্গনে, নানাপ্রকার আতস-বাজীর আয়োজন হইয়াছে। প্রাসাদের ভিত্তিগুলি, উর্দ্ধ হইতে অধঃ পর্য্যন্ত, স্তরে-স্তরে, আলোকমালায় সজ্জিত হইয়াছে। দরবার-কক্ষে, সুবর্ণ-খচিত আকাশ-নীল চন্দ্রাতপ-তলে, হিরণ্ময় সিংহাসন। লিষ্টার, সসম্মানে, রাজ্ঞীকে হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া, সিংহাসনে বসাইলেন। আপনি, সিংহাসন-পাদমূলে, নতজানু হইয়া, উপবেশন করিলেন। আজ, অভিজাত হইতে আরম্ভ করিয়া, সামান্য দ্বৌবারিক পর্য্যন্ত, সকলে-ই, আড়ম্বর-পূর্ণ সাজ-সজ্জায়, সভা-গৃহকে উজ্জ্বলিত করিয়াছে। কেবল, ট্রেসেলিয়ানের বেশ বিশৃঙ্খল ও মলিন। রাজ্ঞী তাহা লক্ষ্য করিলেন। ইঙ্গিতে, ট্রেসেলিয়ান্‌কে দেখাইয়া, অপাঙ্গ-কোণে, ঈষৎ বিদ্রুপের তড়িল্লেখা বিকাশিয়া, রাণী, রেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে ওই মলিন-বেশধারী যুবা?—তুমি কি উহাকে চেন, ওয়াল্টার?"

রেলে-ও, রাজ্ঞীর সেই প্রশ্নের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়া, কৌশলী চাটুকারের ভাষায়, উত্তর দিলেন, "জানি, মহারাজ্ঞি! উনি একজন কবি!"

রাণী। উঁহার, মলিন ও বিশৃঙ্খল বেশ-ই, তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

রেলে। বোধ হয়, মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের অত্যধিক সান্নিধ্যে, উঁহার বাহ্যিক ও মানসিক চক্ষু খরিয়া গিয়াছে।

রাজ্ঞী, একটু মুচকি হাসিয়া, কহিলেন "আমি, লোকটির নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। তুমি, কবিত্বের ফোয়ারা ছুটাইতে, আরম্ভ করিলে!"

রেলে কহিলেন "উহার নাম, ট্রেসেলিয়ান—মহারাজ্ঞি!"

রাজ্ঞী, একটু চিন্তার ভাণ করিয়া, কহিলেন "ট্রেসেলিয়ান!—ওঃ!—উনি ই, আমাদের সেই প্রণয়-উপন্যাসের, মেনিলিয়স। তা, উনি, ওরূপ অপরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদে, সুন্দরী-হেলেনকে ভুলাইবেন কি করিয়া?"

এই কথা বলিয়া, তিনি, আর্ল অফ লিষ্টারের দিকে ফিরিয়া, কহিলেন "আর্ল! আমি যে, সার হিউ রবসার্টের কন্যাকে, আজ, দরবারে উপস্থিত করিবার জন্য, তোমাকে, আদেশ দিয়াছিলাম। তাহাকে, কি আনা হইয়াছে?"

ভীতি-বিজড়িত স্বরে, লিষ্টার কহিলেন "না সম্রাজ্ঞি!"

রাণী। কেন? আমার আজ্ঞা, ত', স্পষ্ট ছিল।

লিষ্টার। দেবি! আপনার আজ্ঞা, অস্পষ্ট হইলে-ও, তাহা প্রতিপালিত হইত। কিন্তু, তাহার না আসার কারণ—ভার্ণি! অগ্রসর হইয়া আইস—এই ভদ্রলোক-ই বিবৃত করিবে।"

ভার্ণি, অগ্রসর হইয়া, নতজানুতে, রাজ্ঞীকে প্রণাম করিয়া, যুক্ত-করে কহিল "সম্রাজ্ঞি! আমার পত্নী, সাংঘাতিক পীড়িতা এবং চলচ্ছক্তি বিহীনা। এই দেখুন, ডাক্তারের সার্টিফিকেট।"

রাজ্ঞী কহিলেন "তাহা হইলে, ইহার উপর, আমাদের, আর, কোন কথা নাই। ট্রেসেলিয়ান, তোমার বড়ই দুর্ভাগ্য! তোমার জন্য, বাস্তবিক-ই, আমরা, নিতান্ত মর্ম্ম পীড়িত। কিন্তু, দুঃখ করিবার, তোমার, কোন-ই কারণ নাই। তোমরা—কবি! তোমাদের প্রণয়-প্রতিমা, লৌকিক জগতের নহে। লৌকিক জগতে, যুবতী-রমণীগণ, কবিত্বের পক্ষপাতিনী নহে। তাহারা, প্রায়শঃ, বাহ্য চাক-চিক্যে ভুলিয়া যায়। আমরা, আর, কি করিব? এই দেখ, এই ডাক্তারের লিপি-ই, ভার্ণির পত্নীর অসুখের, অকাট্য প্রমাণ।"

ট্রেসেলিয়ান কহিলেন "রাজ্ঞি! আমাকে ক্ষমা করুন—ঐ সার্টিফিকেট জাল।"

রাজ্ঞী কহিলেন "তুমি, ঐ দলিলের অলীকত্ব, যদি, সপ্রমাণিত না করিতে পার?"

ট্রেসেলিয়ান কহিলেন "তাহা হইলে, তাহার বিনিময়ে, আমার এই মস্তক দিতে, আমি, প্রস্তুত আছি।"

রাজ্ঞী কহিলেন "তুমি বাতুল! এই স্বাধীন ইংলণ্ডে, প্রকাশ্য আদালতে, বিনা-বিচারে, কি কাহার-ও, মস্তক গ্রহণ করিবার ক্ষমতা আছে? রেলে! তোমার বন্ধুর বুদ্ধি-ভ্রংশ হইয়াছে। শীঘ্র, তাহাকে স্থানান্তরিত করিয়া, তাহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দাও।"

ট্রেসেলিয়ান, আবার কিছু বলিবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া, রেলে ও ব্লাউন্ট, তাহার হাত ধরিয়া, বাহির করিয়া

লইয়া গেলেন : মিথ্যার জয় হইল। সত্যের পরাজয় হইল। কিন্তু, তাহা কয়দিনের জন্য ?

ট্রেসেলিয়ান, স্থানান্তরিত হইলে পর, রাজ্ঞী এলিজাবেথ, তাঁহার রাজ্ঞী-সুলভ কারুণ্যে, সেই ভ্রষ্ট-বুদ্ধি হতভাগ্যের জন্য, একটুকু ব্যথিত হইলেন, একটু সমবেদনা প্রকাশ করিলেন। সত্যবাদী রিচার্ড ভার্ণি, সার রিচার্ড ভার্ণি-রূপে, গৌরবজনক পদবীতে, উন্নীত হইল। আর্ল অফ সাসেক্সকে, দুই-চারিটি মিষ্ট বাণীতে, তুষ্ট করা হইল। রেলের একাদশ-বৃহস্পতি। তিনি-ও, গৌরান্বিত 'সার'-পদবীতে ভূষিত হইলেন। মাইকেল ল্যামবোর্ণ, সে সময়ে, অতিরিক্ত মদ্যপানে, নগ্ন-অবস্থায়, আপনার শয়নকক্ষের নগ্ন-মেজেয় শুইয়া, লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখিতেছিল। সেই জন্য, ঐহিক পদবী-গৌরব-লাভ, আর, তাহার ভাগ্যে জুটিয়া উঠিল না।

# ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

যে ষড়যন্ত্রের ফলে, ভগবান, ভূত হয়। যে ষড়যন্ত্রের ফলে, মিথ্যা, সত্য হয়। সত্য, জাল বলিয়া, সপ্রমাণিত হয়। সেই ষড়যন্ত্রের ফলে, জ্ঞানী ট্রেসেলিয়ান, পাগল বলিয়া, সাব্যস্ত হইলেন। পাপী ভার্ণি, ঐহিক সম্মানের পরাকাষ্ঠা লাভ করিল। সেই ষড়যন্ত্রের ফলে, এমি, আবার, কারারুদ্ধ হইলেন। এবার, আর, কামনর-প্লেসে নহে। কেনিলওয়ার্থ দুর্গের উচ্চতম শিখরে, একটি নির্জ্জন গৃহ আছে। তাহার নাম—মার্ভিন-টাওয়ার। এমিকে, ধরিয়া আনিয়া, এই নির্জ্জন কারাগৃহে, অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইল। ভীষণ শোকের তাড়নে, এমির মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে। দিনের পর, দিন কাটিয়া যাইতেছে। এমি, মনে করিতেছেন, লিষ্টার, এখন-ও, আমার পত্র পান নাই। পাইলে-ই চলিয়া আসিবেন। তারপর, ভাবিতে ভাবিতে, যখন, অবসাদ আসিতেছে, তখন, তিনি নগ্ন মেজেয়, ঢুলিয়া পড়িতে-ছেন। কারারক্ষক, দিবসে দুইবার আসিয়া, তাহার কক্ষে, খাদ্য-পেয়াদি রাখিয়া যায়। এমি, তাহা স্পর্শ-ও করেন না। একদিন, কাউণ্টেস, এইরূপ, ভাবিতে ভাবিতে, অবসাদে ঢুলিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার একটু তন্দ্রা আসিয়াছে। সেই তন্দ্রাবেশে, তিনি, স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন—যেন, তিনি, কামনর-প্লেসে, তাঁহার শয়ন-কক্ষে বসিয়া আছেন। এমন সময়, যেন, লিষ্টারের সাঙ্কেতিক ভেরীর শব্দ শুনিয়া, তিনি চমকিয়া উঠিয়া, বাতায়নে দেখিতে গেলেন। কিন্তু

কই ?—এ-তো লিষ্টার নহে !—এ-যে, কাহার শব, সমাধিস্থ হইতে যাইতেছে ! কাহার এ শব ?—তাঁহার পিতার মত নহে কি ? তাই তো !—শবাধারের উপরে, ব্যারনেটের পদ-গৌরবচিহ্ন অঙ্কিত ! অগ্রে অগ্রে, নর-কপালের মালায় বিভূষিত-কণ্ঠে, বৃদ্ধ মাম্‌ব্লেজেন !—এ-যে, সার হিউ রবসার্টের-ই শব !—তবে কি এমির পিতা মরিয়াছেন ?—দুর্ভাগিনীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। এমি, যন্ত্রণায়, চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

সহসা, এমির মনে হইল, কে, যেন, তাঁহার গৃহে, প্রবেশ করিয়াছে।

অদ্ধ-তন্দ্রাবৃত অবস্থায়, কাউণ্টেস জিজ্ঞাসিলেন "কে তুমি ?—আমার হৃদয়েশ্বর নাকি !"

অনুচ্চস্বরে উত্তর আসিল "হাঁ—প্রিয়তমে !"

এমি, দাড়াইয়া উঠিয়া, দৌড়িয়া, দ্বারের দিকে, ছুটিয়া গিয়া, কহিলেন "লিষ্টার ! লিষ্টার !"

আগন্তুক, এমিকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া, কহিল "ঠিক লিষ্টার নয় !—তবে, তার চেয়ে, নেহাত কম-দরের লোক-ও, মনে করিও না, সুন্দরি !"

কাউণ্টেস, যখন বুঝিলেন, যে তিনি প্রতারিত হইয়াছেন, তখন, তিনি প্রতারকের বুকে, সজোরে, এক পদাঘাত করিলেন। আগন্তুক, দারুণ বেদনা পাইয়া, ভূপতিত হইল। তখন, এমি চিনিলেন, যে, সে, ভার্ণির সেই মাতাল-অনুচর—মাইকেল ল্যামবোর্ণ। ক্রুদ্ধা সিংহীর ন্যায়, গর্জ্জিয়া উঠিয়া, কাউণ্টেস

কহিলেন "কে তুই, নরপিশাচ!—একাকিনী অসহায়া অবলার উপর, বলপ্রয়োগ করতে এসেছিস?"

এমির চীৎকার শুনিয়া, একজন প্রহরী আসিয়া, তথায় উপস্থিত হইল, এবং, ল্যামবোর্ণকে ধরিতে গেল। ল্যামবোর্ণ-ও অস্ত্র খুলিয়া, তাহাকে আক্রমণ করিল। দুইজনে, বিষম দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইল। এমি, এই অবসরে, অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া, সিঁড়ি দিয়া, নীচে নামিয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইতে লাগিলেন। দ্বন্দ্বযুদ্ধে ব্যস্ত থাকায়, ল্যামবোর্ণ বা প্রহরী, কেহ-ই, তাঁহার কোন খবর লইল না। এমি, দৌড়িতে দৌড়িতে, গিয়া দেখিলেন, যে তাঁহার সম্মুখে-ই, একটি বিচিত্র কৃত্রিম উপবন। উপবনের প্রবেশ-দ্বার খোলা। তিনি, আশ্রয়ের জন্য, সেই মুক্ত দ্বারপথে, উপবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই উপবনের এক পার্শ্বে, একটি প্রস্রবণ। তাহার পার্শ্বে, একটি কৃত্রিম গহ্বর রচিত হইয়াছে। এমি, বাছিয়া বাছিয়া, সেই স্থানটি পছন্দ করিলেন। এখানে, তাঁহার আত্মগোপনের কতকটা সুবিধা আছে দেখিয়া, তিনি, মনে মনে, সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

নারীসুলভ চতুরতায়, তিনি, আত্মগোপনের সুবিধা-টা, আর ও একটু বাড়াইয়া লইলেন। ওয়েল্যাণ্ডের ইঙ্গিত-অনুসারে, কামনর-প্লেস হইতে চলিয়া আসিবার সময়, এমি, তাঁহার পোষাকটা একটু অভিনেত্রীদিগের-ধরণের দেখিয়া, বাছিয়া লইয়াছিলেন। এখন, তাঁহার মাথায়, একটা বুদ্ধি আসিল, যে, যদি, কোন উৎসুক ব্যক্তি, তাঁহার কোন খবর লয়, তবে অভিনেত্রী-পরিচয়ে-ই, তিনি, ধরাপড়ার হাত এড়াইতে পারিবেন।

---

# সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

এমি, যে রাত্রিতে, তাঁহার কারাগার হইতে পলায়ন করিলেন, তাহার পরদিন প্রাতে, ইংলণ্ডেশ্বরী রাণী এলিজাবেথ, মৃগয়ার বেশে একাকিনী পর্য্যটনে বাহির হইলেন। শিষ্টতাব খাতিরেই হউক, অথবা রাজনৈতিক চালেই হউক, লিষ্টার, তাঁহাকে একাকিনী বাহির হইতে দেখিয়া, দৌড়িয়া আসিয়া, তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। উভয়ে, গল্প করিতে করিতে, সেই উপবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

লিষ্টারের আর্ল, রাজ্ঞী এলিজাবেথের বিশেষ অনুগ্রহ-ভাজন। আর্ল-ও, রূপে-গুণে শৌর্য্যে-বীর্য্যে, অদ্বিতীয়। রাজ্ঞী, যেমন, নারী-কুল-কেশরিণী। লিষ্টার-ও, তেমনই, তাঁহার উপযুক্ত পুরুষ-সিংহ। তৎকালে, ইংলণ্ডে, সাধারণ্যে, এইরূপ একটি বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল, যে, কুমারী-রাজ্ঞীর পাণি-পীড়নে, যদি, কেহ সমর্থ হয়, তবে, সে, লিষ্টারের আর্ল। নিজ নিজ উপযুক্ততার উপর, অত্যধিক বিশ্বাস থাকা, মানব-হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য হইলে-ও, তাহা সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। এই দুর্ব্বলতার মোহে-ই, মর্কটের ন্যায় কদাকার পুরুষ-ও, আপনাকে, কন্দর্পের ন্যায় সুপুরুষ বলিয়া মনে করে। পলিতকেশ বৃদ্ধ-ও, অঙ্গরাগাদির সাহায্যে, তাহার বার্দ্ধক্য ঢাকিয়া ফেলিয়া, আপনাকে, যুবা বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করে। রাজ্ঞী এলিজাবেথ, যে, লিষ্টারের প্রতি অনুরাগিনী,

এ ধারণা, আর্লের মনে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল ছিল। আজ, রাজ্ঞীকে, একান্তে পাইয়া, তাঁহার মন পরীক্ষার জন্য, আর্ল, কম্পিত-করে, কপাল ঠুকিয়া, একবার, তাঁহার রাজনৈতিক-অক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। আর্ল, মুখ ফুটিয়া, রাণীর নিকট পরিণয়ের প্রস্তাব করিলেন। পাশায় পড়িল,—একটি খারাপ চাল। তাহা দেখিয়া, লিষ্টারের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল।

এলিজাবেথ কহিলেন "না ডাড্‌লি!—আমি, চিরদিন, আমার প্রজাসাধারণের মাতা-ই থাকিতে চাই। অন্য কোন-ও রূপ বন্ধনে, আর, আমি আপনাকে বদ্ধ করিব না। না!—লিষ্টার! ও কথা, ভুলিয়া-ও, আর মুখে আনিও না। যাহা হইবে না, হইবার নহে—তাহা লইয়া, আর কেন, বৃথা আন্দোলন? যাও ডাড্‌লি! তুমি আর এখানে দাঁড়াইও না! আমি আধ-ঘণ্টার মধ্যে আসিতেছি। আমাকে, কিছুক্ষণ, এখানে একাকী থাকিতে দাও।"

লিষ্টার কহিলেন "দেবি! আমাকে চলিয়া যাইতে বলিতেছেন কেন?—আমার উন্মত্ততায়, কি আপনি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন?"

এলিজাবেথ কহিলেন "না!—ক্রোধ নয়, ডাড্‌লি! তবে, তুমি যাহা চাহিতেছ, তাহা হইবার নয়। যাও ডাড্‌লি! আমার কথা শুন। এখান হইতে যাও! আমি, এখন-ই, আসিতেছি।"

লিষ্টার চলিয়া গেলে পর, এলিজাবেথ, কিছুক্ষণ, চিন্তিত-ভাবে থাকিয়া, কহিলেন "না!—হই। কখন-ও হইতে পারে না! এলিজাবেথ ইংলণ্ডের পত্নী, ইংলণ্ডের মাতা! সে, কখন-ও, ব্যক্তি-বিশেষের পত্নী হইবে না!—কখন-ও না!"

এই কথা বলিয়া, এলিজাবেথ, উঠিয়া ভাবিতে ভাবিতে, পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে বর্ণিত গহ্বরের অভিমুখে গেলেন। সহসা, গহ্বরের দ্বারপথে, এক অনিন্দ্য-সুন্দরী রমণীর মূর্ত্তি দেখিয়া, রাণী চমকিত হইয়া উঠিলেন। পর মুহূর্ত্তে-ই, তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি, সেই সুন্দরীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "সুন্দরি! তুমি, বোধ হয়, এই গহ্বরের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী। আমাকে, অকস্মাৎ, এখানে দেখিয়া, বোধ হয়, তুমি ভীত হইয়াছ। ভয়ের কোন কারণ নাই। কথা কও সুন্দরি!"

রাণীর কথার কোন-ও উত্তর না দিয়া, হতভাগিনী কাউণ্টেস, একেবারে দৌড়িয়া গিয়া, রাজ্ঞীর পদতলে পড়িয়া, ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

রাজ্ঞী-ও, ব্যাপার কি, বুঝিতে না পারিয়া, বিষম গোলে পড়িয়া গেলেন। পরে, রমণীকে সান্ত্বনা দিয়া, তাহাকে, তাহার দুঃখের কারণ বিবৃত করিতে বলিলেন। রাজ্ঞীর আশ্বাস-বাণীতে মুগ্ধ হইয়া, কাউণ্টেস যুক্ত-করে কহিলেন "সম্রাজ্ঞি! আপনি অপার করুণা-ময়ী, এই বিশাল সাম্রাজ্যের প্রজাবৃন্দের মাতৃস্বরূপিনী। আমি নিতান্ত হতভাগিনী, আপনার চরণে আশ্রয়-ভিখারিণী। আমাকে আশ্রয় দিন, জননি!"

রাজ্ঞী কহিলেন "রাজ্যের প্রজাগণ, আমার অপত্যের ন্যায়। কন্যা! তুমি কি চাও, আমাকে খুলিয়া বল। ন্যায্য প্রার্থনা হইলে, আমি অবশ্যই তাহা পূর্ণ করিব।"

কাউণ্টেস, যেন, একটু প্রকৃতিস্থা হইলেন। তাঁহার হৃদয়মধ্যে

যেন, উত্তাল তরঙ্গের মত, ঘটনাস্রোত উঠিতে-পড়িতে লাগিল। সেই তরঙ্গভঙ্গে, কাউণ্টেস, তাঁহার বিচার শক্তি হারাইলেন। কি উত্তর দিবেন স্থির করিতে না পারিয়া, হতবুদ্ধির ন্যায় নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে কহিলেন "আমি বলিতে পারি না। আমি কি চাই, আমি জানি না, রাণি!"

এলিজাবেথ, একটু বিরক্ত হইয়া, কহিলেন "রমণি! ইহা নিতান্ত মূর্খতা, ইহা ছেলেমানুষী। রোগীর রোগের কথা, চিকিৎসককে না বলিলে, তাহার ঔষধের ব্যবস্থা-ই বা কিরূপে হইতে পারে, আর, রোগ আরাম হওয়াই বা, কেমন করিয়া সম্ভব?"

কাউণ্টেস কহিলেন "মাতা! আমায় রক্ষা করুন। আমাকে, দুষ্ট ভার্ণির হাত হইতে, রক্ষা করুন। আমি, আপনার পায়ে ধরিতেছি।"

অপরিচিতা সুন্দরীর মুখে, ভার্ণির নাম শুনিয়া, রাণী চমকিয়া উঠিয়া, কহিলেন "ভার্ণি!—কোন্ ভার্ণি?—লিষ্টারের অনুচর—সার রিচার্ড ভার্ণি?—রমণি! ভার্ণি তোমার কে? আর, তুমিই বা, তাহার ভয়ে, এত ব্যাকুলা হইতেছ কেন?"

"আমি!—আমি, তাহার কেহ নই, মা! সে শঠ—সে প্রবঞ্চক—সে নরহন্তা! সে, আমায় কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। আমি পলাইয়া আসিয়াছি।"

"আমার নিকট, আশ্রয় লইবার জন্য, পলাইয়া আসিয়াছ? তুমি, যদি, আশ্রয়দানের যোগ্য হও, তোমাকে অবশ্যই আশ্রয়

দিব। আমি, অনুমানে বুঝিতেছি, যে, তুমি, সার হিউ রবসার্টের কন্যা—এমি!”

“মা! আমাকে ক্ষমা করুন! আমাকে রক্ষা করুন! আমায় আশ্রয় ভিক্ষা দিন।”

“তুমি, কি অপরাধ করিয়াছ, যে, আমি, তোমাকে, ক্ষমা করিব? বোকা মেয়ে, নিশ্চয়ই, তোমার মাথা খারাপ। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি—তুমি, নিশ্চয়, তোমার বৃদ্ধ পিতাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছ! তোমার ওই রোদনারুণিত চক্ষুর্দ্বয়-ই তার পরিচয় দিচ্ছে। আর, তুমি ট্রেসেলিয়ানকে-ও মর্ম্মপীড়িত করিয়াছ। তোমার গণ্ডস্থলে লজ্জার অরুণ আভা-ই, তা বেশ বুঝিয়ে দিচ্ছে। —আর, সেখান হইতে পলাইয়া আসিয়া, যে, তুমি ভার্ণিকে বিবাহ করিয়াছ, তাহা-ও ঠিক।”

পাদাহতা ফনিনীর ন্যায়, মাথা তুলিয়া, গ্রীবা বাঁকাইয়া, গর্ব্বিত-ভাবে, কাউণ্টেস কহিলেন “ঈশ্বর সাক্ষী!—আর, ন্যায়ধর্ম্মের অবতার-স্বরূপিণী ইংলণ্ডেশ্বরী, আপনি স্বাক্ষী! আমি, কস্মিন-কালে-ও, সেই পশু-অপেক্ষা ঘৃণিত-জীবকে, বিবাহ করি নাই। আমি, সেই নরপিশাচকে, অন্তরের সহিত, ঘৃণা করি। আমি তাহার মস্তকে পদাঘাত করি!”

এমির এই ভয়ঙ্কর রোষের ভাব দেখিয়া, রাজ্ঞী-ও বিস্মিত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন “রমণি! আমায় ঠিক করিয়া বল, তুমি কাহার পত্নী, অথবা, কাহার রক্ষিতা? বল রমণি! ঠিক উত্তর দাও! জানি-ও—যে, ক্রুদ্ধা সিংহী-ও, এলিজাবেথের মত, ভয়ঙ্করী নহে।”

এমি, কি উত্তর দিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া, হতাশ ভাবে, কহিলেন "আমি কিছুই বলিতে পারিব না, রাণি! লিষ্টার সমস্ত জানেন।"

এলিজাবেথ, ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া, কহিলেন "কি!—তুমি, এক্ষণে, সেই সদাশয় আর্লকে-ও পর্য্যন্ত, তোমার এই জঘন্ত ব্যাপারে, জড়িত করিতে চাও। আমি স্থির জানি, রমণি! যে, লিষ্টারের আর্ল, তোমার ন্যায় কলঙ্কিত জীবের ছায়া-ও স্পর্শ করেন না। যদিও, আমি তাহা জানি, তবু, একবার, তোমার চক্ষের সম্মুখে, আমি, এ বিষয়ে, সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। এস রমণি! আমার সঙ্গে এস।"

রাজ্ঞী, অগ্রে অগ্রে, চলিলেন। পশ্চাতে, অপরাধিনীর ন্যায়—এমি।

লিষ্টার, এই সময়ে, সমবেত আর্ল ও ডিউক মণ্ডলী মধ্যে, ছিলেন। রাজ্ঞী, তথায় উপস্থিত হইয়া-ই, কহিলেন "শুন, মাই লর্ড লিষ্টার! তুমি কি, এই রমণীকে চেন?"

লিষ্টারের মাথায়, আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার মনে হইল, যে, ভগবানের বজ্র, বুঝি, রাজ্ঞীর ক্রোধরূপে মূর্ত্তিমান্ হইয়া, এখনি, তাহার মাথায় পড়িবে। তাঁহার মনে হইল, বুঝি, সমস্ত পৃথিবী লাটিমের মত ঘুরিতেছে! পাহাড়, পর্ব্বত, অট্টালিকা, স্থাবর, জঙ্গম, সব, যেন, ঘুরিতেছে।

এলিজাবেথ কহিলেন "একি লিষ্টার!—আমার নিকট মিথ্যা-কথা! যে, তোমার উপরে, অটুট বিশ্বাসবতী। যে, তোমার একান্ত

পক্ষপাতিনী, সেই রাণীকে প্রতারণা!—মিথ্যাবাদী লর্ড! জান না—যে আমার-ই পিতা, সম্রাট অষ্টম হেন্‌রীর, এক স্ফুলিঙ্গ-মাত্র রোষ-বহ্নিতে. তোমার পিতা, যেরূপ, ভস্মীভূত হয়েছিল, ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথের কোপানলে, তোমার-ও দশা, এখন-ই, ঠিক তাহাই হইতে পারে।” তাহার পরে, অন্যান্য লর্ডদিগের পানে চাহিয়া, রাজ্ঞী কহিলেন “অভিজাত-সম্প্রদায়! তোমরা, দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া, কি কৌতুক দেখিতেছ?—লর্ড শ্রুজ্‌বারী! এখন-ও, ঐ প্রবঞ্চককে, রাজদ্রোহিতা-অপরাধে, বন্দী করিতেছ না?”

শ্রুজ্‌বারী জিজ্ঞাসিলেন “কাহাকে, রাজ্ঞি?”

রাজ্ঞী কহিলেন “কাহাকে আবার?—ঐ রাজদ্রোহী ডাড লি—লিষ্টারের আর্ল্‌কে।”

এমন সময়, এমি, চীৎকার করিয়া, কহিল “রাণি! প্রসন্না হ’ন। লিষ্টারের কোন দোষ নাই। তিনি, ইহার বিন্দু-বিসর্গ-ও জানেন না।”

রাজ্ঞী কহিলেন “সে কি, রমণি! তুমি যে, এই মাত্র, আমার নিকট বলিলে, যে, লিষ্টার সব জানেন।”

এমি অপ্রস্তুত-ভাবে কহিলেন, “কই!—আমি, তাই বলিয়াছি নাকি?—তবে, আমি মিথ্যা কথা বলিয়াছি, রাজ্ঞি! তিনি, মনে-মনে-ও, কখনও, আমার অনিষ্ট কামনা করেন নাই।”

এলিজাবেথ কহিলেন “আমি জানিতে চাই—যে, কে তোমাকে এ সব করাইতেছে। তুমি, যদি, তাহা না বল, তবে, নিশ্চয় জানি-ও, যে রাজরোষ, তোমাকে ইন্ধনের ন্যায়, দগ্ধ করিয়া ফেলিবে।”

যখন, রাজ্ঞী, এমিকে, এইরূপ, ভয় প্রদর্শন করিতেছিলেন, সেই সময়, লিষ্টার, বিবেকের তাড়নে, সমস্ত কথা প্রকাশ করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু, হঠাৎ, সেই সময়ে, তাঁহার দুষ্ট-স্বরস্বতী, ভার্ণি-রূপে, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

ভার্ণি, ত্রস্ত-ভাবে আসিয়া-ই কহিল "সম্রাজ্ঞি! ক্ষমা করুন। যে শাস্তি হয়, আমাকে দিন। আমি-ই অপরাধী। আমার সদাশয় প্রভু, সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, শিশুর ন্যায় নিরপরাধ।"

ভার্ণিকে দেখিয়া-ই, ভয়ে-ক্রোধে-লজ্জায়, এমি মৃতপ্রায়া হইলেন। তিনি, জানু পাতিয়া, সম্রাজ্ঞীর নিকট কাতরভাবে কহিলেন "মাতা! আমাকে, আপনি-ই যে, শাস্তি ইচ্ছা—সেই শাস্তি দিন। আমাকে, জনশূন্য কারাগারে নিক্ষেপ করুন। সেখানে, আমায়, অনাহারে রাখিয়া দিন। তবু, যেন, ওই পাপিষ্ঠের মুখ আমাকে না দেখিতে হয়।"

রাণী মনে করিলেন, এমির এই অভিযোগ, তাহার স্বামীর সহিত, দাম্পত্য-কলহের ফল। তাই, কহিলেন "কেন রমণি! ইহার উপর, তোমার এত প্রকোপের কারণ?"

এমি কহিলেন "সে, আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। সে, আমার নিতান্ত-আপনার জিনিসকে, পর করিয়াছে।"

রাজ্ঞী, তাহার কথার মর্ম্ম-গ্রহণ করিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, অত্যধিক শোকে, রমণী পাগল হইয়াছে।

মানবের গর্ব্বিত দূরদৃষ্টি, কত ক্ষীণ! সংসারে, ন্যায়-বিচার, কি অন্যায়ের উপর-ই, প্রতিষ্ঠিত! রাজ্ঞী এলিজাবেথের বিচারে, ট্রেসে-

লিয়ান, পাগল বলিয়া, প্রতিপন্ন হইলেন। এমি-ও, বাতুল বলিয়া, সপ্রমাণিত হইল। এমি-কে, ভার্ণির তত্ত্বাবধানে রাখা-ই কর্ত্তব্য বিবেচনায়, রাজ্ঞীর আদেশে, ভার্ণি, তৎক্ষণাৎ, এমিকে লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিল। বিহঙ্গিনী আবার পিঞ্জরাবদ্ধ হইল। এ ক্ষেত্রে-ও, অধর্ম্মের-ই জয় হইল।

# অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

সেই দিন, গভীর রজনীতে, লিষ্টার, ভার্ণিকে সঙ্গে লইয়া, চুপে চুপে, এমিকে কেনিলওয়ার্থের যে কক্ষে আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল, তথায় গিয়া, উপস্থিত হইলেন। ভার্ণি, অগ্রে-অগ্রে। আর্ল, তাহার পশ্চাতে। আর্লের দেহ, আপাদ-মস্তক, একটি দীর্ঘ আঙ্গ-রাখায় আবৃত।

কক্ষমধ্যে, কাউণ্টেস এমি, একাকিনী বসিয়া, তাঁহার বিষাদময় ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, শোকে আকুলিতা হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুসিক্ত, কেশপাশ আলুলায়িত, দেহের বসন বিক্ষিপ্ত; সহসা, দ্বারোদ্ঘাটন শব্দে, এমি, চমকিয়া উঠিয়া, দ্বারপথে, ভার্ণিকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, উচ্ছ্রিত-ফণা ফণিনীর ন্যায়, গর্জ্জন করিয়া কহিল, "কে! পিশাচ ভার্ণি!—তুমি আমার সর্ব্বনাশের জন্য, আবার, কোন-ও নূতন মৎলব, নিয়ে এলে নাকি?"

ভার্ণি, কোনও উত্তর দিবার পূর্ব্বে-ই, আর্ল, একটু অগ্রসর হইয়া, তাঁহার গাত্রাবরণ উন্মোচন করিতে করিতে, কহিলেন "না, এমি, ভয় পাইও না। ভার্ণি, আমার-ই পথ-প্রদর্শক-মাত্র। আমি-ই তোমাকে, দেখতে এসেছি।"

আর্লের কথা, এমির উপরে, মন্ত্রশক্তির ন্যায়, কার্য্য করিল। পুলকে, এমির সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। সব ভুলিয়া, সে পাগলের

ন্যায় ছুটিয়া গিয়া, আর্লের বুকের মধ্যে, ঝাঁপ দিয়া পড়িল। তাঁহার বুকে মুখ রাখিয়া, ফোঁপাইয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে, এমি কহিল "এসেছ, আস্‌তে পেরেছ, নির্দ্দয় আর্ল!—এ কি! হৃদয়েশ্বর! তোমার মুখ অমন মলিন কেন? তোমার, কি কোন, অসুখ করেছে?"

আর্ল। না, এমি! আমার দৈহিক অসুখ কিছু-ই নাই।

এমি। প্রাণেশ্বর! পরম ভাগ্যবান তুমি! তোমার, আবার, মানসিক অসুখ, কিসের জন্য, সম্ভবে?

আর্ল। আমার মানসিক অসুখের কারণ, তুমি—এমি!

এমি। আমি!—আমি, কিসে, আপনার অসুখের কারণ হলাম, আর্ল!

আর্ল। আমার বিনানুমতিতে, আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে, এখানে এসে। তুমি বুঝতে পারছ না, এমি! যে এই হঠকারিতার ফল কি ভীষণ! তোমার এই অবিমৃশ্যকারিতার পরিণাম, হয়ত, বধ্যভুমিতে আমার প্রাণদণ্ড!

এমি। আমায় ক্ষমা কর, আর্ল! আমি জান্‌তাম না, যে আমার অপরাধ, এত গুরু! সত্য কথা বল্‌তে কি, প্রাণেশ্বর! আর, আমি, ইচ্ছা করে, কামনর-প্লেসের সেই কারাগারে, ফিরে যেতে চাহি না। তবে, যদি, না গেলে, তোমার কোন বিপদ হয়, আমি, তাতে-ও প্রস্তুত।

আর্ল। ভাল!—যদি, সেখানে তোমার কষ্ট হয়, তবে অন্যত্র! কিন্তু, যেখানে-ই থাক, এমি! তোমাকে, কিছুদিন, ভার্ণির পত্নী-পরিচয়ে থাক্‌তে হবে।

লিষ্টার, ভার্ণি ও এমি।

এমি। কি বল্‌লে আর্ল! লিষ্টারের কাউণ্টেস্‌, ভার্ণির পত্নী বলে, পরিচিত হ'বে! কেশরিণী, শৃগালী হয়ে থাক্‌বে! আর্ল! তার চেয়ে, আমার গলায় পা দিয়ে, আমাকে মেরে ফেল।

আর্ল। তাতে দোষ কি, এমি!

এমি। দোষ কি!—এ কথা, তুমি, জিজ্ঞাসা করছ, আর্ল? দোষ, কিছু-ই নাই! কিন্তু, আমি তা পারবো না।

আর্ল। এমি! সত্য-সত্যই তো, তুমি, ভার্ণির পত্নী হবে না। ওটা, কেবল, স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য, একটা ছলনামাত্র।

এমি। তোমার স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য, তুমি, যা খুসি, কর্‌তে পার, আর্ল!—কিন্তু, আমি, জীবন থাক্‌তে, ঐ নরপিশাচের পত্নী বলে, পরিচিত হ'তে পারব না। তা', তুমি স্থির জেনো।

আর্ল। এমি! তা হ'লে, বধ্যভূমিতে, ঘাতকের তীক্ষ্ণ খড়্গে, দ্বিখণ্ডিত হয়ে, তোমার স্বামীর উন্নত শির, ধুল্যবলুণ্ঠিত হবে। তা তুমি দেখ্‌তে পার্‌বে? তা, যদি, দেখ্‌তে না চাও—তবে, আমার এই আদেশ পালন কর।

এমি। তোমার সব আজ্ঞা, আমি, অবনত শিরে, পালন কর্‌ব, প্রাণেশ্বর! কিন্তু, যাতে, আমার নারীধর্ম্মের উপর, সামান্য আঁচোড় লাগ্‌তে পারে, তোমার সে আদেশ পালন কর্‌তে, আমি অশক্ত।

ভার্ণি। প্রভু! কাউণ্টেস, যখন, আমার উপর, এতাদৃশ বীতানুরাগ, তখন, আমার সহিত, তাঁহার গিয়া, প্রয়োজন নাই। তিনি, ট্রেসেলিয়ানের সহিত, তাঁহার পিত্রালয়ে, তো গিয়া, কিছুদিন, বাস করিতে পারেন।

আর্ল। চুপ কর, ভার্ণি! ট্রেসেলিয়ানের নাম, আবার, আমার সম্মুখে, উচ্চারণ কর্‌লে, তোমার জিহ্বা, আমি, স্বহস্তে, টেনে উপ্‌ড়ে ফেলে দিব।

এমি। কেন, আর্ল?—ট্রেসেলিয়ান, কি ভার্ণি অপেক্ষা-ও, খারাপ লোক?

আর্ল, সে কথার, কোন-ই উত্তর দিলেন না। কেবল, পরুষ-দৃষ্টিতে, এমির মুখের পানে, চাহিয়া রহিলেন।

এমি, আবার বলিতে লাগিলেন "আর্ল! কিসের জন্য, এত ভাব্‌ছেন?—কি অন্যায় কাজ আমরা করেছি, যার জন্য, এত লুকোচুরি, আপনাকে, খেল্‌তে হচ্ছে। যার জন্য, এত দুর্ভাবনার ভার, আপনাকে বহন কর্‌তে হচ্ছে। আপনারা পুরুষ হ'য়ে, এর একটা উপায় খুঁজে, বের কর্‌তে পার্‌লেন না। ক্ষুদ্র নারীর বুদ্ধি শুনুন. দেখি! দেখ্‌বেন, কাজটা, কত সহজ হ'য়ে আস্‌বে। আর্ল! বাঁকা-রাস্তা ছেড়ে দিয়ে, সোজা-পথে চলুন। আপনি, উচ্চাশয়, উদারচেতা, হৃদয়বান, নির্ভীক। চলুন দেখি, আর্ল! স্বামীর আদরে, আপনার এই হতভাগিনী পত্নীর হাত ধরে নিয়ে, সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের ন্যায়ান্বিত সিংহাসন-তলে। সেথায়, যুক্ত-করে, মুক্ত-কণ্ঠে, জগৎ-সমক্ষে, বলুন দেখি গিয়ে আর্ল! যে, আপনি, সহস্র উদ্যান কুসুম ছেড়ে, এই ক্ষুদ্র বন-কুসুমের সৌরভে মুগ্ধ হয়ে, তাকে তুলে নিয়ে, সযত্নে হৃদয়ে ধরেছেন। তার পরে, যদি প্রয়োজন হয়, না হয়, এমির নাম আর, মুখে-ও আন্‌বেন না। এমি-ও, তখন, আর, আর্ল! আপনার উন্নতির পথে, কণ্টক হবে না।"

আর্ল। ভাল! তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হক, এমি!—আমার পাপের, পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হক! আর, রাণী! এলিজাবেথ।—তুমি, কুপিতা হয়ে, আর কোন্ গুরুতর দণ্ড, আমার জন্য, ব্যবস্থা কর্‌তে পার?—শিরশ্ছেদ!—সেটা, বোধ হয়, তত সহজ নয়! এমি! তবে, এক্ষণে বিদায় হই, প্রিয়ে! সময়ান্তরে দেখা হবে। ভার্ণি—এস!

এই কথা বলিয়া, আর্ল, ভার্ণির সহিত, কক্ষ ত্যাগ করিলেন। এমি, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া, হতবুদ্ধির ন্যায়, দাঁড়াইয়া রহিলেন।

# ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সে রাত্রে, লিষ্টারের, আদৌ, নিদ্রা হইল না। দারুণ দুর্ভাবনায়, তিনি, উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। প্রভাত হইবা-মাত্র, তিনি ভার্ণিকে, আপনার কক্ষে, ডাকাইয়া আনিলেন।

আর্ল, ভার্ণিকে কহিলেন "ভার্ণি! আমি, অনেক চিন্তার পর, স্থির কর্‌লাম—এমি সম্বন্ধে, সমস্ত ঘটনা, আমি, রাজ্ঞীর সমক্ষে, জগৎ-সমক্ষে, প্রকাশ কর্‌ব। তার ফল, যাহা হয়, হ'ক।"

ভার্ণি। তার ফল—দাসের ধৃষ্টতা মাপ্ কর্‌বেন, আর্ল!—তার ফল—বধ্য-ভূমিতে আপনার শিরশ্ছেদ!

আর্ল। সেটা, তত সহজ বলে, মনে ক'র না, ভার্ণি! লিষ্টারের-ও, শরীরে সামর্থ্য আছে, হৃদয়ে বল আছে। তাহার-ও সহায় আছে, সম্পত্তি আছে। তাহার-ও, পৃষ্ঠপোষকের সংখ্যা, নিতান্ত কম নয়। আমি-ও, সহজে, ছাড়্‌ব না, ভার্ণি! প্রয়োজন হলে, সাম্রাজ্য মধ্যে, এমন-ই বিপ্লবানল, আমি, জ্বেলে দেব, যে, সে অনল নির্ব্বাপিত করা, রাজ্ঞী এলিজাবেথের পক্ষে-ও, নিতান্ত সহজসাধ্য হবে না!

ভার্ণি। কি স্বার্থে, কার জন্য, আর্ল! আপনি, এই বিপদ-সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে চাচ্ছেন।

আর্ল। কেন ভার্ণি! দেবতার মন্দিরে, দেবতার সমক্ষে,

যাকে, ধর্ম্মপত্নী বলে, গ্রহণ করেছি। তার-ই জন্য!—আমার এমির জন্য, ভার্ণি!

ভার্ণি। ইচ্ছা ছিল, আর্ল! যে, সে কথা, মনে-মনে-ই রাখ্‌ব। কিন্তু, দেখ্‌ছি, কথা-টা, আর, অপ্রকাশ রাখলে চল্‌ছে না। আপনি, যার জন্য, এতটা বিপদ মাথায় কর্‌তে চাচ্ছেন, সে তো, আপনার নয়, প্রভু! কেবল, অর্থের জন্য, পদগৌরবের জন্য, সে, লোক-দেখান আপনার বটে। কিন্তু, মনে মনে, তাহার উপাস্য দেবতা কে,—আমি তা জানি।

আর্ল। ভার্ণি! আমি কি, শেষে, পাগল হ'ব! যদি জান, বল, কে তার প্রণয়ের পাত্র?

ভার্ণি। নিতান্ত-ই, তবে, শুনবেন্ আর্ল! আমায় ক্ষমা করবেন, প্রভু!—কাউণ্টেসের গুপ্ত-প্রণয়ী, এখন-ও, সেই উন্মাদ-রোগ-গ্রস্ত, নিঃস্ব, ভিক্ষুক—ট্রেসেলিয়ান।

আর্ল। মিথ্যা কথা! অসম্ভব!

ভার্ণি। মিথ্যা নয়, প্রভু! যথেষ্ট প্রমাণ না থাক্‌লে, কিঙ্কর, আপনার নিকট, এ রহস্য প্রকাশ কর্‌তে, সাহস-ই কর্‌ত না।

আর্ল। বল, কি প্রমাণ, ভার্ণি?

ভার্ণি। প্রথম প্রমাণ হচ্ছে, কাউণ্টেসের নিকট, ট্রেসেলিয়ানের নাম উচ্চারিত হইবা-মাত্রই, তাঁহার মুখের, চোখের, হৃদয়ের, অদ্ভুত ভাবান্তর! আপনি কি, গত রজনীতে, সে বিষয়টি লক্ষ্য করে-ছিলেন, আর্ল?

´। কই!—না।

ভার্ণি। আমি,তাহা, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করেছিলাম।

আর্ল। তোমার ভুল।

ভার্ণি। আমার, অনুমান, অবশ্য, ভুল-ও হতে পারে। কিন্তু, তা অপেক্ষা, স্পষ্টতর প্রমাণ, না পেয়ে ই, যে, আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি. তা মনে কর্‌বেন না, প্রভু!

আর্ল। তার চেয়ে, কি স্থিরতর প্রমাণ, তুমি দিতে পার—বল, ভার্ণি?

ভার্ণি। আর্ল! কিছুদিন পূর্ব্বে, আমি, স্বচক্ষে, ট্রেসেলিয়ানকে কাম্‌নর-প্লেসে, কাউণ্টেসের সহিত সাক্ষাৎ করে, গুপ্ত দ্বার দিয়ে, ফিরে যেতে দেখেছি।

আর্ল। কি, এত বড় স্পর্দ্ধা তার! তুমি, তখন-ই, কেন তাকে বধ কর্‌লে না?

ভার্ণি। চেষ্টা করেছিলাম প্রভু!—কিন্তু, পারি নি।

আর্ল। এ বিষয়ে, তোমার, আর কেহ, সাক্ষী আছে?

ভার্ণি। আছে, প্রভু! ফষ্টর ও সেই মাতাল মাইকেল ল্যামবোর্ণ। এই মাতালটাকে, চাকরি দিয়া, আমার হাতে রাখার একমাত্র প্রয়োজন-ও, ইহাই ছিল, আর্ল! যে, সে, যেন, অন্যত্র গিয়া, আমাদের এই রহস্য প্রকাশ না করিতে পারে।

আর্ল। এমি, হয়ত, ট্রেসেলিয়ানের সেখানে যাওয়ার কথা, কিছু জান্‌তো না।

ভার্ণি। তা নয়, প্রভু! আমি, কাউণ্টেসের নিজের মুখে-ই শুনেছি যে, ট্রেসেলিয়ান, তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্য-ই, সেখানে

গিয়েছিল। তাহাদের পরস্পরের দেখা-সাক্ষাৎ-ও হয়েছিল। ফষ্টর, তাহা জানে।

আর্ল। ইহা ছাড়া, আর, কোন-ও প্রমাণ আছে?

ভার্ণি। আছে বই কি, আর্ল! এই কেনিলওয়ার্থ-প্রাসাদে-ও, কাউণ্টেস্, কোথায় আসিয়া উঠিয়াছেন, এবং কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন, জানেন কি, আর্ল?—ট্রেসেলিয়ানের গৃহে!

আর্ল। চুপ্ কর, ভার্ণি! আর, কোন-ও প্রমাণ-প্রয়োগের প্রয়োজন নাই। আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি। এখন, জলের মত, সব আমার কাছে, পরিষ্কার বলে, বোধ হচ্ছে। এই জন্যই. এমি, তার পিত্রালয়ে ফিরে যাবার জন্য, এত ঔৎসুক্য দেখিয়েছিল। এই জন্যই, সে, কয়দিন-ও আর ধৈর্য্য ধর্তে পারলে না। একাকিনী এসে, কেনিল্-ওয়ার্থ-দুর্গে উপস্থিত হয়েছে। এই জন্যই, রাণীর নিকট উপস্থিত হয়ে, যাতে, আমি সমস্ত কথা প্রকাশ করি, তজ্জন্য তার এতাদৃশ আগ্রহ! আমার ধ্বংসে, তার উন্নতি। আমার প্রাণ-দণ্ডে, তার গুপ্ত-প্রণয়ীর সহিত, তার পুনঃ-পরিণয়ের সুবিধা! এই-ই পাপিনীর প্রণয়ে, মুগ্ধ হয়ে, আমি, পতঙ্গের ন্যায়, বহ্নিমুখে প্রবেশ কর্তে উদ্যত হয়েছিলাম! এই ফনিণীকে, মূর্খ—আমি!—নিতান্ত আপনার জ্ঞানে, হৃদয়ে ধারণ করেছিলাম! না—না! এ কি সম্ভব?—এত কপট!—অথচ, এত সুন্দর!

ভার্ণি। ধৈর্য্য হারাবেন না, আর্ল! কাউণ্টেসকে, এখনও, বোঝালে, বুঝ্তে পারেন।

আর্ল। বুঝতে পারে, ভার্ণি। কিন্তু, যে জিনিস, সে হারিয়াছে

—সে জিনিস ইহজন্মে, সে, আর, ফিরে পাবে না। ভার্ণি, আমায় পরামর্শ দাও! আমি, কেমন ক'রে, এই বিপদ হতে মুক্ত হব?

ভার্ণি। কাউণ্টেস্‌কে, কেন, তাঁর পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দিন্ না?

আর্ল। কেন? —আমার উজ্জ্বল মুখ, আর-ও উজ্জ্বল কর্‌তে? পিত্রালয়ে নহে—যমালয়ে—ভার্ণি!—এই লও! আমার সাঙ্কেতিক অঙ্গুরীয় লও! আমার সমস্ত ক্ষমতা, এক্ষণে, তোমার। এই হতভাগ্য রমণীর সম্বন্ধে, যাহা করিবার হয়, তুমি কর। তাকে, হত্যা কর্‌তে হয়—হত্যা কর! আমাকে বাঁচাও!

এই কথা বলিয়া, আর্ল, ক্ষিপ্তের ন্যায়, বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। ভার্ণি-ও, তাহার কৌশলের, এই আশাতীত ফল-লাভে, প্রীত হইয়া, দানবের ক্রূর হাসি হাসিয়া, সরলা এমির ধ্বংসের উপায় রচনা করিতে গেল।

# ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

এ দিকে, লিষ্টার, কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, মানসিক আবেগে নানা চিন্তা করিতে করিতে, একাকী, নগর ছাড়িয়া, নির্জ্জন পল্লী-পথ ধরিয়া, যথেচ্ছা, ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রজনীর আমোদে অবসন্ন হইয়া, পল্লী-বাসীগণ, তখন-ও, বড় কেহ একটা, শয্যা ত্যাগ করে নাই। প্রায় সকলে-ই নিদ্রামগ্ন। পর্য্যটন করিতে করিতে, আর্ল, একটি নির্জ্জন বনানীর প্রান্তদেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তীব্র অম্ল রস, যেমন, অতি মধুর গোদুগ্ধকে-ও বিকৃত করিয়া ফেলে। উগ্র কালকূট-সংস্পর্শে, যেমন, মুহূর্ত্তমধ্যে, শরীরের সমস্ত রক্ত জমাট বাঁধিয়া যায়, এমির দুশ্চরিত্রতার সন্দেহ-ও, সেইরূপ, আর্লের হৃদয়ের স্বাভাবিক কমনীয়তা-টুকুকে কঠোরতায় পরিণত করিল। লোক-চক্ষুর অন্তরালে, বনজাত-লতা-বিতান-বিমণ্ডিত তরুচ্ছায়ে, নবীন-শষ্পাচ্ছাদিত-ভূতলে পতিত, একটি বৃক্ষকাণ্ডের উপর উপবেশন করিয়া, আর্ল, ভাবিতে লাগিলেন, "এ-ও কি সম্ভব! এ কি সত্য! যদি, সে, বাস্তবিক-ই, ট্রেসেলিয়ানের প্রতি, মনে-মনে, অনুরাগিণী, তা হলে, সে কেন, আমার জন্য, পিতৃ-গৃহ, সুখ-সম্পদ, সব ছেড়ে এল। সে, যখন, আমার সঙ্গে আসে, তখন ত', সে জান্‌তো না, যে কার হস্তে, তার জীবন-যৌবন ধন-মান, সব সে সমর্পণ কচ্ছে। এ কি, তবে, পিশাচ ভার্ণির রচিত একটি

বিরাট মিথ্যা?—এ কি প্রহেলিকা! আমি ত' কিছু-ই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। যদি, এ-কথা সত্য হয়, আমি, এর উপযুক্ত প্রতিশোধ লব। পরিণীতা পত্নীর, স্বামীর প্রতি, এই ব্যবহার! আমি যে, নিজ-হস্তে, এই অসির আঘাতে, এখন-ও, তার শির দ্বিখণ্ডিত করিনি, আমার ধৈর্য্যের তাহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ! যে পুণ্যময় বন্ধনকে, এই কলুষিতা রমণী, নিজ-হস্তে, স্বেচ্ছায়, ছিন্ন করেছে, সেই বন্ধন হ'তে, মুক্ত হয়ে, আমার আকাঙ্ক্ষিত গৌরবময় স্বর্গলাভের পথে, এখন, আর আমার অন্তরায় কি? জ্যোতিষী এলেস্কো! তোমার গণনা দেখছি, অনেকটা মিলে আস্‌ছে। ইংলণ্ডের রাজমুকুট!—নরের ভাগ্যে, এর চেয়ে, উচ্চতম সম্মান, আর কি আছে?"

সহসা, আর্ল, তাঁহার পশ্চাতে, বৃক্ষপত্রে মর্‌-মর্‌ শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। মুখ ফিরাইয়া, আর্ল দেখিলেন, কে একজন লোক তাঁহারই দিকে আসিতেছে। দেখিবামাত্রই, আর্ল চিনিলেন, যে আগন্তুক—তাঁহারই প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী, এড্‌মণ্ড্‌ ট্রেসেলিয়ান!

ক্রুদ্ধভাবে, উঠিয়া দাঁড়াইয়া, আর্ল কহিলেন "এখানে কি জন্য, ট্রেসেলিয়ান?"

ট্রেসে। আপনার সহিত, কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য, গোপনে, সাক্ষাতের প্রয়োজনে, আর্ল!

আর্ল। তুমি, আমার শত্রু-পক্ষের লোক। তোমার সহিত, আমার, কোন-ও, গোপনীয় প্রয়োজন থাকিতে পারে না।

ট্রেসে। আমি, আপনার শত্রু নহি, আর্ল! সেই কথা বলিবার জন্য-ই, আমার এখানে আসা।

আর্ল। ভাল! সে কথা শুনিলাম। বিশ্বাস করিলাম কি না—তাহা জানিবার, তোমার প্রয়োজন নাই।

ট্রেসে। অধীর হইবেন না, আর্ল! আমি, আমার নিজের কোন-ও প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য, আপনার সহিত সাক্ষাৎকার-প্রার্থী নহি। মহিমান্বিত লিষ্টার! আপনি, অভিজাত-সমাজের গৌরব! আপনি আমাদের ইংলণ্ডের গৌরব! সামান্য একজন অনুগৃহীতকে, ন্যায়ের কবল হইতে, রক্ষা করিতে গিয়া, আপনার তুষার-শুভ্র যশে কালিমা স্পর্শে, আপনার উচ্চ শির অবনত হয়—ইহা কি উচিত?

আর্ল। ভূমিকা রাখিয়া, আপনার কি বক্তব্য আছে?—শীঘ্র বলুন!

ট্রেসে। আর্ল! তবে শুনুন। আবার বলি, আর্ল! আমার বক্তব্য, আমার নিজের সম্বন্ধে, কিছুই নহে। সার হিউ রব্‌সার্টের হতভাগিনী কন্যা, এমি-রব্‌সার্ট-সম্বন্ধে, দুই-চারিটি কথা-মাত্র। আর্ল! আপনি বিস্মিতের ভাণ করিবেন না। এই রমণী-সম্বন্ধে, আনুপূর্ব্বিক ঘটনা, আপনি অবগত আছেন। আপনার একজন অন্তরঙ্গ অনুচর, এই ঘৃণাজনক-ব্যাপারে, বিশেষ-ভাবে লিপ্ত।

আর্ল। সে অভিযোগ, আমার নিকট আনিয়া, ফল কি?

ট্রেসে। ফল—আপনার যশঃ-শ্রীকে, কলঙ্কের স্পর্শ হইতে, মুক্ত রাখিবার প্রয়াস। শুনুন, আর্ল, এই অসহায়া রমণী, আপনার অনুচরের হস্তে, কিরূপ নির্য্যাতিত হচ্ছে!—সে কথা শুন্‌লে, আপনার-ও কান্না আস্‌বে। এই হতভাগিনীকে, অপরাধিনীর ন্যায়, এক নির্জ্জন কারাগৃহে, আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। তাকে

বিষ-প্রয়োগে, হত্যা কর্‌বার পর্য্যন্ত-ও, চেষ্টা করা হয়েছিল! সে কোন-ও প্রকারে, পালিয়ে, এখানে এসে উপস্থিত হয়। তার পরে, আবার তাকে, ষড়যন্ত্র করে, কারারুদ্ধ করা হয়েছে। আপনি-ও, আর্ল! পরোক্ষে, এই দুষ্কৃতের সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। ইহা কি আপনার উচিত?

আর্ল। শুন, উদ্ধত যুবা! তোমার ধৃষ্টতা, সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে। তোমার ওই দুর্বিনীত জিহ্বাকে সংযমিত কর্‌বার জন্য, উপযুক্ত অস্ত্র, যদি-ও, ঘাতকের শাণিত ছুরিকা, তবু, আমি, এখন-ই, তোমাকে শাস্তি না দিয়ে, নিরস্ত হতে পার্‌ছি না। দুষ্ট! আত্মরক্ষা কর!

আর্ল, এই বলিয়া, অসি নিষ্কোষিত করিয়া, একেবারে, গিয়া ট্রেসেলিয়ানকে আক্রমণ করিলেন। ট্রেসেলিয়ান-ও যে, নিতান্ত অ-প্রস্তুত ছিলেন,তাহা নহে। উভয়ে,ঘোর দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

সহসা, ট্রেসেলিয়ানের পদস্খলন হওয়ায়, আর্লের-ই জয় হইল। তিনি, সিংহ-বিক্রমে, আক্রমণ করিয়া, ট্রেসেলিয়ান্‌কে, ভূতলে পাতিত করিলেন, এবং তাহার বুকের উপর চড়িয়া বসিয়া, তাঁহার তরবারি দ্বারা, ট্রেসেলিয়ানের হৃদয় বিদ্ধ করিতে গেলেন।

ঠিক সেই সময়ে, একজন বলিষ্ঠ লোক, নিঃশব্দে, আর্লের পশ্চাৎ হইতে আসিয়া, বজ্রমুষ্টিতে, তাঁহার দক্ষিণ-হস্তের মণিবন্ধ চাপিয়া ধরিল। আর্ল, ক্রুদ্ধ-ভাবে, তাঁহার হাত ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু, আগন্তুকের সেই বজ্রমুষ্টি, কিছুতেই, শ্লথ করিতে পারিলেন না।

নিষ্ফল ক্রোধে, গর্জ্জিয়া উঠিয়া, আর্ল কহিলেন "কে তুই বর্ব্বর! আমার প্রতিহিংসার পথে, অন্তরায় হইলি!"

আগন্তুক কহিল "সংযত হন্, আর্ল! মাষ্টার ট্রেসেলিয়ানের কোন দোষ নাই! দোষ আমার!"

আর্ল জিজ্ঞাসিলেন "হেঁয়ালি রাখিয়া, স্পষ্ট বল—ব্যাপার কি?—তাহা, না হইলে, তোমাদের দুজনের-ই গতি—এক রাস্তায়।"

আগন্তুক, তাহার আঙ্গরাখার পকেট হইতে, একখানি পত্র বাহির করিয়া, আর্লের হস্তে দিল। পাঠক, বোধ হয়, বুঝিতে পারিয়াছেন, যে আগন্তুক আর কেহই নহে। সে—ওয়েল্যাণ্ড্‌-কামার। আর যে পত্রখানি, সে আর্লের হস্তে দিল, সেখানি এমি রব্‌সার্টের লেখা। এই পত্রখানি, কেনিলওয়ার্থে আসিয়া-ই, এমি, আর্লের নিকট লিখিয়াছিলেন এবং আর্লের নিকট পৌঁছাইবার জন্য, ওয়েল্যাণ্ডের হাতে দিয়াছিলেন। সুযোগ-অভাবে, ওয়েল্যাণ্ড, তাহা, আর্লকে দিতে পারে নাই।

এমির পত্র পাঠ করিয়া-ই, আর্ল, সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। এমি যে, কেবল, তাঁহার-ই মুখ চাহিয়া, সকল কষ্ট, সকল অত্যাচার-উৎপীড়ন, সহ্য করিয়াছে—সে, যে, কেবল-মাত্র, তাঁহাকে-ই, একবার শেষ দেখা দেখিবার জন্য, পাগলিনীর ন্যায়, কেনিলওয়ার্থে ছুটিয়া আসিয়াছে, তাহা বুঝিতে, আর্লের আদৌ বিলম্ব হইল না। দারুণ অনুশোচনায়, তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। এ সমস্ত-ই, যে দুষ্ট ভার্ণির চক্রান্ত,—আর্ল, তাহা-ও বুঝিতে পারিলেন। ট্রেসেলিয়ানের উপরে, তাঁহার

অনিদান ক্রোধের জন্য, তিনি মনে-মনে বড়-ই লজ্জিত হইলেন। আবেগভরে, তাঁহার নিষ্কোষিত অসি, ট্রেসেলিয়ানের সম্মুখে, নিক্ষেপ করিয়া, আর্ল কহিলেন "এই লও—ভদ্র! আমি ভয়ানক পাপী। এই তীক্ষ্ণধার অসিতে, আমার হৃদয় বিদ্ধ কর। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হউক।"

ট্রেসেলিয়ান-ও, আর্লের কাতরতায়, নিতান্ত ব্যথিত হইয়া কহিলেন "আর্ল! আপনি যে, আমার উপর, অযথা ক্রুদ্ধ ও ঈর্ষ্যান্বিত ছিলেন, এবং, সেই জন্য, আমাকে, যে ক্লেশ ও নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে, আমি, সে সমস্তই বিস্মৃত হইলাম ও তজ্জন্য আপনাকে মুক্তপ্রাণে ক্ষমা করিলাম। কিন্তু, আপনি যে, একজন সম্ভ্রান্ত কুল-ললনাকে, প্রলুব্ধ করিয়া আনিয়া, তাহাকে কলঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার সর্ব্বনাশ-সাধন করিয়াছেন। আপনার সে পাপের, প্রায়শ্চিত্ত নাই। আপনার সে অপরাধের, ক্ষমা নাই।"

"কি!—লিষ্টারের আর্লের পত্নী হওয়া, কি, সার হিউ রবসার্টের কন্যার পক্ষে, কলঙ্কের কথা?"

"সে কি, মাইলর্ড!—এমি রবসার্ট, তাহা হইলে, ভার্ণির পত্নী নহে!—ইংলণ্ডের অধুনাতন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আর্লের অঙ্কলক্ষ্মী! আর্ল, আমায়, পরিহাস করবেন না।"

"ভদ্র! পরিহাস নয়। সত্য-ই, এমি রবসার্ট, লিষ্টারের কাউণ্টেস।"

তাহা হইলে, ইংলণ্ডের রাণীর সমক্ষে, প্রজাসাধারণের

সমক্ষে, একথা প্রচার হওয়া, প্রয়োজন। আমি, এখন-ই, তাহা করিতে চাই।'

"ভদ্র! তোমাকে কিছু-ই করিতে হইবে না। আমি-ই, এখনি গিয়া, রাজ্ঞীর সকাশে, সমস্ত কথা প্রকাশ করিব।"

এই বলিয়া, আর্ল, ক্ষিপ্রকরে, তাঁহার তরবারি কুড়াইয়া লইয়া, কোষবদ্ধ করিয়া, উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া চলিয়া গেলেন। ট্রেসেলিয়ান ও ওয়েল্যাণ্ড, কিছুক্ষণ, হতবুদ্ধির ন্যায় থাকিয়া, আর্লের পশ্চাৎ-পশ্চাৎ, নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

প্রাসাদে ফিরিয়া আসিয়া-ই, লিষ্টার, আর কাহার-ও সহিত, কিছু না বলিয়া, বরাবর, রাজ্ঞীর কক্ষে চলিয়া গেলেন। আর্লের সেই উদাস উন্মত্ত-ভাব, বিকারের রোগীর ন্যায় রক্তবর্ণ ঘূর্ণিত নয়ন, হস্ত-পদের অসংযততা ও তাঁহার অস্বাভাবিক ব্যস্ততা দেখিয়া, পৌরবর্গ ও অভ্যাগতগণ সকলে-ই বিস্মিত হইল।

# একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ঈর্ষ্যা-ই, ভালবাসার আন্তরিকতার ও অকৃত্রিমতার সর্ব্বোত্তম নিদর্শন। আপনার ভালবাসার আস্পদ, অপর নায়িকার প্রণয়-লোলুপ, এ কথা জানিতে পারিলে, কোন্ মানিনী না, ফণিনীর ন্যায়, রোষে গর্জ্জিয়া উঠে? লিষ্টার, গোপনে-গোপনে, এমি রব্-সার্টকে বিবাহ করিয়াছেন। রাণীকে, ঘুণাক্ষরে-ও, সে কথা জানিতে দেওয়া হয় নাই। শঠ নায়ক, আবার, থাকিয়া-থাকিয়া, ইংলণ্ডেশ্বরীর পূত প্রেমাগ্নি, আশার বাতাসে সন্ধুক্ষিত করিয়াছে! এতবড় একটা প্রতারণা-জাল, লিষ্টার, বসিয়া-বসিয়া, রচনা করিয়াছে! আর, এত বড় স্পর্দ্ধা, তাহার!—যে, সেই জালে, মহিমান্বিতা রাণী এলিজাবেথকে পর্য্যন্ত জড়িত করিবার প্রয়াস!

রাণী-ও, তো, মনে-মনে, কত কি সোণালি স্বপন বপন করিতে-ছিলেন। সহসা, ভগবানের বজ্র পতিত হইয়া, তাঁহার সে স্বপ্ন ছিঁড়িয়া-টুটিয়া ভাঙ্গিয়া দিল! রাণী, যন্ত্রণায়, অস্থির হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নিজ-হস্তে, নিজের কেশ-পাশ ছিন্ন করিতে, নখাঘাতে নিজের চক্ষুর্দ্বয় উপাড়িয়া ফেলিতে, ইচ্ছা হইতে লাগিল। সুকোমল স্পর্শ-সুখদ, কিংখাপের আসনে বসিয়া, তিনি, যেন, সহস্র বৃশ্চিকের দংশন জ্বালা অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি, বারবার উঠিয়া, কক্ষমধ্যে, পাদচারণা করিতে লাগিলেন। মুহুর্মুহু দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। এক-এক-বার, রোষ-কষায়িত নেত্রে, লিষ্টারের পানে, চাহিতে লাগিলেন।

লিষ্টারের-ও অবস্থা, ভাষায় অ-বর্ণনীয়। তাঁহার বদন বিষাদের কালিমা-রেখাঙ্কিত, শীর্ণ ও পাংশু-বর্ণ। শিরোদেশ অনাবৃত। কেশ-পাশ অযত্ন-বিন্যস্ত। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় ধরাতল-লগ্ন। গুরু অনুশোচনার ভারে, আর্লের হৃদয় নিপীড়িত। কিন্তু, তিনি পাষাণ-স্তূপের ন্যায়, স্থির, গম্ভীর, অটল। আর্ল স্থির জানেন, যে, এই মুহূর্ত্তে-ই, রাজ্ঞীর ভীষণ কোপানল, হয় ত', তাঁহাকে ভস্মীভূত করিতে পারে। কিন্তু, তিনি নির্ভীক। তিনি, ইতিপূর্ব্বে ই, তাঁহার তরবারি, কোষমুক্ত করিয়া, রাজ্ঞীর চরণ-তলে নিক্ষেপ করিয়া-ছিলেন। ইঙ্গিতে জানাইয়া দিয়াছিলেন, যে, আত্মরক্ষা-সমর্থ হইলে-ও, তিনি তাহা করিবেন না। রাজ্ঞীর ন্যায়ান্বিত দণ্ডাদেশ, অবনত শিরে, বহন করিবেন।

কক্ষমধ্যে, রাজ্ঞী ও লিষ্টার ব্যতীত, আর-ও তিন-জন লোক ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে, একজনের বয়স প্রায় ষাট-বৎসর। তাঁহার মুখ গম্ভীর ও চিন্তাশীল। গুম্ফ-শ্মশ্রু পক্ক, ও কপিশাভ শ্বেত-বর্ণের, ইংলণ্ডীয়-সাম্রাজ্য-রূপ বিশাল হর্ম্ম্যের, ইনি-ই, তৎকালে ছিলেন, সর্ব্বোচ্চ স্তম্ভ। ইহাঁর-ই, মস্তিষ্কের বলে, ইংলণ্ডীয় প্রজা-তন্ত্র, যন্ত্রের ন্যায়, পরিচালিত হইত। ইঁহার নাম—লর্ড বার্লে। ইনি-ই ছিলেন, ইংলণ্ডের তাৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজমন্ত্রী। দ্বিতীয় ব্যক্তির বয়স, বার্লের অপেক্ষা, কিছু কম। তাঁহার-ও মুখের ভাব, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধির পরিচায়ক। ইনি-ও কূট রাজনীতি-তত্ত্বে, বার্লের সমকক্ষ ছিলেন। ইহার নাম—ওয়াসিংহাম্।

তৃতীয় ব্যক্তি, বয়সে প্রৌঢ়। তাঁহার আকার দীর্ঘ ও

বলিষ্ঠ। পরিচ্ছদ সৈনিকোচিত। তাঁহার হস্তে, একটি রৌপ্য-বিনির্ম্মিত দণ্ড। ইহাই, তাঁহার পদ-গৌরব সূচিত করিতেছিল। ইনি-ই তাৎকালিক ইংলণ্ডের আর্ল-মারসাল্—লর্ড শ্রুজ্‌বারী। লর্ড শ্রুজবারী, নির্ব্বাক-ভাবে, লিষ্টারের পশ্চাতে, দাঁড়াইয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া, স্পষ্ট-ই প্রতীয়মান হইতেছিল, যে, আর্ল, তৎকালে, তাঁহার আপনার প্রাসাদ-দুর্গে-ই বন্দী-মাত্র। লর্ড শ্রুজ্‌বারী, তাঁহার প্রহরী।

সহসা, নিতান্ত অধীরভাবে, লর্ড বার্লের দিকে চাহিয়া, রাণী কহিলেন "কই!—মাই লর্ড, এখন-ও, আসিতেছে না কেন? ট্রেসেলিয়ানকে খবর দেওয়া হইয়াছে তো?"

বার্লে। হাঁ মহারাজ্ঞি! তিনি এলেন বলে।

ঠিক এই সময়েই, ট্রেসেলিয়ান, সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অবস্থা দেখিয়া, ব্যাপার কি, বুঝিতে তাঁহার দেরী হইল না। তিনি রাজ্ঞীকে ও সমবেত অভিজাতবর্গকে অভিবাদন করিয়া, অবনত-মুখে দাঁড়াইয়া, রাজ্ঞীর আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ধীর মন্থরভাবে, সংযত ভাষায়, রাজ্ঞী, ট্রেসেলিয়ানকে কহিলেন "মাষ্টার ট্রেসেলিয়ান! তুমি, এই ঘটনার, সমস্ত-ই জানিতে। তবে, কেন, সে দিন, আমার নিকট, তাহা গোপন করিয়াছিলে? আমার স্পষ্ট-ই বোধ হইতেছে, যে, এই প্রবঞ্চনায় মধ্যে, তুমি ও লিপ্ত। তুমি-ও অপরাধীর সহায় ও সহকারী।"

ট্রেসেলিয়ান দেখিলেন, রাণী যেরূপ কুপিত, তাহাতে, এ-সময়ে, তাঁহার পক্ষে, আত্মদোষ-ক্ষালন-প্রয়াস নিষ্ফল। সেই জন্য,

কিছুক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া, তিনি, জানু পাতিয়া উপবেশন করিয়া, যুক্ত-করে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ্ঞি! এ বিষয়ে, কিছু-কিছু, আমি, জানিতাম বটে। কিন্তু, এমি রবসার্ট, যে লিষ্টারের কাউণ্টেস—তাহা, আমি জানিতাম না।"

ক্রুদ্ধ-ভাবে, ভূতলে পদাঘাত করিয়া, রাণী কহিলেন, "লিষ্টারের কাউণ্টেস!—ব'ল!—ভিক্ষুক ডাড্লির পত্নী। আর, কয়েক মূহূর্ত্ত পরে-ই, তাহার পরিচয় হইবে—প্রবঞ্চক, রাজদ্রোহী, রাজদণ্ডে দণ্ডিত, ঘৃণিত, রবার্ট ডাড্লির বিধবা-পত্নী!"

লিষ্টার, মুখ তুলিয়া, কাতরভাবে, রাজ্ঞীর মুখের দিকে চাহিয়া, কহিলেন "ইঁহাকে ক্ষমা করুন রাণী! ইনি,এ বিষয়ের, কিছু-ই জানেন না। আমি-ই অপরাধী। যে শাস্তি, উপযুক্ত হয়, আমাকে দিন।"

রাণী। কেন?—তোমার কথায়?—বিশ্বাসঘাতক আর্ল! তুমি,—আমার কি সর্ব্বনাশ করেছ, জান? আজ, যদি, তুমি আমাকে হত্যা কর্তে, তোমার সে অপরাধ, আমি, ক্ষমা করতে পার্তাম। কারণ, তোমার সে অপরাধ, আমার বিরুদ্ধে। কিন্তু, তোমার এ অপরাধ, আমি, মার্জ্জনা কর্তে অক্ষম। তুমি কি কর্‌লে, লিষ্টার? ইংলণ্ডের রাণীর, যে গর্ব্বিত ন্যায়ানুরাগ, নিরপেক্ষতা, ও সূক্ষ্মদর্শিতা, উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গের ন্যায়, ব্যোমস্পর্শী। তুমি তাই, আজ, ভূতলাবলুণ্ঠিত, ধূলিমুষ্টিতে পরিণত করেছ! তুমি, ইংলণ্ডের রাণীকে, তাঁর-ই অসংখ্য প্রজাবর্গের নিকট, ঘৃণার আস্পদ করেছ। তুমি,—ইংলণ্ডের রাজশ্রীকে, হতশ্রী করেছ। বার্লে! ওয়াসিংহাম! এ কলঙ্কের চেয়ে, আমার, কেন, মৃত্যু হ'ল না?"

বার্লে। মাতা! আশ্বস্তা হন। স্মরণ রাখ্‌বেন, আপনি কে?—আপনি, ইংলণ্ডের জননী! আপনার, কি, এতাদৃশ বিচলিত ও অধীর হওয়া উচিত?

রাণী। বার্লে! আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ; আপনি, সূক্ষ্ম-রাজনীতিজ্ঞ! আপনি-ও, ঠিক বুঝতে পারছেন না - যে, কি বেদনা, আমি, আমার হৃদয়ে, অনুভব কর্‌ছি! - ওঃ—

এলিজাবেথ, এই কথা বলিয়া, দুই হাতে, তাঁহার নিজের বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরিলেন। /তাঁহার চক্ষু হইতে, মুক্তাফলের ন্যায়, দুই-বিন্দু অশ্রু উদ্গত হইয়া, তাঁহার কপোল বহিয়া, পড়িয়া গেল। তিনি, তাহা গোপন করিবার জন্য, মুখ ফিরাইলেন। /

আবেগ-কম্পিত-স্বরে বার্লে কহিলেন "মাতা! ইংলণ্ডের সুপ্রতিষ্ঠ সিংহাসনে, তুমি অধিষ্ঠিতা। এ দুর্ব্বলতা, কি তোমার সাজে?"

রাণী। দুর্ব্বলতা!—দুর্ব্বলতা, ইংলণ্ডের রাণীর!—দুর্ব্বলতা, সম্রাট্‌ অষ্টম-হেন্‌রীর কন্যার! জগৎ দেখুক—ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথের ন্যায়-বিচার, কিরূপ সূক্ষ্ম তুলা-দণ্ডে পরিমিত, কিরূপ পক্ষপাতশূন্য!—ট্রেসেলিয়ান্‌!

ট্রেসে। আজ্ঞা করুন্‌, রাজরাজেশ্বরি!

রাণী। তুমি, এখন-ই, কয়েকজন লোক সঙ্গে লইয়া, কামনরপ্লেসে যাও! লিষ্টারের কাউণ্টেস্‌ এমি রবসার্টকে, সসম্মানে কেনিলওয়ার্থে নিয়ে এস! সার ওয়াল্টার রেলেকে ও তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও! কে আছ?—ওয়েল্যাণ্ড-কামারকে আমার নিকট লইয়া আইস।

একজন দ্বোবারিক ওয়েলাণ্ডকে লইয়া আসিল। ওয়েল্যাণ্ড প্রণতিপূর্ব্বক, এক পার্শ্বে, দাঁড়াইয়া রহিল।

রাজ্ঞী কহিলেন "ওয়েল্যাণ্ড! তুমি, আজ হ'তে, রাজপরিবার-ভুক্ত। তুমি সাসেক্সের প্রাণরক্ষা করেছ। লিষ্টারের কাউণ্টেসকে, হত্যাকারীর হাত হতে, বাঁচিয়েছ। তোমার সৎকার্য্য অ-পুরস্কৃত যাবে না। লর্ড-মারশাল শ্রুজবারী! এখন-ই, অশ্বারোহণে, লোক পাঠাও। অদ্য, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে-ই, দুষ্ট ভার্ণি যে থানেই থাক্‌ না, তার হস্ত-পদ শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে, আমার সমক্ষে, উপস্থিত করা চাই! তার পর,—মাই লর্ড লিষ্টার! প্রাণদণ্ড, যদি-ও, তোমার উপযুক্ত শাস্তি, আমি, সে দণ্ড, তোমায় দিব না। সীমান্তের নির্জ্জন দুর্গে যাবজ্জীবন কারাবাস, তোমার দণ্ড। যাও, সেখানে, আমরণ, অনুতাপানলে হৃদয়কে দগ্ধ করে, তোমার পাপ-ক্ষালন কর গিয়ে। শ্রুজবারী! তোমার বন্দী, মাই লর্ড লিষ্টারকে, এখন-ই, স্থানান্তরিত কর। অভিজাতগণ! আপনারা প্রস্থান করুন। আমি একটু একাকী বিশ্রাম করবো।"

ইংলণ্ডেশ্বরীর এই দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া, আর্ল, দীন-নয়নে এলিজাবেথের পানে চাহিয়া, ধীরে ধীরে, কহিলেন "ইংলণ্ডেশ্বরীর মহিমার সীমা নাই। তাঁহার ন্যায়-বিচার, ঈশ্বরের বিচারের ন্যায়, সূক্ষ্ম। তবে, জানি না, কেন, আমার এত গুরু-পাপে, তিনি এত লঘু-দণ্ড বিধান করলেন! সম্রাজ্ঞি! আপনার বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য অটুট হ'ক। আপনার যশোভাতিতে, জগৎ পূর্ণ হ'ক! মাতা ইংলণ্ড! আমার জন্মভূমি! তোমার অকৃতী সন্তানকে বিদায় দাও মা!"

যথারীতি অভিবাদন করিয়া, অভিজাতগণ, সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

রাণী এলিজাবেথ উঠিয়া, নিজ হস্তে, সেই কক্ষের সমস্ত দ্বার-গুলি রুদ্ধ করিয়া দিলেন। প্লাবনের বন্যায়, কূলে-কূলে পূর্ণা তটিনী, যেমন, তাহার প্লাবন-বেগ, আপন পরিধি-মধ্যে সংযমিত রাখিতে সমর্থ হয় না; যেমন পথ পাইলে-ই, তরু-গুল্ম-লতা, গৃহ-দ্বার-কুটীর-অট্টালিকা, সব ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া বাহির হইয়া যায়। এলিজাবেথের-ও নারী-সুলভ দুর্ব্বলতা, আর, তাঁহার হৃদয়ের বাঁধ মানিল না। তিনি, ছুটিয়া গিয়া, ভূতলে পড়িয়া, আছাড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। হৃদয়-আবেগ একটু মন্দীভূত হইয়া আসিলে, তিনি উঠিয়া বসিয়া, আপন-মনে, বলিতে লাগিলেন "না—আর না। আর, দুর্ব্বলতাকে হৃদয়ে স্থান দিব না। আমি ইংলণ্ডের রাণী,—আমারে কি সাজে, সামান্যা রমণীর ন্যায়, প্রেমিকের সঙ্গে, প্রেম-লীলা অভিনয়? ভাল-ই হয়েছে! আমাকে ছেড়ে, নাগ-পাশ আপনি-ই চলে গিয়েছে। আজ এলিজাবেথ স্বাধীন! আজ এলিজাবেথ মুক্ত!"

# দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রিচার্ড ভার্ণির কু-মন্ত্রণায় ও আর্ল অফ লিষ্টারের সম্মতিতে, এমি, আবার, কামনরে, তাহার পুরাতন কারায়, প্রেরিত হইলেন। এবার-ও, তাহার পূর্ব্ব-কারা-রক্ষক এণ্টনি ফষ্টর-ই, তাহার রক্ষকের কার্য্য করিবেন, স্থির হইল। কিন্তু, গত কয়েক দিন হইতে, ফষ্টরের চিত্ত-টা, একটু বিক্ষিপ্ত, দেখা গেল। পাপীর পক্ষে, পাপ করাটা যত সহজ, সেটা গোপন-রাখা, তত সহজ নয়। ফষ্টরের জন্মার্জ্জিত পাপরাশি, এখন, সময় পাইয়া, তাহাকে নির্য্যাতিত করিয়া তুলিল।

বিশেষতঃ, কামনর-প্লেসে পৌছিয়া, যখন, এমি শুনিলেন, যে, জেনেট সেখানে নাই, এবং, সেই করুণ-হৃদয়া বালিকার সাহায্য ও স্নেহ, আর, তিনি পাইবেন না। তখন, তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

কাউণ্টেসের মন, এইরূপ, নিরাশ ও ভগ্ন দেখিয়া, ফষ্টর তাহাকে একটু আশ্বাস দিয়া কহিল "দেবি! জেনেট না-ই-বা থাকিল। আমরা সকলে রহিয়াছি। আপনার কোন-ও ভয় নাই। আপনি, স্বচ্ছন্দে গিয়া, শয়ন করুন। আমাদের প্রভুর-ও, কাল, এখানে আসিবার কথা শুনিয়াছি।"

এই সংবাদে, এমির বিশুষ্কমুখে, ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু, আবার, তাহা, চকিতে, অধর-প্রান্তে মিশিয়া গেল।

এমি ভাবিতে লাগিলেন "তিনি, আসিবেন কেন? তাঁহার—কি অভাব আছে? ইংলণ্ডেশ্বরী রাজরাজেশ্বরীরূপে, এখন-ও, কেনিলওয়ার্থ-দুর্গে—" একটি বুক-ভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া, এমি বলিতে লাগিলেন "—রাণী এলিজাবেথ, এখন-ও, আমার প্রাণেশ্বরের, হৃদয়-মন্দির জুড়িয়া, বসিয়া আছেন। যেখানে, পৃথিবীর লোক একত্রিত হইয়াছে!—যেখানে, এত লোকের স্থান হইয়াছে!—সেখানে, আমার দুই দিনের বেশী, তিন দিনের জন্য, স্থান হইল না!"

ফষ্টর কহিল "ঠাকুরাণী। আর, চিন্তা করিবেন না। রাত্রি অনেক হইয়াছে। শয়ন করুন গিয়া।"

এমি, আবার, ফষ্টরকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ফষ্টর! সত্য করিয়া বল। আমার হৃদয়েশ্বর, সত্য-সত্যই কাল আসিবেন,—সংবাদ দিয়াছেন?"

ফষ্টর উত্তর করিল. "হাঁ মা! আমি কি, আপনার সহিত, মিথ্যা কথা বলিতে পারি? দেখুন, ঠাকুরাণী! আমি, আপনার উপর, বড়-ই পরুষ ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু, সে সকল-ই, আপনার মঙ্গলের জন্য। আপনি, আর্লকে বলিয়া-কহিয়া, আমার যাহাতে একটু ভাল হয়, তাহা-ই করিয়া দিবেন তো?"

এমি কহিলেন, "অবশ্য দিব। তুমি, আমাকে, কন্যার ন্যায়, রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছ। তোমার শুভকামনা, তো, আমার কর্ত্তব্য। সে জন্য, আর্লের নিকট অনুরোধ করিতে, আমি, কেন পরাঙ্মুখ হইব?"

ফষ্টর কহিল, "ঠাকুরাণি! আজ রাত্রে, আপনি কিছুই আহার করিবেন না?"

এমি কহিলেন "না ফষ্টর! আমার ক্ষুধা, একেবারে-ই, নাই। যাই—শয়ন করি গিয়া।"

কাউণ্টেস উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ফষ্টর, অগ্রে-অগ্রে দীপ ধরিয়া, তাঁহাকে শয়নকক্ষের দ্বার পর্য্যন্ত, পৌঁছাইয়া দিলেন। এমি, কক্ষে প্রবেশ করিয়া, দ্বারটি অর্গলাবদ্ধ করিয়া দিলেন। কি জানি, কি এক অজানিত আশঙ্কায়, এমির হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল! বুঝি—অদ্য রজনী-ই, তাঁহার এ মর-ধামে, শেষ রজনী!

ভার্ণি, এতক্ষণ, অন্ধকারে সিঁড়ির-কোণে লুকাইয়াছিল। কাউণ্টেসের দ্বারবন্ধের শব্দ শুনিয়া, সে, পা-টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া, অনুচ্চ-স্বরে ফষ্টরকে জিজ্ঞাসিল "শুইতে গিয়াছে?—দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছে?—তবে, এখন—উপায়?"

ফষ্টর, দ্বারের সম্মুখস্থ একখানি কাঠের পাটাতনের দিকে, অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে, দেখাইয়া বলিল "উপায়—ওই! ওই কাঠের পাটাতনটির, মেজের সহিত, কোন-ই সংস্রব নাই। একটি গুপ্ত স্প্রিংয়ের সাহায্যে, ও-খানিকে উঠান-নামান যায়। আবার, ওখানিকে, এরূপ কৌশলে, আবদ্ধ রাখা যায়, যে, বাহির হইতে দেখিলে, কিছু-ই বুঝা যাইবে না। কিন্তু, একটি ইন্দুরের ভারে, ওই পাটাতনখানি ও তাহার উপরে যাহা-কিছু থাকিবে, সব, একেবারে, পাতাল-গর্ভে পতিত হইবে। কিন্তু, এ-সব মৎলব আমি, বাহির করিয়া দিতেছি। আমার পারিশ্রমিক কি?"

"তোমাকে, একটা ছোট-খাট ভূস্বামী করিয়া দিব—আর কি চাও, ফষ্টর?"

মৎলবটা, ভার্ণির বেশ মনে ধরিল। সে, ফষ্টরকে আদেশ করিয়া, নিজের চক্ষের সম্মুখে, সেই পাটাতনটি-সম্বন্ধে, সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিল।

এক্ষণে, কাউণ্টেসকে, দ্বার খুলিয়া, পাটাতনের উপর আনা যায় কি করিয়া?—ভার্ণি জানিত, যে, এমির একমাত্র দুর্ব্বলতা—লিষ্টারের প্রতি, অত্যধিক অনুরক্তি। সেই দুর্ব্বলতার সাহায্যে-ই, তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে হইবে।

ভার্ণি, দুই-তিন-দণ্ড মাথা ঘামাইয়া, এক মৎলব বাহির করিল। তাহার অধর-প্রান্তে, শয়তানের ক্রূর হাসি ফুটিল।

# ত্রি-ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

এমি, শয়নকক্ষে, গেলেন বটে। কিন্তু, তাঁহার চক্ষে, নিদ্রার লেশ-ও আসিল না। তাঁহার জীবনের অতীত ঘটনাবলী, সুখ-দুঃখরাজি, ছায়া ি ছায়ার মত, তাঁহার হৃদয়ে, আসিতে-যাইতে লাগিল। ইংলণ্ডের একজন প্রাচীন অভিজাতের একমাত্র দুহিতা, আর, সংসার-বিতাড়িতা, পথের কুক্কুর অপেক্ষা-ও হীনা, ভিক্ষুকের চেয়ে-ও দীনা!

"কেন?—কি পাপে, তাঁহার, এ দশা ঘটিল? যাহার জন্য, এমি, পিতৃ গৃহ, পিতার স্নেহ-মমতা, সব ছাড়িলেন; যাহার জন্য, তিনি, একাকিনী, এই কারাগৃহে বাস করিয়া-ও, আপনাকে রাজ্যেশ্বরী রাণীর ন্যায়, মনে করিতেন; যিনি, তাঁহার ক্ষুদ্র সাধ, ক্ষুদ্র অভিলাষ, প্রকাশমাত্রে-ই পূর্ণ করিতেন। আজি, কেন, সেই স্বামী, তাঁহার উপর বিরূপ? কোন্ পাপে, কোন্ অপরাধে?" এমি, মনে-মনে, এইরূপ, নানা চিন্তা করিতে লাগিলেন। সহসা, বহিরঙ্গনে, অশ্ব-পদধ্বনি শুনিয়া, কাউণ্টেস চমকিয়া উঠিলেন। "এত রাত্রে—অশ্বারোহণে—কে আসিল? হয়ত, এত-দিনে, আর্লের, অভাগিনী এমির কথা, মনে পড়িয়াছে। তাই, তিনি, রাত্রিতে-ই, আমাকে দেখিতে আসিয়াছেন!"

এই সময়ে, তিনবার, আর্লের সাঙ্কেতিক তূর্য্যধ্বনি শুনিয়া, আর এমির সংশয়ের কোন-ই কারণ রহিল না। তিনি, তাড়াতাড়ি,

দ্বার খুলিয়া, বাহির হইয়া, যেমন, পাটাতনে পা দিলেন, অমনি, পাটাতন স্থানচ্যুত হইয়া, তাঁহাকে লইয়া, একেবারে নীচে পড়িয়া গেল।

একটি সর্‌সর্‌ শব্দ!—গুরু-বস্তু পতনের আওয়াজ!—একটু গোঁ-গোঁ শব্দ হইল!—পর মুহূর্ত্তেই, সব শেষ—সব, নিস্তব্ধ হইয়া গেল!

ব্যস্তভাবে, ছুটিতে-ছুটিতে আসিয়া, ভার্ণি, ফষ্টরকে জিজ্ঞাসা করিল "কি!--সব শেষ তো?"

ফষ্টর, পাতাল গর্ভে পুঞ্জীকৃত, শুভ্রবসনে ও আলুলায়িত-কেশ-পাশে অর্দ্ধাবৃত, একটি রমণী-মূর্ত্তির-দিকে, অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে দেখাইয়া বলিল "ভার্ণি! ওই দেখ,—সব শেষ!"

পিশাচের ক্রূর হাসি হাসিয়া, ভার্ণি কহিল "তোমার-ও কার্য্য, শেষ!—আমার কার্য্য, আরম্ভ।"

ঠিক এই সময়ে, কামনর-প্লেসের বহিরঙ্গনে, বহু-অশ্বপদধ্বনি ও লোকের কথোপকথন শুনা গেল। বলা বাহুল্য, যে, ট্রেসেলিয়ান ও রেলে, রাজানুচরদিগকে সঙ্গে লইয়া, এমিকে লইয়া যাইবার জন্য, আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

হায়!—এমি এখন কোথায়?

সেই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখিয়া, সকলে-ই নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ!

আগুনের হল্‌কার মত, একটি বুকভাঙ্গা দীর্ঘ-শ্বাস ছাড়িয়া, ট্রেসেলিয়ান কহিলেন "ওয়াণ্টার! এত করিয়া-ও, এমিকে বাঁচাইতে পারিলাম না!"

রেলে উত্তর দিলেন "বিধিলিপি খণ্ডন করিবে, এড্‌মণ্ড!—সে সাধ্য কার? আর, দেবতা, এই পঙ্কিল ধরায়, রহিবে কোন্ সুখে? অমরার রাণী, অমরায় চলিয়া গিয়াছে। চল—আমরা-ও, আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য করি!—আমরা, তার নশ্বর দেহ, দেবতার ন্যায় গৌরবে, রাজধানীতে নিয়ে যাই।"

ভার্ণি ও ফষ্টর, এরূপ অসময়ে, ট্রেসেলিয়ান ও রেলেকে এতগুলি রাজকর্ম্মচারী সঙ্গে লইয়া, আসিতে দেখিয়া-ই, মনে-মনে, প্রমাদ গণিয়াছিল।

রেলে, আর, কালবিলম্ব না করিয়া, [illegible] [illegible]কে কহিলেন "তোমাদের কর্ত্তব্য পালন কর[illegible] ওই দুই নরহন্তার-ই হস্তপদ শৃঙ্খলিত কর। যদি, বলপ্রয়োগ করে, তবে অস্ত্রাঘাতে পাপিষ্ঠদিগকে বধ করিতে-ও পরাঙ্মুখ হইয়ো না।"

রাজানুচরগণ রেলের আদেশ পালন করিল।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরে-ই, কামনর-প্লেস পরিত্যক্ত হইল। এমন কি, সে রাস্তায়, লোকজন পর্য্যন্ত চলিত না। প্রবাদ ছিল, যে, ঐ বাড়ীতে, দিনে-ও, ভুত দেখা যাইত। মধ্যনিশায়, অমানুষিক নারী-কণ্ঠে, বিকট রোদনধ্বনি শুনা যাইত।

তাহাতে, আর, আশ্চর্য্য কি?

এমির অশান্ত আত্মা, জীবনে তো, শান্তি লাভ করে-ই নাই। বোধ হয়, মরণে-ও নহে!

সমাপ্ত।

Printed by G. C. Neogi, Nababibhakar Press, Calcutta.